ছোটদের যত লেখা

হুমায়ূন আহমেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

- তিনি ও সে
- বোকাভূ
- মজার ভূত
- তোমাদের জন্য রূপকথা
- নীল হাতী
- পরীর মেয়ে মেঘবতী
- চেরাগের দৈত্য এবং বাবলু

প্রচ্ছদ ■ ধ্রুব এষ
প্রচ্ছদের আলোকচিত্র ■ রিচার্ড রোজারিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের লেখালেখির ভুবনে প্রবাদ পুরুষ। গত ত্রিশবছর ধরেই তাঁর তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনা ছেড়ে হঠাৎ করেই চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। আগুনের পরশমণি, শ্রাবণ মেঘের দিন, দুই দুয়ারী, চন্দ্রকথা, শ্যামল ছায়া, আমার আছে জল... ছবি বানানো চলছেই। ফাঁকে ফাঁকে টিভির জন্যে নাটক বানানো।

এ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। দেশের বাইরেও তাঁকে নিয়ে প্রবল আগ্রহ। জাপান টেলিভিশন NHK তাঁকে নিয়ে একটি পনেরো মিনিটের ডকুমেন্টারি প্রচার করেছে Who is who in Asia শিরোনামে।

মানুষ হিসেবে তাঁকে তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র হিমু এবং মিসির আলির মতোই রহস্যময় বলে মনে হয়। তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটে নিজের তৈরি নন্দনকানন 'নুহাশ পল্লী'তে।

আলোকচিত্র ▪ মাজহারুল ইসলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটদের যত লেখা

হুমায়ূন আহমেদ

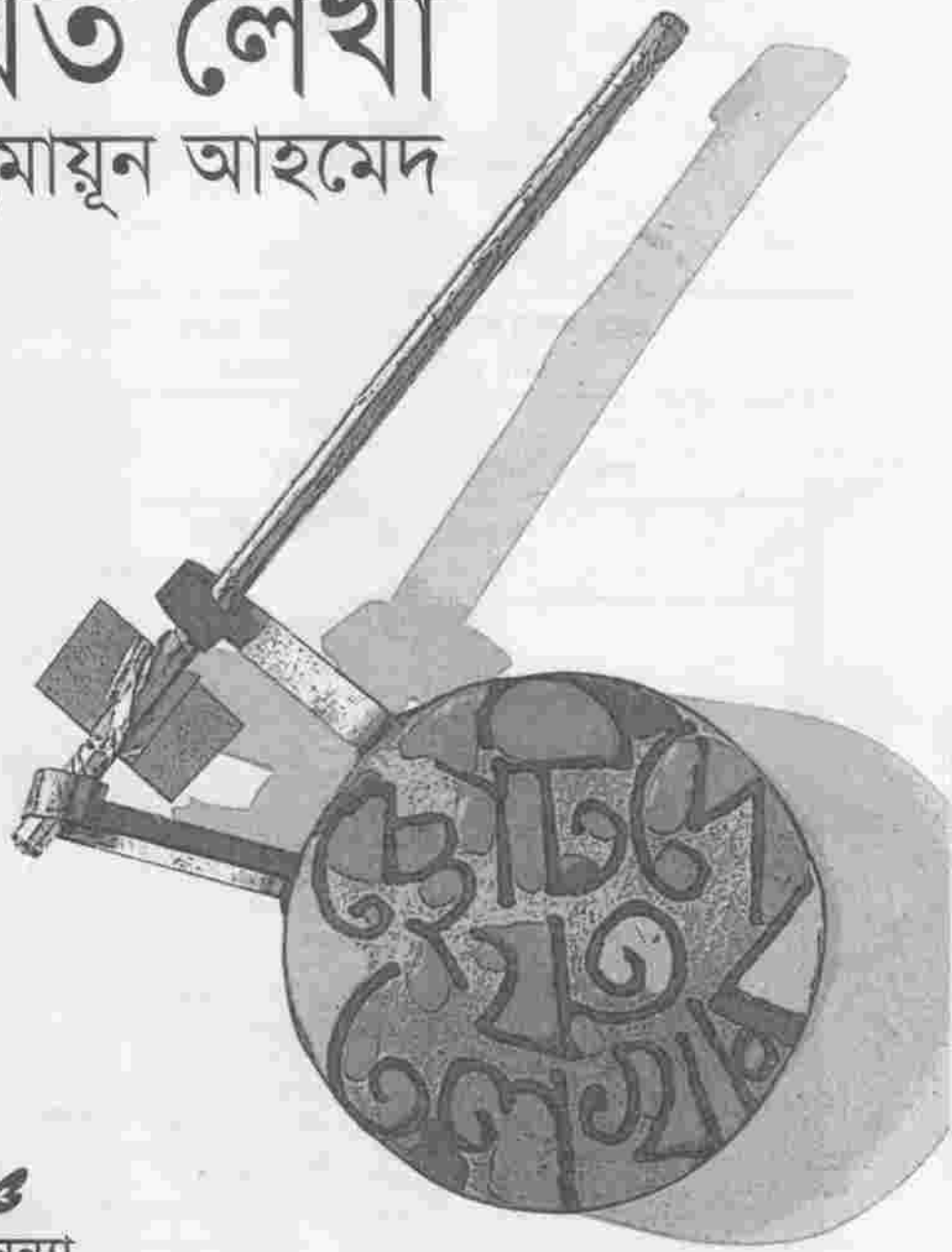

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা
anannyadhaka@gmail.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

আমার লেখালেখির বয়স ত্রিশ।

ত্রিশ বছর ধরে লিখছি–গল্প, উপন্যাস, বৈজ্ঞানিক রম্য কাহিনী, ভূত-প্রেত বিষয়ক জটিলতা, শিশুতোষ রচনা। একজন যখন ত্রিশ বছর বিরতি ছাড়া লিখে যায় তখন একটা ব্যাপার ঘটে। শেষ বেলায় হিসাব মিলাতে গিয়ে সে ভড়কে যায়। ভুরু কুঁচকে ভাবে–এত লেখা কখন লিখলাম?

আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটেছে শিশুতোষ রচনার একটি নির্বাচিত সংকলন বের করতে গিয়ে। খুবই অবাক হয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করেছি বাচ্চাদের জন্যে এত লেখা কখন লিখলাম? সংকলনের লেখাগুলি পড়েও আনন্দ পেয়েছি (এটা আমার একটা সমস্যা। নিজের লেখা পড়ে সব সময় আনন্দ পাই। বড় লেখকদের মত কখনোই মনে হয় না–কি সব ছাইপাশ লিখেছি!)

অনন্যা শিশুতোষ রচনার এই সংকলনটি–'ছোটদের যত লেখা' বের করছে। তাদের ধন্যবাদ। তাদের কল্যাণে আবারো সেজেগুজে শিশুদের সামনে উপস্থিত হচ্ছি। বাহ্ ভালতো!

হুমায়ূন আহমেদ
নুহাশ পল্লী, গাজীপুর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি ও সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি একজন সুখী মানুষ। তার চেহারাটা অবশ্যি দুঃখী দুঃখী, কিন্তু আসলে তিনি সুখী। তার অফিস ছুটি হয় পাঁচটায়। চারটা বাজতেই অফিসে এক ধরনের উত্তেজনা তৈরি হয়। ফাইল গোছানো, ড্রয়ারে তালা দেয়া, চেয়ারের পেছনে ঝোলানো কোট গায়ে দেয়া, বারবার বিরক্ত মুখে ঘড়ি দেখা। তিনি এইসব কিছুই করেন না। তিনি তার চেয়ারে বসে সবার ব্যস্ততা দেখেন। পাঁচটা বাজতেই অফিস থেকে বের হবার জন্যে লাফালাফি শুরু হয়ে যায়। তখন তিনি তার চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আরাম করে চা খান। তার কোনো-এক কলিগ হয়তো বলেন, এ-কী মনসুর সাহেব, যাবেন না? এখন চা খাচ্ছেন কেন?

তিনি হাসিহাসি মুখে তাকিয়ে থাকেন। কিছু বলেন না।

মনসুর সাহেব ইস্টার্ন ক্লিয়ারিং হাউসের একজন জুনিয়র অফিসার। কিছুদিন আগেও তিনি ছিলেন হেড ক্লার্ক। এখন অফিসার হয়েছেন। তার বয়স সাতান্ন। চাকরির বেশি বাকি নেই। শেষ পর্যায়ে এসে অফিসার হতে পেরেছেন–এটিও তার জন্যে বড়ই আনন্দের ব্যাপার। অবিশ্যি অফিসার হতে না পারলেও তিনি আনন্দেই থাকতেন। তার কাছে মনে হয় পৃথিবীটা অদ্ভুত আনন্দের একটা জায়গা। তারপরেও সবাই এমন অসুখী ভাব করে কেন বুঝতে পারেন না। মনসুর সাহেবের জীবনটা অন্যদের কাছে কষ্টের একটা জীবন মনে হয়। অনেকেই তাকে নিয়ে হাহুতাশও করেন–আহা বেচারা একা মানুষ! নিকট বলতে কেউ নেই। একা থাকে। কী কষ্ট!

মনসুর সাহেব সেই কষ্ট ধরতে পারেন না। হ্যাঁ তিনি একা থাকেন। সেই একা থাকাটা কষ্টের হবে কেন? তার কোনো আত্মীয়স্বজন নেই এটাও সত্যি। সবার তো আর আত্মীয়স্বজন থাকে না। খুব ছোটবেলার কথা তার মনে নেই। তিনি একা একা রাস্তায় ঘুরতেন, ভিক্ষা করতেন– এইটুকু মনে আছে। তারপর এক ভদ্রলোক তাকে এতিমখানায় ভর্তি করিয়ে দিলেন। এতিমখানা থেকেই ফার্স্ট ডিভিশন এবং দু'টা লেটার নিয়ে এস.এস.সি. পাস করেন।

এস.এস.সি. পাস করার পর এতিমখানায় কাউকে রাখা হয় না। তিনি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখান থেকে বের হয়ে নানান ধরনের কাজকর্মের চেষ্টা করেন– টেম্পোর হেল্পার, বিসমিল্লাহ রেস্টুরেন্টের বাবুর্চির এ্যাসিসটেন্ট, এলিফেন্ট রোডের জুতার দোকানের নাইট গার্ড। নাইট গার্ড থাকা অবস্থাতেই প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে তিনি আই.এ. পাস করেন। আবারো ফার্স্ট ডিভিশন। এতে এবারে দু'টা না, একটা লেটার। তারপর আর পড়াশোনা হয় নি। কীভাবে যেন ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ক্লিয়ারিং হাউসে চাকরি পেয়েছেন। জীবনটা এখানেই কেটে যাচ্ছে। তার বন্ধুবান্ধবরা একসময় তার বিয়ের জন্যেও চেষ্টা করেছেন। বিয়ে হয়নি। যে ছেলে ছোটবেলায় ভিক্ষা করত, বড় হয়েছে এতিমখানায় তার জন্যে পাত্রী পাওয়া মুশকিল! বিয়ে না হওয়ার কারণে মনসুর সাহেবের মনে কোনো দুঃখ নেই। তার কাছে মনে হয় তিনি ভালোই আছেন। বেশ ভালো। এবং তিনি একজন সুখী মানুষ।

অফিস থেকে বের হয়ে তিনি সরাসরি তার আগ[illegible]য়র বাসায় যান না। এই সময় খুব ট্রাফিক জ্যাম থাকে। বাসে জায়গা পাওয়া যায় না। তিনি হাঁটতে হাঁটতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে চলে আসেন। সেখানে গাছগাছালিতে ঢাকা একটা অন্ধকার জায়গা আছে। তার খুব পছন্দের জায়গা। বেঞ্চ নেই বলে লোকজন এসে বসে না। মাঝে মাঝে চাওয়ালারা ফ্লাস্ক নিয়ে এসে চিকন গলায় বলবে– চা লাগবে। রং চা? তিনি রং চা খান না, তবে তাদের কাছ থেকে চা নিয়ে দু'এক চুমুক দেন। রাত আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত বসে থাকেন। তার বড়ই ভালো লাগে। যে রাতে জোছনা ওঠে, জোছনা দেখেন; যে রাতে জোছনা থাকে না– আকাশের তারা দেখেন। বৃষ্টির সময় ছাতা মাথায় দিয়ে বসে থাকেন। ছাতা মাথায় দিয়ে বৃষ্টি দেখতেও তার ভালো লাগে।

এক ভাদ্র মাসের কথা। এমন গরম পড়েছে যে, পাকার কথা না– এমন সব তালও পেকে গেছে। গরমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লোড শেডিং। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কারেন্ট থাকে না। সবাই বিরক্ত। শুধু মনসুর সাহেবের মুখ হাসি হাসি। প্রচণ্ড গরমেও তিনি আনন্দ পাচ্ছেন। তাকে দেখে মনে হয় ভাদ্র মাসে লোড শেডিংটার খুব প্রয়োজন ছিল।

মনসুর সাহেব তার বিশ্রামের জায়গায় চলে এসেছেন। প্রচণ্ড গরমের জন্যেই হোক, বা যে-কোনো কারণেই হোক, আজ পার্কটা প্রায় ফাঁকা। অথচ গতকাল ভালোই ভিড় ছিল। ছোটখাটো মারামারি পর্যন্ত হয়েছে। দুই চাওয়ালাতে মারামারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

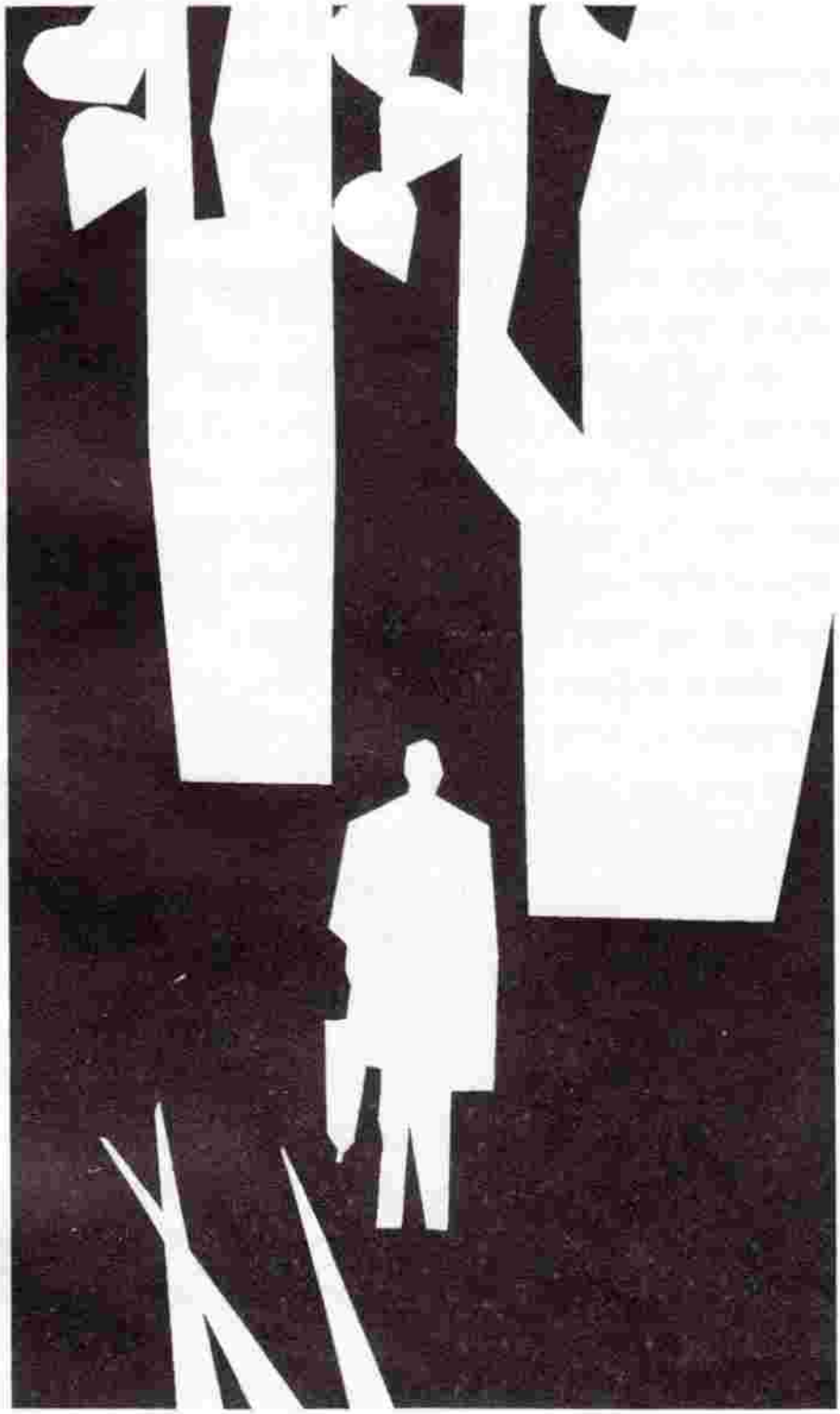

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ মনে হচ্ছে সে রকম কিছুর সম্ভাবনা নেই। তিনি কোথাও কোনো চা ওয়ালাই দেখলেন না। এরা কোনো কারণে স্ট্রাইক করেনি তো? আশেপাশে চা ওয়ালা দেখলে তিনি এক কাপ চা খেতেন। গরমের জন্যেই বোধ হয় চায়ের তৃষ্ণা হচ্ছে। যদিও উল্টোই হওয়া উচিত ছিল। ঠাণ্ডা পানির তৃষ্ণা হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক।

মনসুর সাহেব গা থেকে পাঞ্জাবি খুলে ফেললেন। তিনি যে জায়গায় বসে আছেন বাইরে থেকে তাকে কেউ দেখবে না। পাঞ্জাবি খুলে ফেললে কিছু যায় আসে না। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে।

বৃষ্টি হবে মনে হয়। মনসুর সাহেব বৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি মনে মনে ঠিক করে রাখলেন–আজ বৃষ্টি হলে তিনি মনের আনন্দে ভিজবেন। বৃষ্টিতে ভিজলেই তার ঠাণ্ডা লাগে। টনসিল ফোলে, সর্দি লেগে যায়। কিন্তু আজ কেন জানি বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছা করছে। মনসুর সাহেব পা ছড়িয়ে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসলেন। সাপ খোপ না বের হলেই হয়! ভাদ্র মাসটা সাপদের জন্যে অত্যন্ত খারাপ।

পত্রিকায় পড়েছিলেন বাংলাদেশে সারা বছর কামড়ে যত মানুষ মারা যায় তার শতকরা ৬৫ ভাগই মারা যায় ভাদ্র মাসে। মনসুর সাহেব পাঞ্জাবিটা পায়ের ওপর রেখে দিলেন। পাঞ্জাবি হয়েছে চোরের জায়গা– পাঞ্জাবি একটু দূরে রাখলেই চোর হাপিস করে দেবে। পায়ের ওপর পাঞ্জাবি রেখেও খুব যে একটা নিশ্চিন্ত থাকা যাবে তা-না। একবার এক লোক দুপুরবেলা পার্কে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল। চোর ঘুমন্ত অবস্থাতেই তার হাত থেকে হাতঘড়ি খুলে নিয়ে চলে গেছে।

মনসুর সাহেব গাছে হেলান দিয়ে চোর এবং সাপের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুম হঠাৎ ভাঙল। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি মনে হয় অনেকক্ষণ থেকেই হচ্ছে। চারদিকে পানি জমে গেছে। রাত ক'টা বাজে তিনি ধরতে পারলেন না, কারণ তার হাতে ঘড়ি নেই। গত সপ্তাহে হাত থেকে পড়ে ঘড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সারাই করতে দিয়েছেন। এখনো সারাই হয়নি।

রাত যে অনেক হয়েছে এটা বোঝা যাচ্ছে। কাছে কোনো লোক নেই।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু তাই না, মেইন রোডেও কোনো লোকজন নেই, গাড়িও চলছে না। এত রাতে পার্কে বসে থাকা ঠিক না। মনসুর সাহেব উঠে দাঁড়ালেন এবং লক্ষ করলেন– পাঞ্জাবিটা নেই। তিনি যখন ঘুমুচ্ছিলেন তখনি চোর তার কাজ করে ফেলেছে। ছাতাটা যে নেয়নি তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হলেন। পাঞ্জাবি তার আরো কয়েকটা আছে, কিন্তু ছাতা একটাই।

মনসুর সাহেব ঝোপের ভেতর থেকে ছাতা হাতে বের হয়ে হঠাৎ খুবই চমকালেন। পাঞ্জাবি চোর পাওয়া গেল। চোরের বয়স নিতান্তই অল্প। আট-ন' বছরের বেশি হবে না। পার্কে লাগানো ইলেক্ট্রিকের আলোয় বাচ্চা চোরের মুখ দেখা যাচ্ছে। মুখটা এতই সুন্দর, এতই মায়া কাড়া যে মনসুর সাহেবের মনটা মমতায় ভরে গেল। তার ইচ্ছা হতে লাগল ছুটে গিয়ে বাচ্চাটার মাথার ভেজা চুলগুলি নেড়েচেড়ে দেন।

তিনি ঠিক করলেন মমতা দেখানোটা খুবই অনুচিত হবে। যত সুন্দর চেহারাই হোক– চোর হলো চোর। বাচ্চা চোরের সাহস দেখেও তিনি স্তম্ভিত হলেন। সে শুধু যে পাঞ্জাবি চুরি করেছে তা না– গায়ে দিয়ে বসে আছে। পাঞ্জাবির হাতা মাটি স্পর্শ করে আছে। মনসুর সাহেব কঠিন গলায় বললেন, এই মেয়ে, এই। কাছে আস।

আশ্চর্য কাণ্ড! চোর মেয়ে এগিয়ে এল! পাঞ্জাবির ঝুল মাটি ছেঁচড়ে আসছে। কাদায় মাখামাখি হচ্ছে। মাটির কাদা সহজে যাবে না। ধোপার কাছে পাঠাতে হবে। অনেক টাকা কিছু খরচ।

তোর নাম কী?

মেয়েটি জবাব না দিয়ে বলল, তোমার নাম কী?

চোর মেয়ের স্পর্ধা দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। চোরের মা'র বড় গলার কথা তিনি জানেন, চোরেরও যে বড় গলা হয় তা জানতেন না। কষে একটা চড় বসিয়ে দিলে উচিত শিক্ষা হয়। সেটা সম্ভব না। এমন মায়া কাড়া চেহারার একটা মেয়ের গালে তিনি চড় বসাবেন তা কখনো হবে না। পাঞ্জাবি খুলে নিয়ে ধমক দিয়ে ছেড়ে দিলেই হবে।

এত রাতে পার্কে কী করছিস?

এত রাতে তুমি পার্কে কী করছ?

মেয়েটা দেখি ভালো ত্যাঁদড়। কথা শুনে শুনে কথা বলে যাচ্ছে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেয়াদবের হদ্দ। তার যতটা রাগ করা উচিত ততটা রাগ করতে পারলেন না। কারণ বাচ্চারা এ ধরনের খেলা খেলে। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, রাত বিরাতে পার্কে ঘোরাঘুরি করবে না। বাড়িতে যাও। এতক্ষণ মেয়েটাকে 'তুই তুই' করে বলছিলেন। মুখ ফসকে 'তুমি' বের হয়ে গেল। ত্যাঁদড় ধরনের মেয়েদেরকে মমতা দেখাতে নেই। মমতা দেখালেই মাথায় চড়ে বসে। ভুল করে মমতা দেখিয়ে ফেলা হয়েছে। এই ভুল আর করা ঠিক না। মনসুর সাহেব আগের চেয়েও গম্ভীর গলায় বললেন–যাও, বাড়ি যাও। পাঞ্জাবিটা খুলে দিয়ে বাড়ি যাও।

মা আসুক। তারপর যাব।

কেমন মা, তোমাকে একা ফেলে চলে গেছে?

তোমার মাও তো তোমাকে একা ফেলে চলে গেছে।

তুমি তো ভালো বেয়াদব। কথা শুনে কথা বল।

মেয়েটা ফিক করে হেসে ফেলল। যেন বেয়াদব শব্দটা কোনো গালি না। আদরের কথা।

তুমি থাক কোথায়?

মেয়েটা আবারো ফিক করে হেসে আঙুল তুলে আকাশ দেখিয়ে দিল। ভাবটা এরকম যেন সে আকাশে থাকে। ফাজিল মেয়ে!

তুমি আকাশে থাক?

হুঁ।

আকাশে থাক কেন? তুমি কি পরী?

হুঁ।

হুঁ মানে! ফাজলামি কর?

তুমি রাগ করছ কেন?

বাচ্চা একটা মেয়ে মিথ্যা কথা বললে রাগ করব না?

আমি সত্যি কথা বলি। পরীরা মিথ্যা বলতে পারে না।

তুমি পরী?

হুঁ।

এখানে কী করছ?

বেড়াতে এসেছি। মা রেখে গেছে। বৃষ্টি হচ্ছিল তো। বৃষ্টির জন্যে মা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর আমাকে নিতে আসতে পারেনি। বৃষ্টির সময় পরীরা উড়তে পারে না। পাখা ভিজে যায়।

মনসুর সাহেব মেয়েটার মিথ্যা কথা বলার ক্ষমতা দেখে স্তম্ভিত হলেন। কেমন গুটগুট করে মিথ্যা বলেই যাচ্ছে। এই মেয়ে বড় হয়ে কী হবে কে জানে!

তুমি তাহলে পরী?

হুঁ।

তোমার মা তোমাকে ফেলে গেছে?

ফেলে যায়নি তো। খেলার জন্যে রেখে গেছে। এখন নিতে আসবে।

যখন নিতে আসবে তখন তুমি উড়ে আকাশে চলে যাবে?

হুঁ।

আমার পাঞ্জাবিটা নিয়েই উড়ে আকাশে চলে যাবে?

না, তোমার পাঞ্জাবি দিয়ে যাব।

পাঞ্জাবিটা পরেছ কেন?

আমার পাখা ঢেকে রাখার জন্যে পরেছি। কেউ যেন বুঝতে না পারে আমি একটা পরী।

তুমি নিজেই তো বলে বেড়াচ্ছ তুমি একটা পরী।

সবাইকে তো বলছি না। শুধু তোমাকে বলছি।

যথেষ্ট বকবক করা হয়েছে। এখন পাঞ্জাবিটা খুলে আমাকে দাও। তারপর যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। বাচ্চা বয়সে এত মিথ্যা কথা বলা ঠিক না।

মনসুর সাহেব নিজেই মেয়েটার গা থেকে পাঞ্জাবি খুললেন এবং হতভম্ব হয়ে দেখলেন, মেয়েটার পিঠে রূপালি রঙের পাখা। ময়ূরের পেখমের মতো পাখা ভাঁজ করা ছিল। হঠাৎ পাখা মেলে গেল। ধবধবে সাদা রঙের পাখা, চিকচিক, ঝিকঝিক করছে। কী অপূর্ব দৃশ্য! মনসুর সাহেব তাকিয়েই রইলেন। তার চোখে পলক পড়ছে না।

মেয়েটা বলল, আমার মা এসে গেছে, আমি যাই। তুমিও বাসায় চলে যাও।

পরী দেখার এই গল্পটা মনসুর সাহেব কারো সঙ্গেই করেন না। করে কোনো লাভ নেই, কেউ বিশ্বাস করবে না। অন্যদের দোষ দিয়ে লাভ কী? তার নিজেরই মাঝে মাঝে অবিশ্বাস হয়।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে তিনি এখন প্রায়ই পার্কের ঐ জায়গাটায় গিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত বসে থাকেন। যদি পরী মেয়েটা আবারো আসে! মনসুর সাহেব পাঞ্জাবির পকেটে সব সময় এক পিস কেক, দুটা লজেন্স, একটা আচার, একটা চুইংগাম রাখেন। পরী মেয়েটা কী খায় তিনি জানেন না। কোনো একটা যদি পছন্দ করে। তার খুব শখ মেয়েটাকে সামনে বসিয়ে কিছু খাওয়ানো। তার চুলে হাত বুলিয়ে কিছুক্ষণ আদর করা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোকাভূ

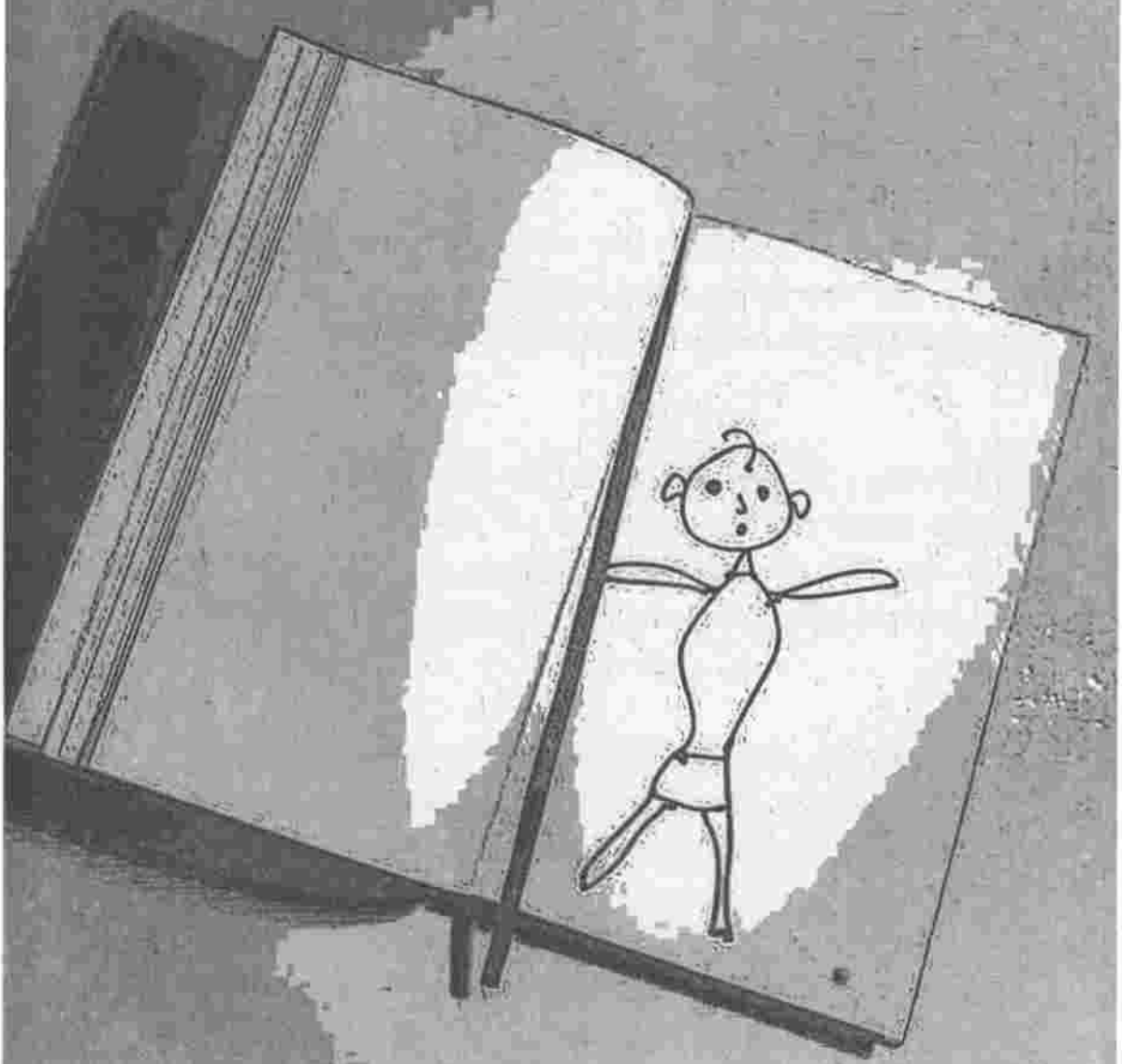

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাদের আজ একটা ভূতের গল্প বলি?

ভয় নেই–যে ভূতের গল্প বলব সে হল বোকা-টাইপ ভূত। বেজায় বোকা। তার নাম হল 'বোকাভূ'। তার বয়স বেশি না। মাত্র সাত। মানুষ হয়ে জন্মালে সে ক্লাস টু-তে পড়ত।

বোকাভূ কেমন বোকা এখন বলি। ভূত বাচ্চাদের প্রধান কাজ হচ্ছে মারামারি খামচাখামচি করা। এ ওকে কামড়ে ধরবে, কিল-ঘুসি মারবে, কাদায় চুবাবে। বোকাভূ এইসব কিছুই করে না। সব ভূত বাচ্চারা যখন মারামারি করে সে তখন একটু দূরে উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বোকাভূর বাবা তখন খুব রাগ করেন। থমথমে গলায় বলেন, বোকাভু, তোর হয়েছেটা কী? সবাই মারামারি করছে, তুই করছিস না কেন?

বোকাভূ উদাস গলায় বলে, মারামারি করতে আমার ভাল লাগে না।

'কী সর্বনাশ, তুই কি সারাজীবন শান্তশিষ্ট হয়ে থাকবি?'

'হুঁ।'

'লক্ষ্মীসোনা পুটপুট, ভুটভুট তুই লাটাই নিয়ে যা–ঠাস করে একটা ভূতের বাচ্চার মাথায় বাড়ি দিয়ে আয়। দেখবি কত মজা পাবি।'

'উঁহু। কাউকে ব্যথা দিলে আমার খুব খারাপ লাগে।'

'যত দিন যাচ্ছে তুইতো ততই বোকা হচ্ছিসরে বাবা।'

'হ্যাঁ হচ্ছি।'

'বোকা হতে হতে একটায় হাবা হয়ে যাবি। তখন তোকে আর কেউ বোকাভূ ডাকবে না। ডাকবে-হাবাভূ। ভূতদের নাম হাবাভূ হলে খুব লজ্জার হয়। বাবা তোর চিকিৎসা হওয়া দরকার। চল তোকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।'

'আমার কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না বাবা। আমার শুধু চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে।'

বোকাভূর বাবা কাঁদো কাঁদো হয়ে গেলেন। বোকাভূ তাঁর খুব আদরের সন্তান। আজ তার একি অবস্থা। তিনি ছেলেকে ভূত ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন।

ভূত ডাক্তার খুবই ভয়ংকর। কটমট করে তাকান, হুম হাম শব্দ করেন,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলেন পদ্যে। তিনি বোকাভূর গলা দু'হাতে চেপে ধরে বিকট হুংকার দিয়ে বললেন–

নাম বল ধাম বল
রোগের বিবরণ বল।
সর্দি না কাশি, না কি জ্বর
কোন ব্যাধি করিয়াছে ভর?

বোকাভূর বাবা বললেন, জনাব, এইসব কিছু না। এর শরীর খুব ভাল। ও শুধু বোকা। আপনি দয়া করে ওর বোকা-ব্যাধি সারিয়ে দিন।

ডাক্তার হুংকার দিয়ে বললেন,

কী রকম বোকা?
অল্প বেজায় না মধ্যম
বোকামিটা প্রবল না কম?

বোকাভূর বাবা বললেন, বোকামি খুবই প্রবল। বোকাভূ ভূত বাচ্চাদের মত মারামারি কামড়াকামড়ি কিছুই করে না। সবাই যখন মারামারি করে সে তখন উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ভূত ডাক্তার চিন্তিত মুখে বললেন,

কী ভয়ংকর!
বোকামিতো ঢুকেছে তার অন্তরের ভেতর।

'জনাব, এইখানেই শেষ না, বোকাভূ যখন দেখে কেউ ব্যথা পাচ্ছে বা কষ্ট পাচ্ছে তখন তার উচিত হেসে ফেলা উচিত। সে কিন্তু হাসে না। তার নাকি খুব কষ্ট হয়। তার নাকি চোখে পানি এসে যায়।

ভূত ডাক্তার গম্ভীরভাবে মাথা দুলাতে দুলাতে বললেন,

কী ভয়ংকর!
বোকামিতো ঢুকেছে তার অন্তরের ভেতর।

এইখানেই শেষ না ডাক্তার সাহেব। ভয়ংকর কথাটাই এখনো আপনাকে বলা হয়নি। বলতে লজ্জা লাগছে। না বলেও পারছি না। আপনি চিকিৎসক মানুষ, আপনার কাছে কিছু গোপন করা উচিত না। বোকাভূ স্কুলে পড়াশোনা করতে চায়।

ভূত ডাক্তার বোকাভূর বাবার কথায় এতই অবাক হলেন যে পদ্য বলতে ভুলে গেলেন। চোখ কপালে তুলে শুধু বললেন–'সেকি!'

'সে শুধু ভাল ভাল কাজ করতে চায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে চায়। দিনে একবার ময়লা কাদায় গোসল করবে তাও করতে চায় না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী ভয়ংকর!

পরিষ্কার ঢুকেছে তার অন্তরের ভেতর।

'সে পরিষ্কার টলটলা পানিতে গোসল করতে চায়। পরিষ্কার জামা-কাপড় পরতে চায়।'

ভূত ডাক্তার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন–

মহা সর্বনাশ!

বোকাভূতে বোকামিতে করিয়াছে গ্রাস।

বোকাভূর বাবা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন–'আপনি আমার বাচ্চাটাকে ভাল করে দিন ডাক্তার সাহেব। ওকে সুস্থ করে দিন। আমি আপনার পায়ে পড়ি।' বলেই তিনি ডাক্তারের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন।

ডাক্তার সাহেব অনেক চিন্তা ভাবনা করে বললেন–'তোমার ছেলের যে রোগ হচ্ছে তার নাম মানুষ-রোগ। মানুষের স্বভাব তার মধ্যে চলে এসেছে।'

বোকাভূর বাবা হতাশ গলায় বললেন, 'এখন উপায়?'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'উপায় একটা আছে। তোমার ছেলেকে মানুষের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশতে দিতে হবে। মানুষদের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে হবে। সে মানুষের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হেসে খেলে বড় হবে।'

'তাতে লাভ কী?'

'মানুষের সঙ্গে থেকে থেকে সে একদিন বিরক্ত হয়ে আবার ভূতদের মত হতে চাইবে। এই এক এবং একমাত্র চিকিৎসা। আর চিকিৎসা নেই।'

বোকাভূর বাবা তাই করেন–একদিন ছেলেকে নতুন শার্ট-প্যান্ট কিনে দিলেন। স্কুলব্যাগ কিনে দিলেন। পানির বোতল কিনে দিলেন। তারপর ভর্তি করিয়ে দিলেন মানুষদের স্কুলে।

বোকাভূ সারাদিন মানুষের বাচ্চাদের সঙ্গে থাকে। স্কুলে পড়ে। মানুষের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলে। শুধু রাতে নিজেদের বাসায় ফিরে আসে। নিজেদের বাসা মানে বাঁশগাছ। রাতটা বাঁশগাছে পা ঝুলিয়ে বসে কাটিয়ে দেয়। সকালবেলা মহাউৎসাহে মানুষদের স্কুলে রওনা হয়।

কে জানে সে হয়ত তোমাদের স্কুলেই পড়ে! তোমরা তাকে চেন না বলে মনে করছ সে তোমাদের মতই একজন। তার সঙ্গে তোমরা হাসছ, খেলছ, গল্প করছ। সে দেখতে কেমন বলব? না থাক বলব না। বললে তোমরা তাকে চিনে ফেলবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মজার ভূত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিরখাইয়ের অটোগ্রাফ

নীলগঞ্জ হাই স্কুলের হেড মাস্টার জাহেদুর রহমান সাহেব নীতুর বড় মামা। বড় মামাকে নীতুর খুব পছন্দ। তিনি অন্যসব হেড মাস্টারের মতো না– পড়া ধরেন না, গম্ভীর হয়ে থাকেন না, একটু হাসাহাসি করলেই বিরক্ত হন না। গল্প বলতে বললে গল্প শুরু করেন। সুন্দর সুন্দর গল্প, তবে নীতুর ধারণা, বানানো গল্প।

বানানো গল্প শুনতে নীতুর ভালে লাগে না। তার সত্যি গল্প শুনতে ইচ্ছে করে। সে গল্প শুনতে চায় কিন্তু প্রথমেই বলে নেয়– বাস্তব গল্প বলতে হবে।

আজ নীতুর মামা জাহেদুর রহমান সাহেব একটা ভূতের গল্প শুরু করেছেন। তাঁর সামনে এক বাটি মুড়ি। বড় চায়ের কাপে এক কাপ চা। তিনি মুড়ি খাচ্ছেন এবং চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন। নীতু তার সামনেই উপুড় হয়ে আছে। দু'হাত দিয়ে মাথা তুলে রেখেছে। খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মামাকে দেখছে এবং বোঝার চেষ্টা করছে মামা সত্যি গল্প বলছেন না মিথ্যা গল্প বলছেন। মিথ্যা গল্প হলে সে শুনবে না।

নীতুর বয়স বেশি না, এবার ক্লাস থ্রিতে উঠেছে। তবে তার খুব বুদ্ধি। গল্পের সত্যি-মিথ্যা সে চট করে ধরে ফেলে। ঐ তো সেদিন কাজের বুয়া তাকে গল্প বলেছে–

এক দেশে ছিল একটা বাঘ। মাঘ মাসের শীতে বাঘ হইছে কাহিল।

কাপড়ের দোকানে গিয়া বলছে, মিয়া ভাই, আমারে একখানা গম চাদ্দর দেন। শীতে কষ্ট পাইতাছি ...

নীতু বুয়াকে কড়া করে ধমক দিয়েছে। সে কঠিন গলায় বলেছে, মিথ্যা গল্প বলতে নিষেধ করেছি। এটা তো মিথ্যা গল্প।

বুয়া অবাক হয়ে বলেছে, কোন্‌টা মিথ্যা?

'বাঘ কি কথা বলতে পারে? বাঘ কি দোকানে যেতে পারে?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কথা তো সত্য বলছেন আফা ... কিন্তু ...'

'থাক বুয়া, তোমাকে গল্প বলতে হবে না।'

নীতু খুব সাবধানী। কেউ তাকে ঠকাতে পারে না। বড় মামাও পারবেন না, চেষ্টা করলেও না। সে ঠিক ধরে ফেলবে।

নীতু বলল, কই বড় মামা, তারপর কি হলো বলো।

জাহেদুর রহমান সাহেব বলবেন, মুড়ি খেয়ে নেই।

'উঁহুঁ, তুমি খেতে খেতে বলো।'

জাহেদ সাহেব চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, তখন আমার যুবক বয়স। চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। খবর পেলাম, চিটাগাং পোর্টের স্কুলে একজন...

'মামা, মিথ্যা গল্প না তো?'

'অসম্ভব। আমি মিথ্যা গল্প বলি কি ভাবে? স্কুলের হেড মাস্টার মিথ্যা বলে কখনো শুনেছিস?'

'আচ্ছা বেশ, বলো।'

'কতদূর বলেছি?'

'তোমার তখন যুবক বয়স ...'

'ও হ্যাঁ, খবর পেলাম, চিটাগাং পোর্টের স্কুলে ইংরেজির একজন শিক্ষক নেবে...'

'মামা, তুমি কিন্তু একটু আগে বলেছ অংকের শিক্ষক। তুমি মিথ্যা গল্প শুরু করেছ।'

'আরে না, ওরা একজন শিক্ষক নেবে, তাকে অংক-ইংরেজি দুটো পড়াতে হবে। এখন বুঝলি?'

'হুঁ।'

'ইন্টারভিউ দিলাম। চাকরি হয়ে গেল। ভাল বেতন। কর্ণফুলি নদীর ওপর বিরাট বাসা ভাড়া করলাম। তখন বাড়ি ভাড়া ছিল সস্তা। দু'শ-তিনশ' টাকায় আলিশান বাড়ি পাওয়া যেত।'

'আলিশান বাড়ি মানে কি মামা?'

'আলিশান বাড়ি মানে রাজপ্রাসাদ।'

'তুমি রাজপ্রাসাদে থাকতে?'

'গরিবের রাজপ্রাসাদ বলতে পারিস। দুটা শোবার ঘর। বসার ঘর। টানা বারান্দা। দোতলা বাড়ি। একতলায় টেক্স অফিস। দোতলায় আমি থাকি। আলো-হাওয়া খুব আসে। সমুদ্রের ওপর বাড়ি হলে যা হয়।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মামা, তুমি একটু আগে বলেছ নদীর ওপর বাড়ি।'

'কর্ণফুলি নদী সেখানে সমুদ্রে পড়েছে। কাজেই নদীর ওপর বললে যেমন ভুল হয় না, সমুদ্রের ওপর বাড়ি বললেও ভুল হয় না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দক্ষিণে তাকালে সমুদ্র দেখা যায়, আবার পশ্চিমে তাকালেই নদী। এখন বুঝেছিস?'

'হুঁ। তারপর কি হয়েছে বলো।'

'বাড়িটা ছিল লোকালয়ের বাইরে। দিনের বেলায় একতলার অফিসে কাজকর্ম হতো। লোকজনে গমগম করত। সন্ধ্যাবেলা সব সুনশান।'

'সুনশান কি মামা?'

'সুনশান হলো কোন শব্দ নেই। নীরব। ভয়ংকর নীরব।'

'তারপর?'

'তারপর একদিন কি হয়েছে শোনো। কাজে আটকা পড়েছিলাম, অফিস থেকে ফিরতে অনেক দেরি হলো ...'

'অফিস বলছ কেন মামা– তুমি না স্কুলে মাস্টারি কর!'

'বাবারে, স্কুলেও তো অফিস আছে। ছাত্র পড়ানো শেষ করে সেই অফিসে হেড মাস্টারের সঙ্গে মিটিং করতে গিয়ে দেরি। এই জন্যেই অফিস বলছি।'

'ও আচ্ছা।'

'আমি দুপুরে বাইরে খেয়ে নেই। রাতে নিজে রেঁধে খাই। চারটা চাল ফুটাই, আলুভর্তা করি, একটা ডিম ভাজি। গাওয়া ঘি গরম ভাতের ওপর ছড়িয়ে আলুভর্তা দিয়ে ভাত খাওয়ার মজাই অন্য ...।'

'আমার আলুভর্তা আর গাওয়া ঘি দিয়ে ভাত খেতে ইচ্ছে করছে মামা।'

'এখন খাবি?'

'হুঁ।'

'একটু আগেই তো খেলি। খাওয়ার কথা শুনে ক্ষিদে পাওয়া, ভূতের কথা শুনে ভয় পাওয়া– এসব তো ভাল লক্ষণ না। এসব হলো জটিল এক রোগের লক্ষণ। রোগটার নাম হচ্ছে 'শোনা রোগ'। এই রোগ হলে শোনা কথায় আক্কেল গুড়ুম হয়...।'

'তুমি গল্প বাদ দিয়ে অন্য কথা বলছ–'

'আমি অন্য কথা বলতে চাইনি, তুই-ই তো অন্য কথা নিয়ে এলি। যাই হোক, গল্প শুরু করি– কি যেন বলছিলাম, ও হ্যাঁ, আমার বাসা যে এলাকায় সে এলাকাটা সন্ধ্যার পর সুনশান নীরব হয়ে যায়। সেদিনই বাসাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যদিনের চেয়েও নীরব। হোটেলে চারটা ভাত খেয়ে যখন ফিরছি–'

'মামা, তুমি এক্ষুণি বললে আলুভর্তা দিয়ে গাওয়া ঘি দিয়ে ভাত খেলে?'

'তোকে গল্প বলাই এক যন্ত্রণা! সবটা না শুনেই জেরা শুরু করিস। পুরোটা শুনে তার পরে জেরা করবি। ঠিক করেছিলাম, বাসাতেই রেঁধে খাব। রাঁধতে গিয়ে দেখি চুলা ধরানো যাচ্ছে না। এক ফোঁটা কেরোসিন নেই। বাধ্য হয়ে হোটেলে খেতে গেলাম।'

'ও আচ্ছা।'

'হোটেলটা আবার অনেকখানি দূরে। তিন কিলোমিটার হবে। যেতে লাগে এক ঘণ্টা। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ফিরছি। রাত ন'টার মতো বাজে। নির্জন রাস্তা। খুব হাওয়া দিচ্ছে– শীত শীত লাগছে। চাদর গায়ে ছিল। চাদর দিয়ে নিজেকে মুড়িয়ে নিয়ে এগুচ্ছি– হঠাৎ মনে হলো, কে যেন চাদরের খুট ধরে আমার সঙ্গে সঙ্গে এগুচ্ছে। তাকিয়ে দেখি কেউ নেই। নিশ্চয়ই মনের ভুল। কিন্তু আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম, যখন আমি হাঁটি কে যেন চাদরের খুট ধরে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে। দাঁড়ালেই চাদরের খুট ছেড়ে দেয়। আমি হতভম্ব। ব্যাপারটা কি? চাদরে কোন সমস্যা আছে নাকি? আমি গা থেকে চাদর খুলে ভাঁজ করে ছোট করলাম। ফেলে দিলাম কাঁধে। শীত লাগলে লাগুক। চাদরের খুট ধরে তো আর কেউ এখন টানাটানি করবে না। আবার হাঁটা ধরতেই ভয়ংকর এক চমক খেলাম। কে যেন এখন আমার বাঁ হাতের কড়ে আঙুল ধরে হাঁটছে। অথচ কাউকে দেখা যাচ্ছে না।'

নীতু ভীতু গলায় বলল, মামা, কে তোমার কড়ে আঙুল ধরে হাঁটছে?

'কিছুই বুঝতে পারিনি। তবে যে হাঁটছে সে শক্ত হাতে আমার আঙুল চেপে ধরে আছে। মনে হচ্ছে, অল্প বয়স্ক কোন বাচ্চা। তুলতুলে হাত। নরম আর ঠাণ্ডা। আমি ঝাঁকি দিয়ে হাত সরিয়ে নিলাম। দু'পা এগুতেই আবার আঙুল চেপে ধরল।

নীতু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, মামা, আমার ভয় লাগছে। জাহেদুর রহমান সাহেব বললেন– তোর আর কি ভয় লাগছে? আমার ভয় যা লাগছিল তার সীমা-পরিসীমা ছিল না। শরীর ঘেমে গেল। বুক ধক ধক করতে লাগল। একবার ইচ্ছা করল উঠে দৌড় দেই।

'তুমি কি করলে? দৌড় দিলে?'

'না, দৌড় দিলাম না। কারণ স্যান্ডেল পুরনো, স্যান্ডেলের ফিতা নরম হয়ে আছে। দৌড় দিলেই ফিতা ছিঁড়ে যাবে। আমি সিগারেট ধরালাম।'

'সিগারেট ধরালে কেন মামা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সিগারেটে আগুন আছে। আগুন থাকলে ভূত-প্রেত কাছে ভিড়ে না।'

'ওটা কি ভূত ছিল মামা?'

'না, ভূত ছিল না। ওটা ছিল টুতের বাচ্চা।'

নীতু অবাক হয়ে বলল, টুতের বাচ্চা আবার কি?'

জাহেদুর রহমান সাহেব বললেন, আমরা সব সময় বলি না বাঘ-টাগ, ভূত-টুত? বাঘের যেমন বাচ্চা আছে, সেরকম আছে টাগের বাচ্চা। আবার ভূতের বাচ্চার মতো আছে টুতের বাচ্চা।

'ওরা কেমন মামা?'

'ভয়ংকর। ভূতরাই ওদের ভয়ে অস্থির, মানুষের কথা ছেড়ে দে। একটা টুতের বাচ্চা থাকলে তার ত্রিসীমানায় কোন ভূতের দেখা পাবি না।'

'ওরা দেখতে কেমন?'

'দেখতে কেমন কি করে বলব? ওদের তো আর চোখে দেখা যায় না।'

'হাত দিলে বুঝা যায়?'

'অবশ্যই যায়।'

'তারপর কি হলো মামা বলো।'

'আমি তো ভয়ে আঁৎকে উঠলাম। তবে চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললাম, 'কে? কে?'

'ধমক দিলে কেন মামা?'

'ভয় কাটানোর জন্যে দিলাম। খুব বেশি ভয় পেলে ধমক দিতে হয়। ধমকের জোর যত বেশি হয় ভয়ও তত কমে।'

'তোমার ধমকের জোর খুব বেশি ছিল?'

'ভয়ংকর ছিল। নিজের ধমকে নিজেই ভয় পেয়ে গেলাম। আর তখন শুনলাম মিনমিন করে কে যেন কথা বলল। কথা পরিষ্কার না, একটু জড়ানো। আমি বললাম, কথা কে বলছে?'

'আমি?'

'আমিটা কে? নাম কি?'

'আমার নাম মিরখাই।'

'তুই কে? ভূত নাকি?'

'জি না, আমি ভূত না, আমি টুত।'

'তুই আমার আঙুল ধরে আছিস কেন? ভয় দেখাবার চেষ্টা করছিস?'

'হুঁ।'

'কেন?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূতের বাচ্চা হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। আমি বললাম, ব্যাপারটা কি? কাঁদছিস কেন? কোন জবাব নেই– কান্না আরো বেড়ে গেল। আমার মায়াই লাগল; ব্যাপার কিছু বুঝছি না। কেন কাঁদছে জানা দরকার।

'মামা, ওর কি পেটে ব্যথা?'

'তখনো জানি না– তবে পেটে ব্যথা হতে পারে। পেটে ব্যথার কারণে কাঁদাটা অস্বাভাবিক না। আবার অন্য কারণও থাকতে পারে– হয়তো পথ হারিয়ে ফেলেছে। খুব অল্প বয়স যাদের ওরা মাঝে মাঝে পথ হারিয়ে ফেলে– তখন কান্নাকাটি শুরু করে– আমি বললাম, কি রে তুই পথ হারিয়ে ফেলেছিস?'

'না।'

'পেটে ব্যথা?'

'না।'

'কেউ মারধর করেছে?'

'না।'

'তাহলে ব্যাপারটা কি খুলে বল। কান্না বন্ধ করে বল হয়েছে কি।'

টুতের বাচ্চা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, পরীক্ষায় ফেল করেছি।

'বলিস কি?'

নীতু বলল, মামা, টুতের বাচ্চাদের স্কুল আছে?

'অবশ্যই আছে। প্রাইমারি এডুকেশন এদের জন্যে কম্পলসারি।'

'ওদের কি কি পড়ানো হয়?'

'সবই পড়ানো হয়– অংক, ভূগোল, ইতিহাস, ধর্ম...'

'ও কিসে ফেল করেছে?'

'ও ফেল করেছে ভয় দেখানো বিষয়ে।'

'সেটা কি?'

'সব ভূত-টুতের বাচ্চাদের ১০০ নম্বরের একটা পরীক্ষা দিতে হয়– ভয় দেখানো পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় এরা মানুষকে ভয় দেখায়। যে ভয় দেখাতে পারে না সে ফেল করে। ভয় দেখানো পরীক্ষায় ফেল মানে ভয়াবহ ব্যাপার। এই বিষয়ের ফেলের অর্থ হলো সব বিষয়ে ফেল। মিরখাই কাউকে ভয় দেখাতে পারে না। পর পর দু'বার ফেল করেছে।'

নীতু বলল, আহা বেচারা!

'আজ তার পরীক্ষা। সে আমাকে ভয় দেখাবে। আমি যদি ভয় পাই তাহলে পাস করবে। ভয় না পেলে আবার ফেল। আজ ফেল করলে পরপর

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনবার ফেল হবে– তাকে স্কুল থেকে বের করে দেবে।'

'কি ভয়ংকর!'

'ভয়ংকর মানে মহাভয়ংকর।'

'তুমি ভয় পাচ্ছ না কেন মামা? একটু ভয় পেলে কি হয়?'

'আমি নিজেও তাই ঠিক করলাম– ভাবলাম, এমন ভয় পাব যে টুত সমাজে হৈচৈ পড়ে যাবে। মিরখাই শুধু যে পরীক্ষায় পাস করবে তাই না, মুন-মার্ক পেয়ে পাশ করবে।'

'মুন-মার্কটা কি?'

'একশ'তে আশি নম্বরের ওপর পেলে হয় স্টার মার্ক। একশ'তে ৯০ নম্বরের ওপর পেলে হয় মুন-মার্ক। যাই হোক, আমি বললাম, মিরখাই, 'তোর পরীক্ষা শুরু হবে কখন?'

মিরখাই বলল, 'রাত বারোটার পর। হেড স্যার আসবেন– অন্য স্যাররাও আসবেন। তখন আমি আপনাকে ভয় দেখাব। যদি ভয় পান তাহলে আমি পাশ করব। আর যদি না পান তাহলে...'

মিরখাই ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল। আমি বললাম, 'কান্না বন্ধ কর মিরখাই। কোন কান্না না। আজ তোকে আমি পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেব– এমন ভয় পাব যে তোদেরই আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি। তুই আসিয়া বদাইকে নিয়ে। চোখ মোছ। এত কাঁদবি না। যা, বাসায় যা।'

'তারপর কি হলো মামা?'

'আজ থাক। বাকিটা কাল বললে কেমন হয় রে নীতু!'

'খুব খারাপ হয়। তোমাকে আজই বলতে হবে। এক্ষুণি বলতে হবে। ওরা কি করল– এলো তোমার কাছে?'

'হুঁ।'

'রাত বারটায়?'

'বারটা এক মিনিটে। বিরাট টুতের দল নিয়ে মিরখাই উপস্থিত। সেই দলে টুতের বাবা-মা'ও আছেন। তারা দেখতে এসেছেন টুত পরীক্ষা পাস করতে পারে কিনা।'

'তুমি তখন কি করছ?'

'আমি ঘুমের ভান করে পড়ে আছি। নাক ডাকার মতো আওয়াজও করছি যাতে কেউ বুঝতে না পারে এটা আমার নকল ঘুম। কিন্তু আমার কান

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব সজাগ– কি হচ্ছে না সব বুঝতে পারছি। জানালা দিয়ে টুত ঢুকল, সেটা বুঝলাম। টুতের স্যাররা যে জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছেন সেটাও টের পেলাম...। টুত এসে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'মামা, আমি এসেছি।'

'ও তোমাকে মামা ডাকে?'

'আগে কিছু ডাকত না। হঠাৎ ডাকা শুরু করল।'

'আমার মনে হয় ও তোমাকে পছন্দ করেছে বলেই মামা ডাকছে।'

'হতে পারে। তারপর কি হলো শোন– টুত বলল, মামা, আমি আপনাকে ভয় দেখাতে এসেছি। আমি বললাম, ভেরি গুড। ভয় দেখানো শুরু কর। টুত বলল, কি ভাবে ভয় দেখাব মামা?'

আমি বললাম, প্রথমে টান দিয়ে গা থেকে লেপটা সরিয়ে দে। তারপর আমার পায়ের পাতায় সুড়সুড়ি দে। সুড়সুড়ি দিতেই আমি চিৎকার করে উঠব। আমার চিৎকার শুনে তুই খিকখিক করে হাসবি। তারপর জানালাটা বন্ধ করবি। খুলবি। বন্ধ করবি। খুলবি। আমি তখন বাতি জ্বালাব। বাতি জ্বালালেই তুই নিভিয়ে দিবি। যতবার জ্বালাব ততবার তুই নিভিয়ে দিবি। বাতি নিভিয়ে খিকখিক করে হাসবি। টুত বলল, আচ্ছা। বলেই সে করল কি– টান দিয়ে আমার গা থেকে লেপ সরিয়ে দিল।

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। সে আমার পায়ে সুড়সুড়ি দিতে শুরু করল। আমি চেঁচিয়ে বললাম, কে কে! কে আমার পায়ে সুড়সুড়ি দেয়? কে কে?

আর তখন খিকখিক হাসির শব্দ শোনা যেতে লাগল। আমি ভয়ে আঁ আঁ করতে লাগলাম।

নীতু বলল, মামা, এটা তো সত্যি ভয় না, মিথ্যা ভয়। তাই না?

'হ্যাঁ মিথ্যা ভয়। কিন্তু কার সাধ্য সেটা বুঝে। আমি আঁ আঁ করে চিৎকার করছি আর তখন জানালা বন্ধ হচ্ছে আর খুলছে। আমি চিকন স্বরে চেঁচাতে লাগলাম– ভূত ভূত ভূত। আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! কে কোথায় আছে? আমাকে বাঁচাও। ভূত আমাকে মেরে ফেলল! ভূত আমাকে মেরে ফেলল!'

আমার চিৎকার হৈচৈ শুনে টুত নিজেই ভয় পেয়ে গেল। সে আমার কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, মামা, আপনি কি সত্যি সত্যি ভয় পাচ্ছেন? আমি বললাম– কথা বলে সময় নষ্ট করিস না– তুই এখন টেবিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে জিনিসপত্র মাটিতে ফেলতে থাক। কাচের জিনিস ফেলবি না। ভাঙা কাচে পা কাটতে পারে। বই-খাতা শব্দ করে মাটিতে ফেল।

ধুম ধুম শব্দে বই-খাতা মাটিতে পড়তে লাগল। আমি তখন চড়কির মতো সারা ঘরে ঘুরপাক খাচ্ছি আর বলছি– এসব কি হচ্ছে! এসব কি হচ্ছে। ভূত আমাকে মেরে ফেলল! আমাকে বাঁচাও! কে কোথায় আছে আমাকে বাঁচাও!

সুইস টিপে বাতি জ্বালালাম। মিরখাই সঙ্গে সঙ্গে বাতি নিভিয়ে ফেলল। আমি চিৎকার করে বললাম, এসব কি হচ্ছে! বাতি নিভে যাচ্ছে কেন? বলে আবার বাতি জ্বালালাম। মিরখাই আবার বাতি নিভিয়ে ফেলল। আমি একটা বিকট চিৎকার করে গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে মেঝেতে পড়ে গেলাম।

'মিরখাইয়ের স্কুলের হেড মাস্টার সাহেব বললেন, থাক থাক, আর লাগবে না, আর লাগবে না। বাদ দাও, শেষে মরে-টরে যাবে। দেখে মনে হচ্ছে হার্ট এটাক হয়ে গেছে। মিরখাই, তুমি পাস করেছ। শুধু পাস না, মুন-মার্ক পেয়ে পাস করেছ। ভেরি গুড। ভেরি গুড। চল যাওয়া যাক।'

মিরখাই আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'মামা যাই।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা যা, আর শোন, ভালমতো পড়াশোনা করিস।

নীতু বলল, 'মামা, গল্প কি শেষ হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ।'

'এটা কি সত্যি গল্প মামা?'

'অবশ্যই সত্য গল্প।'

'মিরখাইয়ের সঙ্গে কি এখনো দেখা হয়?'

'হয়। আসে মাঝে মধ্যে।'

'এখন মিরখাই কি করে?'

'ও এখন ভূত এবং টুত সমাজে বিরাট ব্যক্তিত্ব। টুত ইউনিভার্সিটিতে মাস্টারি করে। এসোসিয়েট প্রফেসর। চারটা বই লিখেছে। বিরাট নাম করেছে বই লিখে।'

'কি বই লিখেছে?'

'মানুষকে কি করে ভয় দেখাতে হয় সেই বিষয়ে বই। মানুষকে ভয় দেখানোতে সে খুব নাম করেছে তো, সে জন্যে ঐ বিষয়ে শেষ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে, গবেষণা করেছে। পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েছে। টুত সমাজে মানুষকে ভয় দেখানোর কৌশল এখন তার চেয়ে বেশি কেউ জানে না। সে খুবই জ্ঞানী ব্যক্তি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সত্যি, মামা?'

হ্যাঁ সত্যি। তার একটা বই আছে, টুত ইউনিভার্সিটিতে পাঠ্য–'মানুষকে ভয় দেখানোর সহজ, জটিল ও মিশ্র পদ্ধতি।' অরেকটা বই আছে যেটা নানা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। খুবই কঠিন বই, নাম হলো, 'ভয়ের রূপরেখা'।

'উনি বাচ্চাদের জন্যে বই লিখেননি?'

"নিচু ক্লাসের ছাত্রদের জন্যেও তার বই আছে, খেলতে খেলতে ভয় দেখানো'। মিরখাইয়ের সঙ্গে আলাপ করতে চাস? চাইলে একদিন আসতে বলি–

'না মামা, আসতে বলার দরকার নেই।'

'তোর অটোগ্রাফ লাগবে? অটোগ্রাফ লাগলে অটোগ্রাফের খাতাটা দিয়ে দিস। অটোগ্রাফ এনে দেব।'

জাহেদুর রহমান সাহেব নীতুর অটোগ্রাফের খাতায় মিরখাইয়ের অটোগ্রাফ এনে দিয়েছেন। নীতু খাতা দেখে বলল, 'কই তো লেখা দেখছি না মামা।'

জাহেদ সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, 'দেখবি কি করে! মিরখাই নিজে যেমন অদৃশ্য তার হাতের লেখাও অদৃশ্য।'

'এখানে কি লেখা আছে মামা?'

'এখানে লেখা– স্নেহের শিশুকন্যা নীতু, ভয়কে জয় কর, মিরখাই। খাতাটা যত্ন করে রাখিস মা। ভূতের অটোগ্রাফ পাওয়া সহজ ব্যাপার না।'

নীতু তার অটোগ্রাফের খাতা খুব যত্ন করে তুলে রেখেছে। কেউ এলেই সে মিরখাইয়ের অটোগ্রাফ খুব আগ্রহ করে দেখায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুঁরুঁর গল্প

রাত প্রায় একটা বাজে।

আমি বসে আছি গৌরীপুর রেল স্টেশনে– চিটাগাং মেইল ধরব। ট্রেন আসবে রাত তিনটায়। অপেক্ষা করা ছাড়া বর্তমানে আমার আর কিছু করণীয় নেই। শীতের রাত। ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিখ্যাত শীত পড়েছে। গাড়ো পাহার থেকে উড়ে আসছে কনকনে হাওয়া। সুয়েটারার ওপর কোট, তার ওপর একটা চাদর চাপিয়েও ঠকঠক করে কাঁপছি।

গৌরীপুর রেল স্টেশনের ওয়েটিং রুমে আপাতত স্থান পেয়েছি, তবে কতক্ষণ এখানে থাকতে পারব বুঝতে পারছি না। স্টেশনের ভবঘুরে সম্প্রদায়ের বিশাল অংশ এখানে স্থান নিয়েছে। ঝাড়া-ঝাঁটি হচ্ছে। আমার চোখের সামনে ছোটখাটো একটা মারামারিও হয়ে গেল। এক ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্যে খাসি কিনেছেন। তিনি যাবেন মোহনগঞ্জ। চারটি প্রমাণ-সাইজের খাসি নিয়ে তিনিও আমার মতোই ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছেন। খাসি চারটির স্বভাব বিচিত্র। এরা চুপচাপ থাকে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরপর চারজনই একসঙ্গে ব্যাকুল স্বরে ডাকাডাকি শুরু করে। তাদের ডাকাডাকিতে ভয় পেয়ে ছোট ছোট বাচ্চারা কাঁদতে শুরু করে। যখন বিশৃংখলা চরমে ওঠে তখন খাসিরা চুপ করে যায়।

এমন অবস্থায় মেজাজ ঠিক রাখা খুব মুশকিল। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি মেজাজ ঠিক রাখতে। চেয়ারে পা তুলে বসে বই পড়ার চেষ্টা করছি। এই সময় আমাকে চমকে দিয়ে এক ভদ্রলোক বললেন, 'স্যার চা খাবেন?'

ভদ্রলোক আমার পরিচিত নন। পরিচিত হলেও অবশ্যি চেনা যেত না। তিনি পরে আছেন মাংকি ক্যাপ। টুপির ফুটোর ভেতর দিয়ে শুধু চোখ বের হয়ে আছে। রোগা-পাতলা মানুষ। বেশ লম্বা। শীতের কারণেই বোধহয় খানিকটা বেঁকে গেছেন। ভদ্রলোক আবার বললেন, 'স্যার চা খাবেন?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, 'জি না।'

'আমি আপনার মতোই চিটাগাং মেইল ধরব।'

'ও আচ্ছা।'

'শীত কি রকম পড়েছে দেখেছেন? সাইবেরিয়াতেও এত শীত পড়ে না।'

আমি হাসির মতো ভঙ্গি করে আবার বই পড়ায় মন দিলাম। এ জাতীয় উটকো লোককে বেশি প্রশ্রয় দিতে নেই। প্রশ্রয় পেলেই এরা কথা বলে বলে জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে। চা খাব না বলার পরও ভদ্রলোক হাল ছাড়লেন না। খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, 'শীতের মধ্যে চা খেলে শরীরটা চাঙ্গা হতো।'

'আমার প্রায়োজন নেই।'

ভদ্রলোক চলে গেলেন। আমি আবার বইয়ে মন দেবার চেষ্টা করলাম। শীত মনে হচ্ছে আরো বেড়েছে। চাদর ভেদ করে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে। খাসি চারটা আবারো একসঙ্গে চেঁচাতে শুরু করেছে। আমি বই পড়ছি, কিন্তু কি পড়ছি নিজেই বুঝতে পারছি না।

'স্যার চা নিন।'

আমি তাকিয়ে দেখি ভদ্রলোক পিরিচ দিয়ে ঢাকা চায়ের কাপ এগিয়ে ধরে আছেন। আমার নিষেধ শুনেননি।

'শীতটা কমবে– চুমুক দিন।'

আমি কথা বাড়ালাম না। চায়ের কাপ নিলাম।

'পান খাওয়ার অভ্যাস আছে?'

'জি না।'

'পান নিয়ে এসেছি। চা খাবার পর জর্দা দিয়ে একটা পান খান, দেখবেন শীত কমে গেছে। পান খেলে মুখ নড়ে তো– এক্সারসাইজ হয়– এতে শীত কমে।'

আমাকে পানও নিতে হলো। ভদ্রলোক আমার পাশের টেবিলে উঠে বসলেন। লক্ষণ ভাল না। তিনি নিশ্চয়ই দীর্ঘ গল্পের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমি আবারও বই খুলে বসলাম। এমন ভাব করলাম যেন এই মুহূর্তে বই পড়াটা আমার খুব জরুরি।

'স্যার, আমার নাম মনসুর। আমিও আপনার সঙ্গে চিটাগং মেইল ধরব, তবে আমি যাচ্ছি দোহাজারী।'

'ও আচ্ছা।'

'দোহাজারীতে একটা পুরনো বাড়ি আছে। প্রায় দু'শ বছর আগের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দুবাড়ি। ঐ বাড়িতে ভূত থাকে বলে জনশ্রুতি। সেই জন্যেই যাচ্ছি।'

আমি বই থেকে মুখ না তুলেই বললাম, ভূত দেখতে যাচ্ছেন? বলেই মনে হলো বিরাট ভুল করেছি। ভদ্রলোককে বকবক করার সুযোগ দিয়েছি। এখন তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে ব্যাখ্যা করবেন কেন তিনি দোহাজারী যাচ্ছেন।

'কথাটা স্যার আপনি নেহায়েত ভুল বলেননি– আমি ভূতের সন্ধানেই যাচ্ছি।'

'ও আচ্ছা।'

'বাংলাদেশে যেখানে যত পুরনো বাড়ি আছে– সেখানেই যাচ্ছি। ভূত-প্রেতরা সাধারণত লোকালয়ের বাইরে পুরনো বাড়িঘর পছন্দ করে। ওদের খুঁজে বের করার জন্যে ঐসব জায়গাই ভাল।'

'ও।'

'শহরে তারা যে একেবারে থাকে না তা না। মাঝে মধ্যে শহরেও আসে। তবে অল্প সময়ের জন্যে। গাড়ি-ঘোড়ার যে ভিড়– মানুষই থাকতে পারে না তো ভূত!'

'আপনি ভূত নিয়ে গবেষণা করছেন?'

'জি না। তবে ওদের বিষয়ে অনেক কিছু জানি।'

'ও আচ্ছা।'

'ভূত নিয়ে একটা গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা আছে। দেখি পারি কিনা। একবার একটা আর্টিকেল লিখে পত্রিকায় পাঠিয়েছিলাম। ওরা ছাপেনি। আজকাল সব কিছুতেই ধরাধরি– লেখা ছাপার মধ্যেও ধরাধরি। পরিচিত লেখকের অগা-মগা-বগা লেখা বড় বড় হেডিং দিয়ে ছাপবে। আমার মতো অপরিচিত লেখকের লেখা যত ভালই হোক, ছাপবে না। ঠিক বলিনি স্যার?'

'জি।'

'অথচ আমার লেখাটা ছিল গবেষণাধর্মী, শিরোনাম ছিল–'শিশু ভূতের খাদ্য'। লেখার কপি সঙ্গে আছে। পড়বেন?'

'জি না। আমি একটা বই পড়ছি। বইটা শেষ করা দরকার।'

'আমার লেখাটা খুব ছোট, তিন পৃষ্ঠার, পড়তে সময় লাগবে না।'

'পড়তে চাচ্ছি না।'

'না চাইলে পড়তে হবে না। খুব খাটাখাটনি করে লিখেছিলাম ... শিশু ভূতের খাদ্যের ওপর এরকম লেখা দ্বিতীয়টি লেখা হয়নি বলে আমার ধারণা। অথচ এই লেখা ছাপল না। সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। উনি ব্যক্তিগতভাবে লেখাটার প্রশংসা করলেন। অবশ্য বললেন– শিশু ভূতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাদ্যের ওপর লেখা তাঁদের পত্রিকার উপযোগী নয়। ভূতের কোন পত্রিকা থাকলে তারা লেখে নেবে। উনি বললেন ভূতদের কোন পত্রিকায় লেখাটা পাঠিয়ে দিতে।'

আমি মনে মনে সম্পাদকের বুদ্ধির প্রশংসা করলাম। সেই সঙ্গে ক্ষীণ সন্দেহ হতে লাগল, আমার সামনে বসে থাকা এই মানুষটার মাথায় সম্ভবত কোন সমস্যা আছে। সুস্থ মাথার লোক ভূত-শিশুর খাদ্য নিয়ে প্রবন্ধ ফাঁদতে পারে না।

মনসুর নামের এই ভদ্রলোক বেশিক্ষণ কথা না বলে থাকতে পারে না বলে মনে হচ্ছে। নড়াচড়া শুরু করেছেন। এই নড়াচড়া কথা শুরু করার প্রস্তুতি। আমি হাতের বইয়ের দিকে আরো ঝুঁকে এলাম।

'স্যারের কি একটা মিনিট সময় হবে? জাস্ট ওয়ান মিনিট।'

আমি বই থেকে মুখ তুললাম। মনসুর সাহেব হাসিমুখে বললেন, 'আপনার সন্ধানে কি কোন পুরনো বাড়ি আছে, যেখানে ভূতের আস্তানা?'

'জি না।'

'অনুগ্রহ করে আমার কার্ডটা রাখুন। এখানে আমার ঠিকানা আছে। টেলিফোন নাম্বারও আছে– তবে আমার নিজের টেলিফোন না। পাশের বাসার টেলিফোন। মাঝে মাঝে ওদের খুব নরম গলায় অনুরোধ করলে ওরা আমাকে ডেকে দেয়।'

আমি যন্ত্রণা এড়াবার জন্যেই কোন কথা না বলে টেলিফোন কার্ড পকেটে রেখে দিলাম। মনসুর সাহেব আনন্দিত ভঙ্গিতে বললেন– 'পুরনো ধরনের কোন ভূতের বাড়ির সন্ধান পেলে আমাকে দু'কলম লিখে দেবেন। আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।'

'জি আচ্ছা।'

'স্যার, আপনি আমাকে পাগল ভাবছেন না তো?'

'না।'

'থ্যাংক ইউ। অনেকেই ভাবে। আমার নিজের আত্মীয়স্বজনরাই ভাবে– আপনাকে দোষ দিয়ে কি হবে! আমার বড় বোন আমাকে এক পাগলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। পিজির প্রফেসর। তিনি আমাকে খুব ভালমতো পরীক্ষা করে বলেছেন যে আমি পাগল না।'

'ও আচ্ছা।'

'শুধু যে মুখে বলেছেন তা না– লিখিতভাবে দিয়েছেন। আমার সঙ্গে আছে, দেখতে চাইলে দেখাতে পারি।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জি না, দেখতে চাচ্ছি না।'

মনসুর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমাকে পাগল ভাবলে লোকজনদের দোষও দেয়া যায় না। কোন সুস্থ মাথার লোক তো আর ভূতের বাড়ি খুঁজে বেড়াবে না– ঠিক বলছি না স্যার?

'ঠিকই বলছেন। মনসুর সাহেব, ভাই শুনুন, যদি কিছু মনে না করেন আমার বইটা শেষ করা দরকার। খুবই জরুরি।'

'জরুরি হলে তো বই শেষ করতেই হবে। স্যার বই শেষ করুন– আসলে আমি পড়েছি এমন বিপদে যে, বিপদের কথা কাউকে না বলে থাকতে পারি না। এমন বিপদ যে সবাইকে বলাও যায় না। সবাই এইসব জিনিস বুঝতে পারবে না। আপনার মতো দু'-একজন বুঝবে। যখন এ রকম কাউকে পাই তখন বিপদের কথাটা বলার চেষ্টা করি। আমি জানি, যাকে বলতে যাই তিনি বিরক্ত হন। তারপরেও বলি। এই যেমন আপনি বিরক্ত হচ্ছেন। বই পড়ার কথা বলে আমার হাত থেকে বাঁচতে চাচ্ছেন। আসলে তো আপনি বই পড়ছেন না। তখন থেকেই একটা পাতা চোখের সামনে মেলে ধরে আছেন। যখনই আপনাকে কিছু বলতে যাচ্ছি ততবারই আপনি বলছেন– খুব জরুরি, বইটা শেষ করতে হবে।'

আমি হাতের বই বন্ধ করে বললাম, 'আপনার বিপদটা কি বলুন– আমি শুনছি।'

'আমার কথায় রাগ করেননি তো?'

'না, রাগ করিনি– বলুন কি বলবেন।'

'আমি বরং আরেক কাপ চা নিয়ে আসি। চা খেতে খেতে শুনুন।'

'চা আনতে হবে না– আপনি বলুন।'

মনসুর সাহেব গলা নামিয়ে বললেন, 'একটা ভূতের বাচ্চাকে নিয়ে আমি বড়ই বিব্রত আছি।'

'ভূতের বাচ্চা?'

'জি, ভূতের বাচ্চা। সান অব এ গোস্ট। তিন-চার বছর বয়স। নিতান্তই শিশু।'

'ও আচ্ছা।'

'সে তার বাবা-মা'র সঙ্গে ঢাকা শহরে বেড়াতে এসেছিল। সারাদিন ঘুরেছে। মিরপুর চিড়িয়াখানায় গিয়েছে। শিশুপার্কে গিয়েছে ... নিউ এয়ারপোর্ট গিয়ে প্লেনে কি ভাবে উঠে-নামে এইসব দেখেছে, তারপর এসেছে গুলিস্তানে...'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেন?'

'দেখার জন্যে, আর কিছু না। যাই হোক, গুলিস্তানে এসে পৌঁছার পরই মারামারি শুরু হয়ে গেল। রিকশা শ্রমিক ইউনিয়ন বনাম ট্রাক ড্রাইভার এসোসিয়েশন– বিরাট মারামারি। ককটেল ফাটাফাটি– রিকশা ভাঙা-ট্রাকের কাচ ভাঙা– যাকে বলে লংকাকাণ্ড– এই দেখে ভূতের বাবা ভয়ে দিল এক দিকে দৌড়। তার মা দিল আর এক দিকে দৌড়– আর বাচ্চাটা লাফ দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলতে লাগল।'

'আপনি বুঝতে পারলেন যে, একটা ভূতের বাচ্চা আপনার গলা জড়িয়ে ধরে আছে?'

'শুরুতে কিছু বুঝতে পারিনি। আমার তখন মাথার ঘায়ে কুত্তা-পাগল অবস্থা। পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছাড়তে শুরু করেছে। চোখে অন্ধকার দেখছি। আমি দৌড়তে দৌড়তে বাসায় এলাম– বাসায় আসার পর মনে হলো বানরের মতো কিছু একটা আমার গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছে। জিনিসটাকে ছাড়িয়ে দিতেই সেটা ধুপ করে মেঝেতে পড়ে গিয়ে উঁ উঁ করে কান্না শুরু করল। এখন বিবেচনা করুন আমার মনের অবস্থা। একটা কিছু আমার গলা থেকে খসে পড়েছে– আমি তার মেঝেতে পড়ার শব্দ শুনছি– কান্নার শব্দ শুনছি অথচ জিনিসটাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'আপনি কিছু দেখছেন না?'

মনসুর সাহেব হাসিমুখে বললেন, 'দেখব কি করে? ভূত তো আর চোখে দেখা যায় না!'

'কতদিন আগের কথা?'

'প্রায় ন' মাস।'

'ন' মাস ধরে এটা আপনার সঙ্গে আছে?'

'জি। ফেলে তো দিতে পারি না। অবোধ শিশু– বাবা-মা'কে হারিয়ে নিতান্তই অসহায়। কোথায় তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে সেটা জানে না। কিভাবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে তাও জানে না।'

'কথা বলতে পারে?'

'অল্পবিস্তর পারে। সব কথা শিখে নাই। নিতান্তই শিশু, বুঝতেই পারছেন। মানুষের বাচ্চারা তিন বছরে সব কথা বলতে পারে। ভূতের বাচ্চারা পারে না। ওদের গ্রোথ কম।'

আমি হাঁ করে ভদ্রলোকের দিতে তাকিয়ে আছি। তিনি এমন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলে যাচ্ছেন যে, মাঝে মাঝে আমার মনে হচ্ছে বোধহয় এ

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রকম কিছু সত্যি সত্যি ঘটছে। ভদ্রলোক হয়তো আসলেই ভূত-শিশু লালন-পালন করছেন।

'বুঝলেন ভাই সাহেব– মানুষের শিশু পালন করাই কত জটিল, আর এ হচ্ছে ভূত-শিশু। চোখে দেখা যায় না। বাবা-মা হারা শিশু। আমি ছাড়া দেখার কেউ নেই। রাতে ঘুমুতে যেতাম ওকে সঙ্গে করে। আমার গলা জড়িয়ে ধরে ঘুমাতো। আমার ঠাণ্ডা লাগতো। ভূতদের শরীর আবার খুব ঠাণ্ডা। শীতের দিনে দু'টা কম্বল গায়ে গিয়ে ঘুমুচ্ছি– ভূত-শিশুর কারণে কম্বলের ভেতরটা হিম-শীতল। ঠাণ্ডা লেগে নিওমোনিয়ার মতো হয়ে গেল। তাই বলে তো আর রুঁরুঁকে ফেলে দিতে পারি না।'

'ওর নাম কি রুঁরুঁ?'

'হ্যাঁ রুঁরুঁ। ওর মা নাম রেখেছে।'

'রুঁরুঁকে খাওয়াতেন কি?'

'এই তো আপনি আসল পয়েন্ট ধরে ফেলেছেন। মহান সমস্যা হচ্ছে এদের খাওয়া। মানুষের কোন খাবারই এরা খায় না। প্রথম দিকে তো বুঝতেই পারিনি কি খেতে দেব। হেন জিনিস নেই তাকে খেতে দেইনি। টুথপেস্ট দিয়েছি, সাবান দিয়েছি, জুতার কালি দিয়েছি, মোমবাতি দিয়েছি, আফটার শেভ লোশন দিয়েছি। যাই দেই হা করে মুখে নেয়, তারপর থু করে ফেলে দেয়।'

'তারপর কি করলেন?'

'কি আর করব! রুঁরুঁকে একদিন কোলে বসিয়ে আদর-টাদর করে বললাম– বাবা, তুই নিজেই দয়া করে বল তোরা কি খাস। না খেয়ে খেয়ে তুই তো বাপধন মরে যাবি–। তখন সে বলল, ভূতরা আলো খায়।'

'আলো খায়?'

'জি, আলো। চাঁদের আলো, মোমবাতির আলো– এইসব খায়।'

'এটা জানার পর নিশ্চয়ই রুঁরুঁকে খাওয়ানোর প্রবেলম সহজ হয়ে গেল?'

'জি না। প্রবলেমের তখন শুরু। ভূতরা আলো খায় ঠিকই– কিন্তু সব ধরনের আলো খেতে পারে না। বিদ্যুৎ চমকের সময় যে আলো হয় সেই আলো কোন ভূত খেতে পারে না। সেই আলো খাওয়া মানে ভূতের মৃত্যু।'

'বলেন কি!'

'তা ছাড়া একজন বয়স্ক ভূত যে আলো খেতে পারে একটি শিশু ভূত সেই আলো খেতে পারে না। খেলে বদহজম হয়– পেট খারাপ করে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

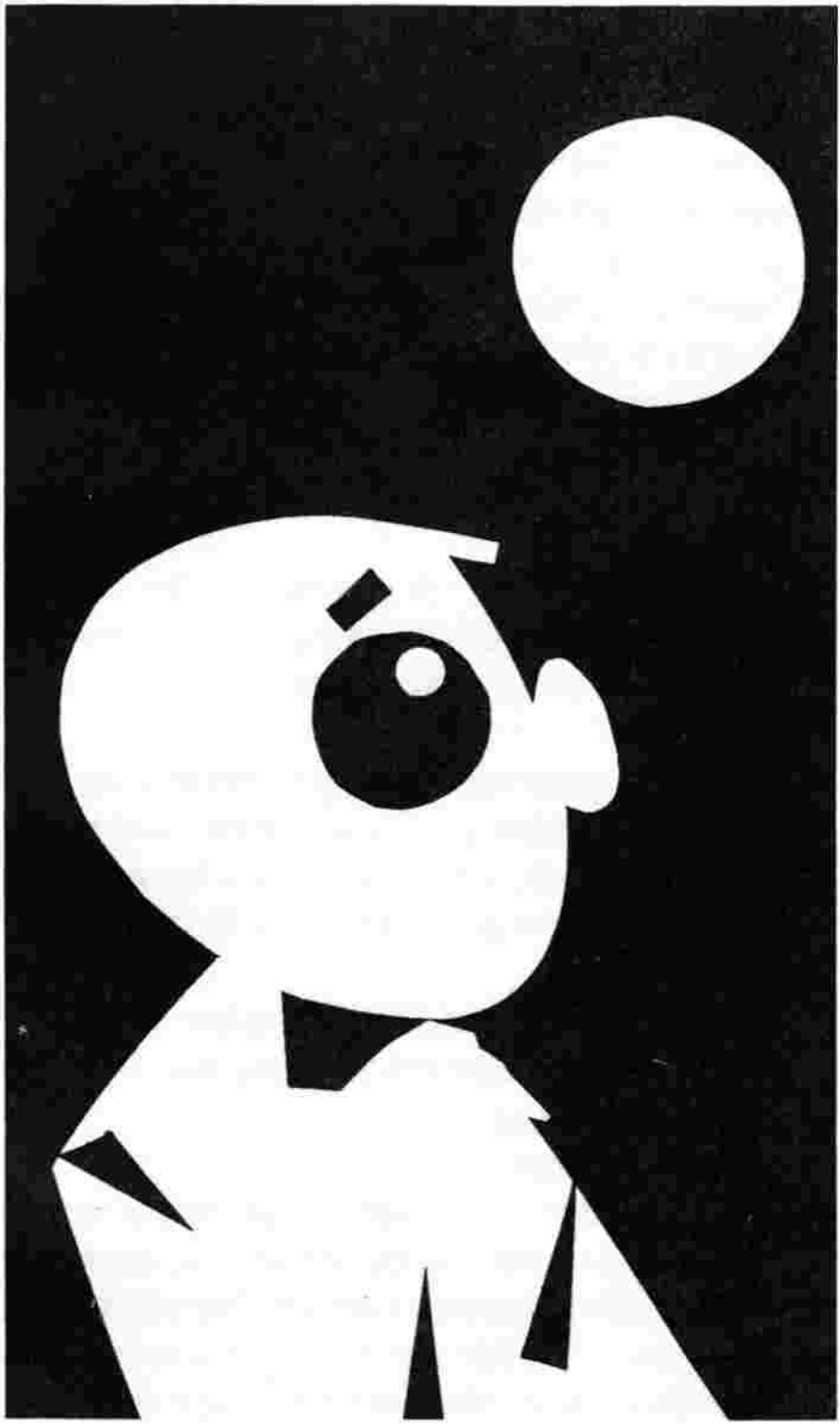

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাই নাকি?'

'জি একশ' পাওয়ারের একটা বাল্বের আলো তিন বছর বয়সী ভূতকে খাওয়ালে কি তার পেট নেমে যাবে।'

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ইতস্তত ভঙ্গিতে বললাম– 'কিছু মনে করবেন না। একটা প্রশ্ন করি, কিছু মনে করবেন না– আমরা ভাত-মাছ খেয়ে বাথরুমে যাই– বাথরুম করি। ভূতরা যে আলো খায়, ওদের বাথরুম করতে হয় না?'

'অবশ্যই হয়। ওরা আলো খায়, বের হয়ে আসে অন্ধকার।'

'সেটা মন্দ না।'

'রুঁরুঁকে মানুষ করতে গিয়ে অনেক কিছু শিখেছি এবং বললে বিশ্বাস করবেন না, পশ্চিম দিকে ফিরে কানে ধরেছি ভূতের বাচ্চা আর মানুষ করব না। যথেষ্ট হয়েছে। ওরা তো আর আমাদের মতো না। ওদের নিয়মকানুনই অন্য।

'তাই না-কি?'

'অদ্ভুত অদ্ভুত সব নিয়ম, শুনলে আপনি হয়তো ভাববেন পাগলের প্রলাপ ... যেমন ধরুন ওরা যদি খুব আনন্দিত হয় তাহলে কামড়ায়।'

'তাই বুঝি?'

'এই দেখুন না কামড়ে কামড়ে আমার হাতের দশা কি করেছে।'

ভদ্রলোক শার্টের আস্তিন তুলে আমাকে দেখালেন– সত্যি সত্যি দাগ দেখা যাচ্ছে। ভদ্রলোক গাঢ় গলায় বললেন– ভূতরা সাইজে বড়-ছোট হতে পারে, এটা জানেন আশা করি?'

'জি না, জানি না।'

'এরা অনেকটা রবারের মতো, ইচ্ছা করলে মার্বেলের মতো ছোট হতে পারে। রুঁরুঁ করতো কি, প্রায়ই ছোট হয়ে আমার নাকের ফুটায় কিংবা কানের ফুটায় বসে থাকতো।'

'এতো দেখি ভাল যন্ত্রণা!'

'যন্ত্রণা মানে– জীবন অতিষ্ঠ। তবে ভাই, খুব মায়াকাড়া জানোয়ার। অল্পদিনেই এদের ওপর মায়া পড়ে যায়। এক দণ্ড এদের চোখের আড়াল করতে ইচ্ছা করে না। রুঁরুঁকে তার বাবা-মার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে, এটা যখন মনে হয় তখন চোখে পানি এসে যায়।'

'ওকে তাহলে বাবা-মার কাছে দিয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছেন?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ফিরিয়ে দিতে হবে না? কি বলেন আপনি। পরের বাচ্চা কত দিন রাখব?'

'ওর বাপ-মা'কেই তাহলে খুঁজে বেড়াচ্ছেন?'

'ঠিক ধরেছেন। রুঁরুঁকে নিয়ে ভূতদের আস্তানায় যাচ্ছি। যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায়। হাটহাজারীতে একটা দু'শ বছরের পুরনো ভাঙা বাড়ি আছে। ভূতদের আখড়া। যাচ্ছি ঐদিকে যদি কোন খোঁজ তারা দিতে পারে। ভূতে ভূতে এক ধরনের যোগাযোগ তো আছে। আছে না?'

'থাকারই কথা।'

'আমি অন্যভাবেও চেষ্টা করেছি– লাভ হয়নি। যেমন ধরুন, থানায় ডায়েরি করাতে গেলাম। ভূতের বাচ্চা পেয়েছি, থানায় জিডি এন্ট্রি থাকা ভাল। ধানমণ্ডি থানার ওসি এমনভাবে তাকালেন যেন আমি সরাসরি পাগলাগারদ থেকে ছাড়া পেয়ে তাঁর কাছে এসেছি। পুলিশের লোকদের ব্রেইন যে কম থাকে সেটা ঐদিনই বুঝলাম। অফিসাররা আমার কথা ভালমতো শুনলই না।

আমি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে গিয়েছি, সেখানেও এই অবস্থা– বিজ্ঞাপন ছাপবে না। আর, আমি আমার নিজের পয়সায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছি, তুমি না ছাপার কে? ঠিক বলছি না স্যার?'

'ঠিকই বলছেন।'

'শেষে উপায়ন্তর না দেখে দশ হাজার হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে গুলিস্তান, ফার্মগেট, মীরপুর এক নম্বর এবং সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে বিলি করিয়েছি।'

'কি লেখা ছিল হ্যান্ডবিলে?'

'কপি আছে, দেখুন না।'

ভদ্রলোক তাঁর চামড়ার সুটকেস খুলে হ্যান্ডবিল বের করলেন– নিউজপ্রিন্ট কাগজে ছাপা বড় বড় হরফের হ্যান্ডবিল–

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

রুঁরুঁ নামে তিন বছর বয়েসী একটি ভূতের ছানা পাওয়া গিয়েছে। ছানাটি তার বাবা-মা'র নাম বলতে পারে না। তারা কোথায় থাকেন তাও বলতে পারে না। সে তার একটি বোনের নাম জানে– রিঁরিঁ। উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে রুঁরুঁর আইনানুগ অভিভাবককে ভূত-শিশুটি সংগ্রহ করার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি।

পোস্ট বক্স ১০৩
ঢাকা জিপিও

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বাড়ির ঠিকানা না দিয়ে পোস্ট বক্সর নাম্বার দিয়ে দিয়েছি। বাড়ির ঠিকানা দিলে আলতু-ফালতু লোক বিরক্ত করবে। কি দরকার!'

আমি বললাম, 'আপনি তাহলে ভূত-শিশু নিয়ে অনেক কষ্ট করেছেন?'

'তা করেছি। তবে এইসব কষ্ট কোন কষ্ট না– আসল কষ্ট হলো– মানুষ যখন ভুল বুঝে তখন। যখন ভাবে, আমার ব্রেইন ডিফেক্ট হয়ে গেছে তখন মনটা খারাপ হয়।'

'আপনার ব্রেইন ডিফেক্ট হয়েছে এরকম তাহলে কেউ কেউ ভাবছে?'

'সবাই ভাবছে। আমার নিজের বড় বোন একদিন এসে কঠিন গলায় বলল– কই, দেখা তোর ভূত। এখন আপনিই বলুন, স্যার, ভূতের বাচ্চা আমি দেখাব কি করে? এরা তো অদৃশ্য। সেই কথা বোনকে বুঝিয়ে বললাম। তাতেও কাজ হলো না। সে বলে কি– বেশ, তাহলে তুই তোর ভূতকে কথা বলতে বল। আমি কথাটা অন্তত শুনে যাই।'

'শুনিয়েছেন কথা?'

'জি না। রুঁরুঁ তো অন্যের সামনে কথা বলবে না। অসম্ভব লাজুক।'

'ও আচ্ছা।'

'এই তো এতক্ষণ যে সে আপনার চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসে আছে আপনি কি তার মুখ থেকে একটা বাক্য শুনেছেন?'

'জি না।'

ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, 'সবাই শুধু প্রমাণ চায়। আর, মুখের কথাটা তো সবচেয়ে বড় প্রমাণ। ঠিক বলছি না?'

'অবশ্যই ঠিক বলছেন।'

'আমার ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে, ঘণ্টা দিয়ে দিয়েছে। এখন উঠতে হয়।' মনসুর সাহেব বললেন, 'স্যার তৈরি হোন। এই ফাঁকে আমি রুঁরুঁকে খাইয়ে আনি।'

'সে কি আপনার সঙ্গেই আছে?'

'জি। তাকে আর কোথায় ফেলে যাবে?'

'তাকে কি খাওয়াবেন?'

'চাঁদের আলো। আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোই খানিকটা খাওয়াব। আজ সারাদিনে কিছুই খায়নি। খাওয়া-দাওয়া পুরোপুরি বন্ধ। কি যে যন্ত্রণায় পড়েছি!'

'খাচ্ছে না কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এই যে দোহাজারী নিয়ে যাচ্ছি, তার বাবা-মা'কে খুঁজছি, এই জন্যেই খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। আমার সঙ্গে থাকতে চায়, অন্য কোথাও যেতে চায় না। রুঁরুঁকে ফিরিয়ে দিতে আমার নিজেরও কি ভাল লাগছে? মায়া পড়ে গেছে না? রুঁরুঁ চলে গেছে এটা ভাবতেই আমার চোখে পানি আসে। বলতে বলতে মনসুর সাহেবের চোখ ভিজে উঠল। তিনি চাদরে চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালেন। ধরা গলায় বললেন, 'স্যার, আপনি ভূতের বাড়ির কোন সন্ধান পেলে অধমকে জানাবেন– অন্যের আদরের ধন আমার কাছে পড়ে আছে। আমার একটা দায়িত্ব আছে না? জানি রুঁরুঁ চলে গেলে আমার কষ্ট হবে কিন্তু উপায় কি!'

চিটাগাং মেলে উঠে বসেছি। মনসুর সাহেব তাঁর ভূতের বাচ্চাকে চাঁদের আলো খাইয়ে আমার পাশে এসে বসেছেন। তাঁকে এখন বেশ আনন্দিতই মনে হচ্ছে। সম্ভবত ভূতের বাচ্চা চাঁদের আলো খেয়েছে।

মনসুর সাহেব বললেন, জানলার কাচ নামিয়ে দিন স্যার। ট্রেন ছাড়লে ঠাণ্ডা লাগবে।

আমি কাচ নামাচ্ছি এই সময় ছোট্ট একটা নাটক হলো। এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ট্রেনের কামরায় ঢুকে পড়লেন। ঢুকেই মনসুরের হাত ধরে টানাটানি। ভদ্রলোকের পেছনে পেছনে বয়স্ক একজন মহিলাও ঢুকলেন। তিনিও কাঁদতে শুরু করলেন।

আমি পুরোপুরি হকচকিয়ে গেলাম। যা জানলাম তা হচ্ছে– মনসুর হল গৌরীপুর পোস্ট মাস্টার সাহেবের ছোট ভাই। ঢাকায় থাকতো। মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে তার সঙ্গে ভূতের বাচ্চা আছে। তাকে ঢাকা থেকে এনে গৌরীপুরে তালাবন্ধ অবস্থায় রাখা হয়েছে। তারপরেও মাঝে মাঝে তালা খুলে বের হয়ে পড়ে। আজ যেমন বের হয়েছে।

টানাটানি করে মনসুরকে নামানো হয়েছে। গার্ড বাতি দেখিয়েছে। ট্রেন চলতে শুরু করেছে। মনসুর সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে দুঃখিত ভঙ্গিতে হাসলেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আমি সত্যি কথাই বলছি। কিন্তু কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে না। কেউ না।'

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। মনসুরকে দু'দিক থেকে দু'জন ধরে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোবারক হোসেনের মহাবিপদ

ছেলেটা বড় যন্ত্রণা করছে।

মোবারক হোসেন হুংকার দিলেন, এ্যাঁও।

এটা তাঁর বিশেষ ধরনের হুংকার। বাচ্চারা খুব ভয় পায়। শব্দটা বেড়ালের ডাকের কাছাকাছি, আবার ঠিক বেড়ালের ডাকও নয়, বাচ্চাদের ভয় পাবারই কথা।

তবে এই বাচ্চা ভয় পাচ্ছে না। আগের মতোই লাফালাফি করছে। মনে হচ্ছে তাঁর ধমক শুনতে পায়নি। এ যুগের টিভি-ভিসিআর দেখা বাচ্চা, এরা সহজে ভয় পায় না।

গত মাসে চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলেন। লাভ কাটে না। এই জন্যেই যাওয়া, অন্য কিছু না। সত্তর বছরের বুড়োরা চিড়িয়াখানায় যায় না। খানিকক্ষণ বাঁদরের লাফঝাঁপ দেখে গেলেন বাঘের খাঁচার সামনে। আলিশান এক রয়েল বেঙ্গল। দেখে যে কোন মানুষের পিলে চমকে যাবার কথা। আশ্চর্য কাণ্ড! ছোট বাচ্চা-কাচ্চারা কেউ ভয় পাচ্ছে না। একটা আবার কান্না শুরু করে দিয়েছে, সে বাঘের লেজ ধরতে চায়। বাবা-মা শত চেষ্টাতেও কান্না সামলাতে পারছেন না। মিষ্টি মিষ্টি করে মা বুঝাবার চেষ্টা করছে।

'বাঘমামার লেজে হাত দিতে নেই। বাঘমামা রাগ করবে।'

'হাত দেব। হাত দেব। উঁ উঁ।'

মোবারক হোসেন সাহেব সত্তর বছর বয়সে একটা জিনিস বুঝে গেছেন। এ যুগের ছেলেমেয়ে বড়ই ত্যাঁদর। এরা ভূতের গল্প শুনলে হাসে। রাক্ষসের গল্প শুনলে হাসে। এরা ধমকেও পোষ মানে না। আদরেও পোষ মানে না।

এই যে ছেলেটা তখন থেকে তাঁকে বিরক্ত করছে একে ধমক-ধামক দিয়ে কিছু হবে বলে মনে হয় না। মুখ দিয়ে বিচিত্র শব্দ করে লাফ-ঝাঁপ দিয়েই যাচ্ছে। তিনি পার্কে এসেছেন বিশ্রামের জন্যে। শীতকালের রোদে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে থাকতে বড় ভাল লাগে। শীতকালে পার্কে বিশ্রামের নিয়ম হলো, শরীরটা থাকবে রোদে, মাথাটা থাকবে ছায়ায়। ঘুম ঘুম তন্দ্রা অবস্থায় কিছুক্ষণ গা এলিয়ে পড়ে থাকা।

তাঁর যে বাড়িতে জায়গা নেই তা না। নিজের দোতলা বাড়ি আছে মগবাজারে কিন্তু সেই বাড়ি হলো মাছের বাজার। দিনরাত ক্যাঁও ক্যাঁও ঘ্যাঁও ঘ্যাঁও হচ্ছেই। একদল শুনছে ওয়ার্লড মিউজিক। একদল দেখছে জিটিভি। এখন আবার বড় মেয়ে এসেছে তার আণ্ডা বাচ্চা নিয়ে। দুটা ছেলেমেয়ে কিন্তু অসীম তাদের ক্ষমতা। দেড়শ' ছেলেমেয়ে যতটা হৈচৈ করতে পারে, এই দু'জন মাশাআল্লাহ তার চেয়ে বেশি পারে। আর কি তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা! এক ভাই খাটের ওপর চেয়ার বসিয়ে তার ওপর মোড়া দিয়ে অনেক কষ্টে তার ওপর উঠে সিলিং ফ্যান ধরে ঝুলে পড়েছে, অন্য ভাই ফুল স্পিডে ফ্যান ছেড়ে দিয়েছে। এটা নাকি একটা খেলা। এই খেলার নাম, 'হেলিকপ্টার খেলা'। যে বাড়িতে হেলিকপ্টার খেলা হচ্ছে সবচেয়ে কম বিপজ্জনক খেলা সে বাড়িতে দুপুরে বিশ্রাম নেয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। তিনি ক'দিন ধরেই পার্কের বেঞ্চিতে এসে কাত হচ্ছেন। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে এখানেও বিশ্রাম নেয়া যাবে না। এই পিচকা বড়ই যন্ত্রণা করছে!

মোবারক হোসেন সাহেব উঠে বসলেন। কঠিন গলায় ডাকলেন, এই পিচকা, এদিকে শুনে যা।

ছেলেটা চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছে। তুই করে বলায় রাগ করেছে বলে মনে হয়। একালের ছেলেপুলের আত্মসম্মান জ্ঞান আবার টনটনে। তুই বলে পার পাবার উপায় নেই। ক্যাঁও করে ওঠার কথা।

ছেলেটা নরম গলায় বলল, আপনি কি আমাকে ডাকছেন?

'হুঁ।'

সে এগিয়ে এলো। বেঞ্চিতে তাঁর পাশে বসল। বাহ, স্মার্ট ছেলে তো! এ যুগের ছেলেদের একটা গুণ আছে। এরা স্মার্ট। মোবারক হোসেন সাহেব লক্ষ্য করলেন ছেলের চেহারাও খুব সুন্দর। দুধে-আলতায় রং বলতে যা বোঝায়, তাই। কোঁকড়ানো চুল। বড় বড় চোখ। চোখে মা বোধহয় কাজল দিয়েছে। সুন্দর লাগছে। এরকম সুন্দর একটা ছেলেকে তুই বলা যায় না। মোবারক হোসেন ঠিক করলেন তুমি করেই বলবেন। প্রথম খানিকক্ষণ ছোটখাটো দু'-একটা প্রশ্ন-টশ্ন করে শেষটায় কড়া করে বলবে, দুপুর বেলায় পার্কে ঘোরাঘুরি করছ কেন? বাসায় যাও। বাসায় গিয়ে হোমটাস্ক কর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিংবা মা'র পাশে শুয়ে ঘুমাও। এখন খেলার সময় না। খেলতে হয় বিকেলে।

ছেলেটা পা দুলাতে দুলাতে বলল, আমাকে কি জন্যে ডেকেছেন?

'তোমার নাম কি?'

'আমার নাম হল শীশী'

'শীশী।'

মোবারক হোসেন সাহেবের মুখটা তেতো হয়ে গেল। আজকালকার বাবা-মা'রা ছেলেমেয়েদের নাম রাখার ব্যাপারে যা শুরু করেছে কহতব্য নয়। 'শীশী' কোন নাম হলো? আধুনিক নাম রাখতে হবে, আনকমন নাম রাখতে হবে। এমন নাম যে নামের দ্বিতীয় কোন বাচ্চা নেই। কাজেই শীশী ফীফী।

মোবারক হোসেন সাহেব বললেন, 'কে রেখেছে এই নাম? তোমার মা?'

'জি না, আমার বাবা।'

মোবারক হোসেন সাহেব এই আশংকাই করেছিলেন। উদ্ভট নাম রাখার ব্যাপারে মা'দের চেয়ে বাবাদের আগ্রহই বেশি। অন্যদের দোষ দিয়ে কি হবে, তাঁর নিজের বাড়িতেই এই অবস্থা। তাঁর মেজ মেয়ের ছেলে হয়েছে। নাম রেখেছে 'নু'। তিনি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি রকম নাম?

মেয়ে বলল, 'ছেলের বাবা শখ করে রেখেছে।'

'এর অর্থ কি?'

'অর্থ আমি জানি না বাবা। তুমি তোমার জামাইকে জিজ্ঞেস কর।'

তিনি ঠিকই জিজ্ঞেস করলেন। কঠিন গলায় জানতে চাইলেন, 'তুমি এই নামটা আমাকে ব্যাখ্যা কর। কি ভেবে তুমি এই নাম রাখলে?'

তাঁর মেয়ে-জামাই খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'ন হচ্ছে একটা কোমল বর্ণ। সেই কোমল বর্ণ ব্যবহার করে এক বর্ণের একটা নাম রেখেছি নু। সবাই দু' অক্ষরের তিন অক্ষরের নাম রাখে। আমার ভাল লাগে না। নু নামটা আপনার কাছে ভাল লাগছে না?'

তিনি কোন উত্তর দিলেন না, তবে মনে মনে বললেন, 'ন' ছাড়াও তো আরো সুন্দর সুন্দর বর্ণ আছে। 'গ'ও তো সুন্দর বর্ণ। গ দিয়ে গু রেখে ফেললে আরো ভাল হতো। মানুষের নাম হিসেবে খুব আনকমন হতো। এর আগে এই নাম কেউ রাখেনি। তবে মুখে কিছু বললেন না। এম্নিতেই জামাইরা তাঁকে পছন্দ করে না। কি দরকার!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

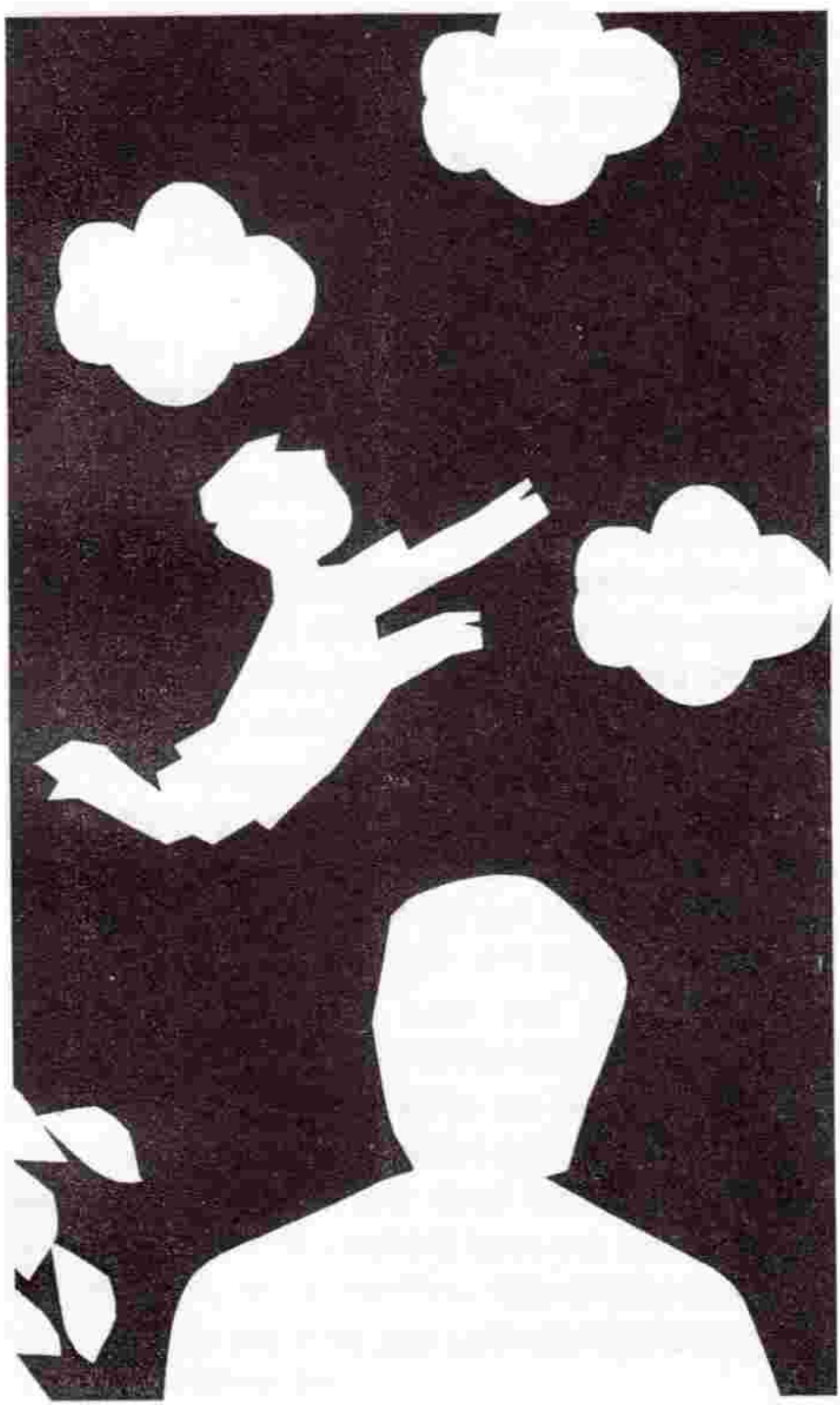

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শীশী তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। এখনো তার পা দুলছে। মনে হয় স্থির হয়ে বসতে পারে না। এখনই একে একটা কড়া ধমক দেবেন কিনা মোবারক হোসেন সাহেব বুঝতে পারছেন না। ধমক খেয়ে কেঁদে ফেলবে কিনা কে জানে। কাঁদলে সমস্যা হবে।

ছেলেটা বলল, আপনি আমার সঙ্গে খেলবেন?

মোবারক হোসেন ছেলের স্মার্ট ভঙ্গি দেখে মুগ্ধ হলেন।

'আমার সঙ্গে খেলতে চাও?'

'হুঁ।'

'কি খেলা?'

'আপনি যে খেলা জানেন সেই খেলাই খেলব। আপনি কোন্ কোন্ খেলা জানেন।'

'আমি অনেক খেলাই জানি, যেমন ধর হেলিকপ্টার খেলা ...'

'মজার খেলা?'

'মনে হয় বেশ মজার। আমি সিলিং ফ্যান ধরে ঝুলে পড়ব, আর তুমি ফুল স্পিডে ফ্যান ছেড়ে দেবে।'

ছেলেটা মহাউৎসাহের সঙ্গে বলল, আসুন খেলি।

'সিলিং ফ্যান নেই, এই খেলা খেলা যাবে না।'

ছেলেটা হতাশ গলায় বলল, আর কি খেলা জানেন?'

'প্যারাসুট খেলা বলে একটা খেলা আছে। আমার দুই নাতি একবার খেলেছে। এটাও মন্দ না। এই খেলাতে একটা খোলা ছাতার হাতল ধরে গ্যারাজের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামতে হয়।'

'খুব মজার খেলা?'

'মোটামুটি মজার তবে সামান্য সমস্যা আছে। হাত-পা ভেঙে হাসপাতালে কিছু দিন থাকতে হয়। বড় নাতিটা প্রায় এক মাসের মতো ছিল।'

ছেলেটা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। মোবারক হোসেন সাহেবের একটু মায়া হলো। বাচ্চা মানুষ খেলতে চাচ্ছে, খেলার বন্ধু পাচ্ছে না।

'শোন খোকা! বিকেলে আসবে, তখন বাচ্চা-কাচ্চারা থাকবে, ওদের সঙ্গে খেলবে। দুপুর বেলা খেলার সময় না।'

'দুপুর বেলা কিসের সময়?'

দুপুর হচ্ছে হোম ওয়ার্ক করার সময়, কিংবা মা'র পাশে শুয়ে ঘুমুবার সময়।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেটা গম্ভীর হয়ে অবিকল বড়দের মতো বলল, 'ও আচ্ছা, আমি জানতাম না। আমি তো মানুষের ছেলে না, আমি হচ্ছি পরীদের ছেলে। এই জন্যে মানুষের নিয়মকানুন জানি না।'

'তুমি পরীদের ছেলে?'

'জি।'

মোবারক হোসেন এই ছেলের বানিয়ে কথা বলার ক্ষমতায় চমৎকৃত হলেন। এ ছেলে বড় হলে নির্ঘাৎ কোন রাজনৈতিক দলের লিডার হবে। দিব্যি বলে যাচ্ছে– আমি মানুষের ছেলে না, আমি হচ্ছি পরীদের ছেলে। ফাজিলের ফাজিল।

'তুমি যখন পরীদের ছেলে তখন নিশ্চয়ই উড়তে পার।'

'জি পারি।'

'পাখা তো দেখছি না। পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে রেখে এসেছ বোধহয়।'

'মা'র কাছে রেখে এসেছি।'

'মা'র কাছে রেখে আসাই ভাল। তুমি বাচ্চা মানুষ, হারিয়ে ফেলতে পার। কিংবা ময়লা করে ফেলতে পার। তোমার থাক কোথায়? পরীর দেশে?'

ছেলে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। বানিয়ে বানিয়ে কথা যে বলে যাচ্ছে তার জন্যে তার মধ্যে কোন রকম বিকার দেখা যাচ্ছে না। মোবারক হোসেনের ইচ্ছা করছে মিথ্যা কথা বলার জন্যে ঠাস করে এর গালে একটা চড় বসিয়ে দিতে।

'তোমার পায়ের জুতা তো মনে হচ্ছে বাটা কোম্পানির। পরীর দেশেও তাহলে বাটা কোম্পানি দোকান খুলেছে?'

'জুতা আমার মা এখান থেকে কিনে দিয়েছে। পরীর দেশের ছেলেমেয়েরা জুতা পরে না। তারা তো আকাশে আকাশেই ওড়ে, তাদের জুতা পরতে হয় না।'

মোবারক হোসেন সাহেব ছেলের বুদ্ধি দেখে অবাক হলেন। সুন্দর করে নিজেকে কাটান দিয়ে যাচ্ছে। এই ছেলে রাজনৈতিক দলের নেতা হবে না, নেতাদের এত বুদ্ধি থাকে না।

'তুমি তাহলে পরীদের ছেলে, এখানে বেড়াতে এসেছ?'

'মানুষের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে এসেছি। ওরা কত সুন্দর সুন্দর খেলা জানে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি তাহলে প্রথম পরীর বাচ্চা যে মানুষের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে এসেছে।'

'না তো, আমরা সব সময় আসি।'

'সব সময় আস?'

'জি। ওদের সঙ্গে খেলি তারপর চলে যাই। ওরা বুঝতে পারে না।'

'তাই নাকি?'

'জি। যখনই দেখবেন একদল ছেলেমেয়ে খেলছে তখনই জানবেন ওদের মধ্যে অতি অবশ্যই দু'একজন পরীর ছেলেমেয়ে আছে।'

'পাখা ছাড়া আস কি করে?'

'আমাদের উড়তে পাখা লাগে না। পাখাটা হচ্ছে আমাদের এক ধরনের পোশাক। জন্মদিনে আমরা নতুন পাখা পাই। আবার দুষ্টুমি করলে মা'রা আমাদের পাখা নিয়ে নেন। আমার ক'টা পাখা আছে জানেন? সব মিলিয়ে সাতটা– সেভেন।'

'তুমি ইংরেজিও জানো? পরীর দেশে ইংরেজি চালু আছে?'

'আপনি আমার সঙ্গে এমন রেগে রেগে কথা বলছেন কেন?'

মোবারক হোসেন সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, 'দেখ খোকা– কি যেন নাম তোমার?'

'শীশী।'

'দেখ শীশী। তোমার কথা শুনে রাগে আমার শরীর রি রি করছে। এই বয়সে তুমি যে মিথ্যা শিখছ ...'

'আপনার ধারণা আমি মিথ্যা কথা বলছি?'

'অবশ্যই মিথ্যা কথা বলছ। এই মিথ্যা বলার জন্যে তোমাকে কানে ধরে উঠবস করানো দরকার।'

'বাহ্ আপনাদের মিথ্যা বলার শাস্তিটা তো খুব মজার।'

'কানে ধরে উঠবস তোমার কাছে মজা মনে হলো?'

'অবশ্যই মজার। আমরা মিথ্যা বললে কি শাস্তি হয় জানেন? আমরা মিথ্যা বললে আমাদের পাখায় কালো দাগ দিয়ে দেয়া হয়। যে যত মিথ্যা বলে তার পাখায় ততই কালো দাগ পড়ে।'

মোবারক হোসেন এই ছেলের গুছিয়ে কথা বলার ক্ষমতায় আরো মুগ্ধ হলেন। ছেলেটা পড়াশোনায় কেমন কে জানে। ভাল হওয়া তো উচিত।

'শোন খোকা– তোমার রোল নাম্বার কত?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রোল নাম্বার মানে কি?'

'ক্লাসে যে পড় তোমার রোল কত?'

'আমি ক্লাসে যাই না তো। পরীর বাচ্চাদের স্কুলে যেতে হয় না। আমাদের যা শেখার আকাশে উড়তে উড়তে বাবামা'র কাছ থেকে শিখি...।'

'আমি অনেক মিথ্যুক দেখেছি তোমার মতো দেখিনি। এই দেশের যে কোন রাজনৈতিক নেতাকে তুমি মিথ্যা বলায় হারিয়ে দিতে পারবে।'

'আমি মিথ্যা বলছি না তো। এই দেখুন আমি উড়ছি...'

বলতে বলতে ছেলে তিন-চার ফুট উপরে উঠে গেল। শূন্যে কয়েকবার ঘুরপাক খেল। আবার নেমে এলো নিজের জায়গায়। হাসিমুখে বলল, 'দেখেছেন?'

মোবারক হোসেন কিছু বললেন না। তিনি দ্রুত মনে করতে চেষ্টা করলেন, সকালে কি নাস্তা খেয়েছেন। অনেক সময় বদহজম হলে মানুষের দৃষ্টি বিভ্রম হয়।

'আমার কথা কি আপনার বিশ্বাস হচ্ছে?'

মোবারক হোসেন সাহেব এবারো জবাব দিলেন না। তার কপাল ঘামছে। পানির পিপাসা পেয়ে গেছে। পরী বলল, আপনার সঙ্গে তো খেলা হলো না, আরেক দিন এসে খেলব। আজ যাই।

মোবারক হোসেন সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, 'যাবে কিভাবে? উড়ে চলে যাবে?'

'হুঁ।'

তিনি হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। তাঁর হতভম্ব চোখের সামনে দিয়ে ছেলে উড়ে চলে গেল।

বাসায় ফিরতেই তাঁর দেখা হলো বড় মেয়ের সঙ্গে। তিনি তাকে পুরো ঘটনা বললেন। বড় মেয়ে বলল, বাবা, তুমি বিছানায় শুয়ে থাক। আমি আসছি। তোমার মাথায় পানি ঢালব।

'কেন?'

'রোদে ঘুরে ঘুরে তোমার মাথা এলোমেলো হয়ে গেছে, এই জন্যে।'

'তুই আমার কথা বিশ্বাস করছিস না?'

'ওমা! কে বলল বিশ্বাস করছি না? করছি তো।'

রাতের মধ্যে সবাই জেনে গেলো মোবারক হোসেন সাহেবের মাথা

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খারাপ হয়ে গেছে। আত্মীয়স্বজনে বাড়ি ভরে গেলো। ডাক্তার এলেন, সাইকিয়াট্রিস্ট এলেন। হুলস্থুল ব্যাপার।

মোবারক হোসেন সাহেবের চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসায় তেমন উন্নতি হচ্ছে না। তিনি এখনো বিশ্বাস করেন, একদিন এক পরীর ছেলের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। দুপুর হলেই তিনি পার্কে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠেন। মাঝে মাঝে চিৎকার-চেঁচামেচি করেন। তাঁকে যেতে দেয়া হয় না। ছোট্ট একটা ঘরে তাঁকে সব সময়ই তালাবন্ধ করে রাখা হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি ভয়ংকর অভিযানের গল্প

চৈত্র মাসের সন্ধ্যা।

সারাদিন অসহ্য গরম গিয়েছে, এখন একটু বাতাস ছেড়েছে। গরম কমেছে। আকাশে মেঘের আনাগোনা। কে জানে হয়তোবা বৃষ্টিও নামবে। অনেক দিন বৃষ্টি হচ্ছে না। এখন হওয়া উচিত।

মশাদের জন্যে এর চেয়ে আনন্দজনক আবহাওয়া আর হতে পারে না। অল্প-স্বল্প বৃষ্টি হবে। খানাখন্দে খানিকটা পানি জমবে। সেই পানিতে ডিম পাড়া হবে। ডিম থেকে তৈরি হবে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা। পিন পিন করে গান গাইতে গাইতে তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

এরকম এক সন্ধ্যায় এক মা-মশা তাঁর ছেলেমেয়েদের কাছে ডাকলেন। তাঁর তিন মেয়ে এক ছেলে। মেয়েদের নাম যথাক্রমে– পিঁ, পিঁপিঁ এবং পিঁপিঁপিঁ। ছেলেটার নাম টে।

মা-মশা বললেন, আদরের সোনামণিরা, 'তোমরা লাইন বেঁধে আমার সামনে দাঁড়াও। তোমাদের সঙ্গে কথা আছে।'

পিঁ বলল, 'মা এখন তো আমরা খেলছি। এখন কোন কথা শুনতে পারব না।'

মা-মশা বিরক্ত গলায় বললেন, 'বেয়াদবি করবে না মা। বড়রা যখন কিছু বলেন তখন শুনতে হয়। সবাই আস।'

মশার ছেলেমেয়েরা মা'কে ঘিরে দাঁড়াল। শুধু পিঁর মন একটু খারাপ। খেলা ছেড়ে উঠে আসতে তার ভাল লাগে না। সে যখন খেলতে বসে তখনই শুধু মা'র জরুরি কথা মনে হয় কেন কে জানে।

মা-মশা বললেন, 'আমার সোনামণিরা, আজ তোমাদের জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন। আজ তোমাদের নিয়ে আমি এক অভিযানে বের হব।'

টে বলল, 'কি অভিযান মা?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রক্ত খাবার অভিযান। আজ আমরা মানুষের রক্ত খেতে যাব। কি করে রক্ত খেতে হয় শেখাব।'

টে আনন্দে হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, 'মা, আমি কিন্তু সবার আগে রক্ত খাব।'

মা-মশা বিরক্ত মুখে বললেন, 'বোকার মতো কথা বলবে না টে। তুমি হলে ছেলে-মশা। ছেলে-মশারা কখনো রক্ত খায় না। মেয়ে-মশারা খায়। তোমার বোনরা রক্ত খাবে– তুমি তাদের সাহায্য করবে।

টে মুখ কালো করে বলল, 'ওরা সবাই খাবে। আর আমি বুঝি বসে বসে দেখব। আমি রক্ত খেলে অসুবিধা কি?'

'অসুবিধা আছে। মেয়ে-মশাদের পেটে ডিম আসে। সেই ডিমের পুষ্টির জন্যে মানুষের রক্ত দরকার। ছেলে-মশাদের পেটে তো আর ডিম আসে না– ওদের সেই জন্যেই রক্ত খেতে হয় না।'

টে রাগী গলায় বলল, 'আমার পেটে ডিম আসুক আর না আসুক। আমি খাবই।'

'খাবে কিভাবে? রক্ত খাবার জন্যে যে দাঁত দরকার– সেটাই তো ছেলে মশাদের নেই।'

টে গলায় বলল, 'আমি যদি রক্ত খেতে পারলাম– তাহলে শুধু শুধু তোমাদের সঙ্গে কেন যাব?'

'আমাদের সাহায্য করার জন্যে যাবে। মানুষের রক্ত খাওয়া তো কোন সহজ ব্যাপার না। ভীষণ ব্যাপার। ভয়ংকর কঠিন।'

মশা-মা'র সবচেয়ে ছোট মেয়ে পিঁপিঁপিঁ একটু বোকা ধরনের। সে অবাক হয়ে বলল, 'রক্ত খাওয়া কঠিন কেন হবে মা? আমরা যাব, চুমুক দিয়ে ভরপেট রক্ত খেয়ে চলে আসব।'

'মা, তুমি সব সময় বোকার মতো কথা বলো। তুমি বড় হচ্ছ কিন্তু তোমার বুদ্ধি বড় হচ্ছে না। এটা খুব দুঃখের কথা! তুমি যেভাবে কথা বলছ তাতে মনে হয় মানুষরা বাটিতে করে তোমার জন্যে রক্ত সাজিয়ে রেখেছে। ব্যাপার মোটেই তা না। মানুষের রক্ত খাওয়া ভয়ংকর কঠিন ব্যাপার। জীবন হাতে নিয়ে যেতে হয়।'

'জীবন হাতে নিয়ে যেতে হবে কেন মা?'

'তোমরা তাদের রক্ত খাবে আর তারা তোমাদের ছেড়ে দেবে? কক্ষণো না। মানুষের বুদ্ধি তো সহজ বুদ্ধি না, জটিল বুদ্ধি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টে বলল, 'মা, ওদের বুদ্ধি কি আমাদের চেয়েও বেশি?'

'না রে বাবা। আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধি কি করে হবে? ওরা যেমন মোটা।

ওদের বুদ্ধিও মোটা। আমরা যেমন সরু আমাদের বুদ্ধিও সরু। আমাদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ওরা যা করে তা দেখে হাসি পায়।'

'কি করে মা?'

'দরজা-জানালায় নেট লাগায়। শক্ত তারের নেট। কিন্তু ওরা জানে না যে যখন দরজা খোলা হয় তখন আমরা হুড় হুড় করে ঢুকে পড়ি। তা ছাড়া নেটের ফুটা দিয়েও সহজে ঢোকা যায়। পাখা গুটিয়ে টুপ করে ঢুকে যেতে হয়। তোদের শিখিয়ে দেব। ওটা কোন ব্যাপারই না।'

মেজ মেয়ে পিঁপিঁ বলল, 'ওরা আর কি বোকামি করে মা?'

'ওদের কাজকর্মের সবটাই বোকামিতে ভরা। ম্যাক্সি বলে ওরা একটা জিনিস খাটায়– জালের মতো। ছোট ছোট ফুটা। ওদের ধারণা ও তো সই ফুটা দিয়ে আমরা ঢুকতে পারব না। হি হি হি।

'আমরা কি ঢুকতে পারি?'

'অবশ্যই পারি। ওরা ঘুমিয়ে পড়লে আমরা করি কি, কয়েকজন মিলে ফুটা বড় করে ভেতরে ঢুকি। রক্ত টক্ত খেয়ে ঐ ফুটা দিয়ে বের হয়ে চলে আসি। ওরা ভাবে, আমাদের হাত থেকে খুব বাঁচা বেঁচেছে।'

'আসলে বাঁচতে পারে না, তাই না মা?'

'হুঁ। এখন তোমরা সবাই তৈরি হয়ে নাও– আমার সঙ্গে যাবে এবং মানুষদের কামড়ানোর সাধারণ নিয়মকানুন শিখবে।'

'এটার আবার নিয়মকানুন কি?'

'কঠিন কঠিন নিয়ম আছে সোনামণিরা। নিয়ম না মানলে অবধারিত মৃত্যু। তোমাদের বাবা তো নিয়ম না মানার জন্যেই মারা গেল। শুনবে সেই গল্প?

পিঁ বলল, 'না শুনব না। বাবার মৃত্যুর গল্প শুনতে ভাল লাগবে না। মন খারাপ হবে।'

'মন খারাপ হলেও তোমাদের শোনা দরকার। এর মধ্যে শেখার ব্যাপারও আছে। পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখময় ঘটনা থেকেই শিক্ষা নেয়া যায়।'

'ঠিক আছে মা বলো আমরা শুনছি।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমাদের তখনো জন্ম হয়নি। আমার সবেমাত্র তোমাদের বাবার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। তোমাদের বাবা আমাকে বলল– চলো মানুষের রক্ত খাবে। আমার যেতে ইচ্ছা করছিল না। তবু তার উৎসাহ দেখে গেলাম। তোমাদের বাবা বলল · তুমি নির্ভয়ে রক্ত খাবে– আমি লোকটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখব। সে আমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। তোমাকে দেখতেই পাবে না। আমি তোমাদের বাবার কথা মতো একটা মানুষের রক্ত খেতে শুরু করেছি। তোমাদের বাবা তাকে ব্যস্ত রাখার জন্যে তার চোখের সামনে খুব নাচানাচি করছে। একবার এদিকে যায়, একবার ওদিকে যায়। মাঝে মাঝে কানের কাছে গিয়ে গান গায়–

তিন তিন তিন
পিন পিন পিন।'

'বাহ্ বাবার তো খুব সাহস।'

'হ্যাঁ তার সাহস ছিল। কিন্তু এইসব হল বোকামি সাহস। বাহাদুরি দেখানোর সাহস। মশাদের যেসব নিয়মকানুন আছে তার মধ্যে প্রথম নিয়ম হলো–বাহাদুরি করবে না। বাহাদুরি করেছ কি মরেছ।'

'দ্বিতীয় নিয়ম– লোভী হয়ো না। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। সাধু-সন্ন্যাসীর মতো নির্লোভ হতে হবে।'

'কিভাবে হব মা?'

'রক্ত যখন খাওয়া শুরু করবে তখন লোভীর মতো খাবে না। যতটুক তোমার প্রয়োজন তার চেয়ে এক বিন্দুও বেশি খাবে না। বেশি খেয়েছ কি মরেছ। শরীর ভারি হয়ে যাবে। উড়তে পারবে না। রক্ত খেয়ে ঐ জায়গাতেই বসে থাকতে হবে। তখন যার রক্ত খেয়েছ সে চড় দিয়ে মেরে ফেলবে।'

পিঁপিঁ আঁৎকে উঠে বলল, 'কি ভয়ংকর!'

মা-মশা বললেন, 'এই ব্যাপারটা সবাইকে প্রথমেই শেখানো হয়। তারপরেও অনেকের মনে থাকে না। লোভীর মতো রক্ত খেতে শুরু করে। ফল হলো মৃত্যু।

সবচেয়ে ছোট মেয়ে পিঁপিঁপিঁ বলল, 'আমি কখনো লোভীর মতো রক্ত খাব না। অল্প একটু খেয়েই উড়ে চলে আসব। শুধু ঠোঁট ভেজাব।'

'সবাই এই কথা বলে কিন্তু কাজের সময় আর কারোর কিছু মনে থাকে না।'

'রক্ত খেতে কি খুব মজা মা?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অসম্ভব মজা। একবার খাওয়া শুরু করলে ইচ্ছা করে খেতেই থাকি, খেতেই থাকি, খেতেই থাকি।'

'মা, আমার খুব খেতে ইচ্ছা করছে।'

'চল যাওয়া যাক। শুধু একটা কথা– তোমরা মনে রাখবে– আমরা কিন্তু বেড়াতে যাচ্ছি না– আমরা যাচ্ছি এক ভয়ংকর অভিযানে। আমাদের যেতে হবে খুব সাবধানে।'

মা-মশা তার চার পুত্র-কন্যা নিয়ে এলিফেন্ট পার্ক এপার্টমেন্টের আট তলায় শীলাদের বাসায় এসে উপস্থিত হলো। শীলারা তিন বোন তখন টিভি দেখছে। তাদের ছোট ভাইটা খাটে ঘুমুচ্ছে। শীলার বাবা চেয়ারে বসে কি যেন লিখছেন। শীলার মা ছোট বাবুর পাশে বসে গল্পের বই পড়ছেন।

পিঁ ফিসফিস করে বলল, 'মা, আমরা কাকে কামড়াব? বড় মেয়েটাকে কামড়াব মা? ও দেখতে সবচেয়ে সুন্দর।'

মা-মশা বললেন, 'প্রথমেই কামড়াবার কথা ভাববে না। প্রথমে পরিস্থিতি দেখে অবস্থা বিবেচনা করবে।

'পরিস্থিতি কিভাবে দেখব? ওদের কাছ থেকে ঘুরে আসব?'

'অসম্ভব। ওদের কাছে গিয়ে ভনভন করলেই ওরা সজাগ হয়ে যাবে। ওরা বুঝবে যে ঘরে মশা আছে। বলা যায় না মশার ওষুধও দিয়ে বসতে পারে। ওদের কিছুতেই জানতে দেয়া যাবে না যে আমরা আছি।'

পিঁ বলল, 'আমি কাকে কামড়াব তা তো তুমি এখনো বললেন না। তিন বোনের কোন্ বোনটাকে কামড়াব?'

'ওদের কাউকেই কামড়ানো যাবে না। দেখছ না ওরা জেগে আছে, টিভি দেখছে? টিভির প্রোগ্রামও বাজে। কেউ মন দিয়ে দেখছে না। ওদের কামড়ালেই ওরা টের পেয়ে যাবে। সবচেয়ে ভাল ঘুমন্ত কাউকে কামড়ানো।'

বড় মেয়ে বলল, 'মা, ওদের ছোট্ট ভাইটা ঘুমুচ্ছে। ওকে কামড় দিয়ে আসি?

মা-মশা গম্ভীর গলায় বললেন, 'ভুলেও এই কাজ করবে না। বাচ্চার মা পাশে বসে আছে– বাচ্চাকে কামড়ালেই মা টের পাবে। মা'য়েরা কিভাবে কিভাবে যেন টের পেয়ে যায়। একটা কথা খেয়াল রেখো, মা পাশে থাকলে ছোট শিশুর গায়ে কখনো বসবে না।'

'মা'কে কামড়ে আসি মা?'

'হ্যাঁ, তা পারা যায়। মা বই পড়ছেন– খুব মন দিয়ে পড়ছেন। তাঁর এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে বই, কাজেই এই হাতটা আটকা আছে। অন্য হাতটা খালি। এমন জায়গায় বসতে হবে যেন খালি হাত সেখানে পৌঁছতে না পারে। আমাদের আদরের বড় মেয়ে পিঁ তুমি যাও– ঐ মা'র রক্ত খেয়ে আস। খুব সাবধান। লোভী হবে না। মনে থাকবে?'

'মনে থাকবে মা।'

'কোথায় বসবে বলে ঠিক করেছ?'

'তার বাঁ হাতে।'

'ভাল, খুব ভাল চিন্তা। শীলার মা'র ডান হাতে বই ধরা আছে। এই হাতে সে তোমাকে মারতে পারবে না। বাঁ হাত দিয়ে তো আর বাঁ হাতের মশা মারতে পারবে না। আমার ধারণা, কোন রকম সমস্যা ছাড়াই তুমি রক্ত খেয়ে চলে আসতে পারবে। যাও মা ...'

বড় মেয়ে পিঁ উড়ে গেল এবং রক্ত খেয়ে চলে এলো। শীলার মা কিছু বুঝতেও পারলেন না। এক সময় শুধু বিরক্ত হয়ে হাত ঝাঁকালেন।

মা-মশা বললেন, 'আমার বুদ্ধিমতী বড় মেয়ে কি সুন্দর রক্ত খেয়ে চলে এসেছে! কিছু বুঝতেও পারেনি। এবার মেজ মেয়ের পালা ...

মা-মশা কথা শেষ করবার আগেই পিঁপিঁ উড়ে গেল। তার আর তর সইছিল না। সে শীলার মা'কে দু'বার চক্কর দিয়ে বসল তাঁর ঘাড়ে। এবার শীলার মা টের পেলেন। মশা মারার জন্যে বাঁ হাত উঁচু করলেন– মশা এমন জায়গায় বসেছে যে বাঁ হাত সেখানে পৌঁছে না। কাজেই মেজ মেয়ে পিঁপিঁও নির্বিঘ্নে রক্ত খেয়ে চলে এলো।

মা-মশা বললেন, 'তোমার কাজেও আমি খুশি, তবে তুমি দু'টা চক্কর দিলে কেন? এটা উচিত হয়নি। শুধু গায়ে বসলেই যে মানুষ মশা মারে তা না– আশেপাশে উড়তে দেখলেও মেরে ফেলে। তুমি বাহাদুরি করতে গিয়েছ। বাহাদুরি করাও নিষেধ। ভবিষ্যতে আরো সাবধান হবে। এবার সবচেয়ে ছোটজনের পালা ...

বলতে না বলতেই পিঁপিঁপিঁ উড়তে শুরু করল। মা-মশা চিৎকার করে ডাকলেন, 'ফিরে এসো, ফিরে এসো।'

পিঁপিঁপিঁ ফিরে এলো। মা-মশা বললেন, 'তুমিও কি ঐ শীলার মা'কে কামড়াতে যাচ্ছিলে?'

'হ্যাঁ।'

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এত বড় বোকামি কি করতে আছে? এর আগে দু'জন তার রক্ত খেয়ে গেছে। এখন সে অনেক সাবধানী। তার কাছে যাওয়াই ঠিক হবে না।'

'তাহলে কি শীলার বাবার রক্ত খাব মা?'

'হ্যাঁ, তা খাওয়া যেতে পারে। উনি গভীর মনোযোগে লেখালেখি করছেন। তাঁর গা থেকে এক চুমুক রক্ত খেলে উনি বুঝতেও পারবেন না।'

'উনি কি লিখছেন মা?'

'মনে হয় গল্প লিখছেন।'

'সুন্দর গল্প?'

'সুন্দর গল্প না পচা গল্প তা তো জানি না– এখন মা, তুমি মন দিয়ে শোনো আমি কি বলছি– তুমি উনার হাতে বসবে। বসেই রোমকূপ খুঁজে বের করবে। যেখানে-সেখানে সুচ ফুটিয়ে দেবে না। সুচ ভেঙে যেতে পারে। সুচ ভাঙলে তীব্র ব্যথা হয়। মনে থাকবে?'

'হ্যাঁ মা, মনে থাকবে।'

'মানুষের শরীরে দু'ধরনের রক্ত আছে– বাজে রক্ত। এই রক্ত কালো, স্বাদ নেই। আর হলো ধমনীর পরিষ্কার ঝকঝকে রক্ত। খুব স্বাদ। ধমনীর রক্ত খাবে। মনে থাকবে?'

'হ্যাঁ থাকবে।'

'লোভীর মতো রক্ত খাবে না। মনে রাখবে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।'

'মা, আমার মনে থাকবে।'

'তুমি তো একটু বোকা– এই জন্যেই তোমাকে নিয়ে আমার ভয়।'

'মা, একটুও ভয় পেও না। দেখ না আমি যাব আর চলে আসব। মা যাই?'

মা-মশা চিন্তিত মুখে বললেন, 'আচ্ছা যাও।'

পিঁপিঁপিঁ শীলার বাবার হাতে বসেছে। রোমকূপ খুঁজে বের করে তার শূড় নামিয়ে দিয়েছে। শূড় বেয়ে রক্ত উঠে আসছে। পিঁপিঁপিঁর মাথা ঝিমঝিম করে উঠল– কি মিষ্টি রক্ত! কি মিষ্টি! মনে হচ্ছে, আহ, সারাজীবন ধরে যদি এই রক্ত খাওয়া যেতো! সে খেয়েই যাচ্ছে, খেয়েই যাচ্ছে। তার পেট বেলুনের মতো ফুলছে ...' তার কোনই খেয়াল নেই।

মা-মশা চিৎকার করে কাঁদছেন– 'বোকা মেয়ে, তুই কি সর্বনাশ করছিস! তুই উঠে আয়। এখনো সময় আছে। এখনো হয়তো কষ্ট করে উড়তে পারবি ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিঁপিঁপিঁ মা'র কোন কথা শুনতে পাচ্ছে না। সে রক্ত খেয়েই যাচ্ছে। পিঁপিঁপিঁর দুই বোন এখন কাঁদছে, তার ভাইও কাঁদছে।

মা-মশা ফোঁপাতে বললেন, 'ও রে বোকা মেয়ে, শীলার বাবা তো এক্ষুণি তোকে দেখবে। পিষে মেরে ফেলবে– তুই উড়ে পালিয়েও যেতে পারবি না। তোকে এত করে শিখিয়ে দিলাম, তারপরেও তুই এত বড় বোকামি কি করে করলি ...!'

মা-মশার কথা শেষ হবার আগেই শীলার বাবা মশাটাকে দেখলেন– রক্ত খেয়ে ফুলে ঢোল হয়ে আছে। নড়াচড়া করতে পারছে না। ঝিম মেরে হাতের ওপর বসে আছে। তিনি মশাটাকে তাঁর লেখার কাগজের ওপর ঝেড়ে ফেললেন। মশাটা অনেক কষ্টে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। কয়েকবার উড়ার চেষ্টা করল। পারল না। শীলার বাবা বললেন, 'আমার মামণিরা কোথায়? মজা দেখে যাও।

মজা দেখার জন্যে তিন মেয়েই ছুটে এলো।

'দেখ, এই দেখ। মশাটাকে দেখ, রক্ত খেয়ে কেমন হয়েছে। উড়তে পারছে না।'

শীলা বলল, 'এর মধ্যে মজার কি আছে বাবা? তুমি কি যে পাগলের মতো বলো! মশাটাকে মেরে ফেলো।'

'মেরে ফেলব?'

'অবশ্যই মেরে ফেলবে। সে তোমার রক্ত খেয়েছে, তুমি তাকে ছেড়ে দেবে কেন? তোমার হয়ে আমি মেরে দেই?'

'না না, মারিস না। মারিস না– থাক না।'

'মারব না কেন?'

'তুচ্ছ একটা প্রাণী শুধু শুধু মেরে কি হবে?'

'তোমার রক্ত খেয়েছে তো!'

'বেচারার খাবারই হচ্ছে রক্ত। না খেয়ে করবে কি? আমরা হাস-মুরগি এইসব মেরে মেরে খাচ্ছি না? আমাদের যদি কোন দোষ না হয় ওদেরও দোষ হবে না।'

পিঁপিঁপিঁ খানিকটা শক্তি ফিরে পেয়েছে– অনেকবারের চেষ্টায় সে একটু উড়তে পারল। খানিকটা উঠল– ওমনি তাকে সাহায্যের জন্যে তার মা, ভাই ও দুই বোন ছুটে এলো। তারা তাকে ধরে ধরে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পিঁপিঁপিঁ বলল, 'মা, আমরা যে চলে যাচ্ছি ঐ ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলাম না তো। উনি ইচ্ছা করলে আমাকে মেরেও ফেলতে পারতেন কিন্তু মারেননি।'

'উনাকে ধন্যবাদ দেয়ার দরকার নেই মা। উনি আমাদের ধন্যবাদ বুঝবেন না। তাছাড়া যারা বড় তারা কখনো ধন্যবাদ পাবার আশায় কিছু করে না।'

'মা, তবু আমি উনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই।'

'তুমি তো উড়তেই পারছ না, ধন্যবাদ কি করে দেবে?'

'আমি এখন উড়তে পারব। আমি পারব।'

পিঁপিঁপিঁ শীলার বাবার চারদিকে একটা চক্কর দিয়ে বিনীত গলায় বলল– 'আমি অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র একটি পতঙ্গ। আপনি আমার প্রতি যে মমতা দেখিয়েছেন তা আমি সারাজীবন মনে রাখব। আমার কোনই ক্ষমতা নেই। তারপরও যদি কখনো আপনার জন্যে কিছু করতে পারি আমি করব।'

পিঁপিঁপিঁর মা, ভাই এবং বোনরা একটু দূরে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। সে উড়ে যাচ্ছে তাদের দিকে। তার চোখ বারবার পানিতে ভিজে যাচ্ছে। কিছু কিছু মানুষ এত ভাল হয় কেন এই ব্যাপারটা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূত মন্ত্র

বাবলুকে একা বাসায় রেখে তার বাবা-মা ভৈরবে বেড়াতে গেছেন। সকালের ট্রেনে গেছেন, ফিরবেন রাত ন'টায়। এই এত সময় বাবলু একা থাকবে। না, ঠিক একা না, বাসায় কাজের বুয়া আছে।

বাবলুর খুব ইচ্ছা ছিল সেও ভৈরব যাবে। অনেক দিন সে ট্রেনে চড়ে না। তার খুব ট্রেনে চড়তে ইচ্ছা করছিল। তা ছাড়া ভৈরবে ছোট খালার বাড়িতেও অনেক মজা হবে। ছোটখালার বাড়িটা নদীর ওপরে। নিশ্চয়ই নৌকায় চড়া হবে। বাবলু অনেক দিন নৌকাতেও চড়ে না। তাকে ইচ্ছে করলেই নিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু বাবলুর বাবা মনসুর সাহেব তাকে নেবেন না। তিনি চোখ-মুখ কুঁচকে বললেন, 'নো নো নো। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বেড়ানো আমি পছন্দ করি না। তুমি বাসায় থাক। হোম ওয়ার্ক শেষ কর।'

বাবলু ক্ষীণ গলায় বলল, 'হোম ওয়ার্ক শেষ করে রেখেছি।'

'শেষ করলে অন্য কাজ কর। যাও অংক বই নিয়ে আস, দাগিয়ে দেই। অংক করে রাখ– ভৈরব থেকে ফিরে এসে দেখব।'

বাবলু অংক বই নিয়ে এলো। মনসুর সাহেব বিশটা অংক দাগিয়ে দিলেন।

'সব করবে। একটা বাদ থাকলে কানে ধরে চড়কিপাক খাওয়াব। সারাদিন আছেই শুধু খেলার ধান্ধায়।'

বাবলুর চোখে পানি এসে গেল। সারাদিন সে তো খেলার ধান্ধায় থাকে না। খেলাধুলা যা করার স্কুলেই করে। বাসায় ফিরে বাবার ভয়ে চুপচাপ বই নিয়ে বসে থাকে। বাবলু তার বাবাকে অসম্ভব ভয় পায়। বাবাদের কোন ছেলেই এত ভয় পায় না– বাবলু পায়, কারণ মনসুর সাহেব বাবলুর আসল বাবা না, নকল বাবা।

বাবলুর আসল বাবার মৃত্যুর পর তার মা এঁকে বিয়ে করেন। তবে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটা যে খুব খারাপ তাও বলা যাবে না। বাবলুকে তিনি প্রায়ই খেলনা, গল্পের বই এইসব কিনে দেন। কিছুদিন আগে দামি একটা লেগোর সেট কিনে দিয়েছেন।

তবে বাবলুর সব সময় মনে হয় তার আসল বাবা বেঁচে থাকলে লক্ষ গুণ বেশি মজা হতো। বাবা নিশ্চয়ই তাকে ফেলে ভৈরব যেতেন না। বাবলু কোথাও যেতে পারে না। বেশির ভাগ সময় সোবাহানবাগ ফ্ল্যাটবাড়ির তিনতলাতেই তাকে বন্দি থাকতে হয়। মাঝে মাঝে তার এমন কান্না পায়! তার কান্না দেখলে মা কষ্ট পাবেন বলে সে কাঁদে না। তার খুব যখন কাঁদতে ইচ্ছা করে তখন সে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে কাঁদে। বের হয়ে আসার সময় চোখ মুছে এমনভাবে বের হয় যে কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারে না।

বাবলু বসার ঘরে অংক বই নিয়ে বসেছে। মনসুর সাহেব বিশটা অংক দাগিয়ে দিয়ে গেছেন। এর মধ্যে সে মাত্র একটা অংক করেছে। অংকগুলি এমন কঠিন! বুয়া গ্লাস ভর্তি দুধ রেখে গেছে। দুধ খেতে হবে– না খেলে সে নালিশ করবে। গ্লাসটার দিকে তাকালেই বাবলুর বমি আসছে। সে অংক করছে গ্লাসটার দিকে না তাকিয়ে। এই সময় দরজায় খট খট শব্দ হলো। বাবলু দরজা খুলে দিল। সাত-আট বছর বয়েসী দুষ্টু দুষ্টু চেহারার একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। খালি গা, পরনে সাইজে বড় একটা প্যান্ট। প্যান্ট খুলে পড়ার মতো হচ্ছে আর সে টেনে টেনে তুলছে। তার গায়ে রঙিন শার্ট। শার্টের একটা বোতাম নাই। বেতামের জায়গাটা সেফটি পিনি দিয়ে আটকানো। ছেলেটা বাবলুর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে বলল– 'এই, তুই আমার সঙ্গে খেলবি?'

বাবলু কথা বলল না। ছেলেটাকে সে চিনতে পারছে না। ফ্ল্যাটেরই কারো ছেলে হবে। তবে বাবলু আগে দেখেনি। অপরিচিত একটা ছেলে তাকে তুই তুই করছে, এটাও বাবুলুর ভাল লাগছে না।

'কথা বলছিস না কেন? খেলবি?'

'না।'

'আমি অনেক মজার মজার খেলা জানি।'

'আমি খেলব না। অংক করছি।'

'সকালবেলা কেউ অংক করে? আয় কিছুক্ষণ খেলি– তারপর অংক করিস।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

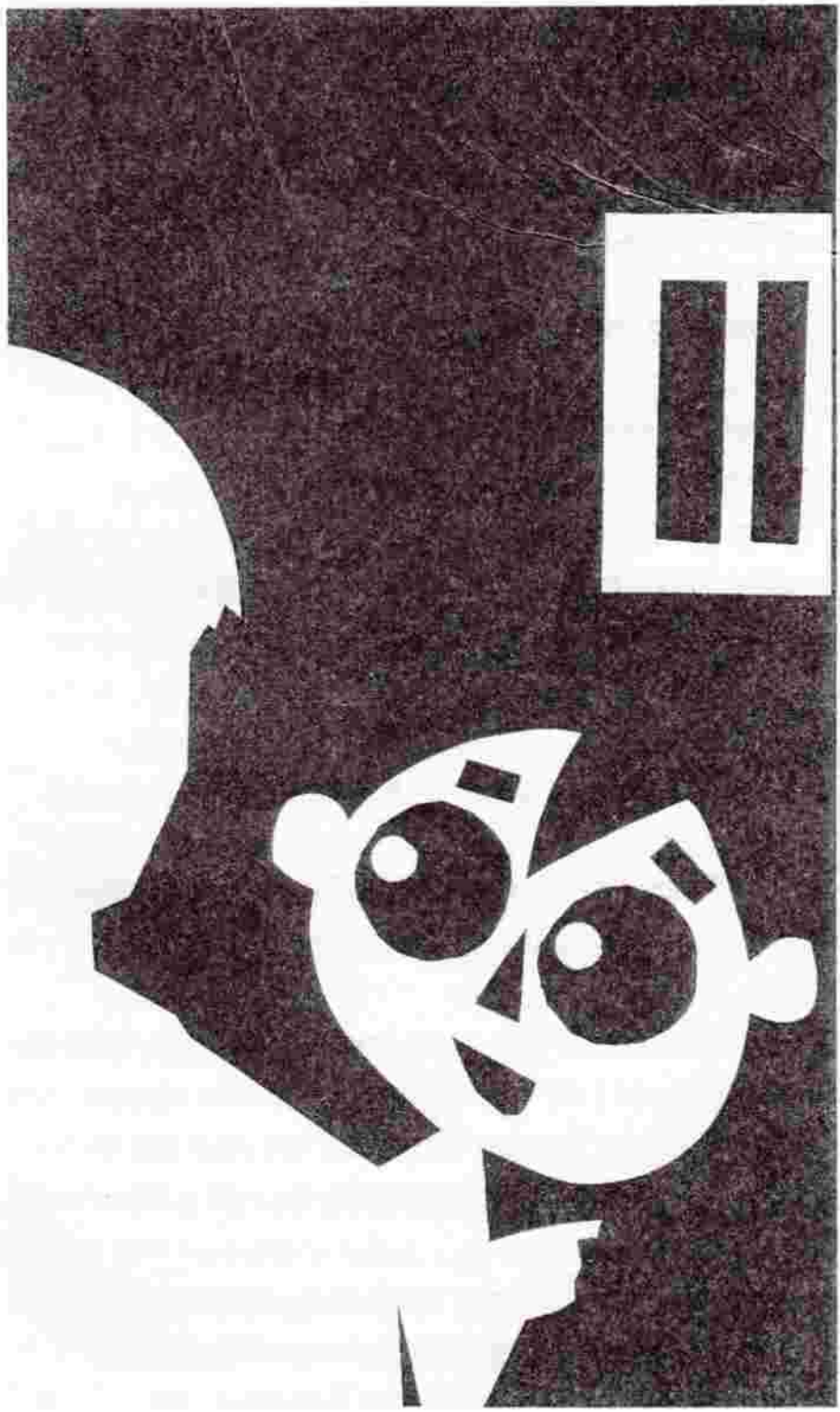

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমাকে তুই তুই করে বলছ কেন?'

'বন্ধুকে তুই তুই করে বলব না? বন্ধুকে বুঝি আপনি আপনি করে বলব?'

'আমি তোমার বন্ধু না।'

'বন্ধু না। এখন হবি। ঐ গ্লাসটায় কি দুধ নাকি?'

'হুঁ।'

'তোকে খেতে দিয়েছে?'

'হুঁ।'

'খেতে ইচ্ছা করছে না?'

'না।'

'দুধটাকে পেপসি বানিয়ে তারপর খা।'

'পেপসি কিভাবে বানাব?'

'মন্ত্র পড়লেই হয়। এর মন্ত্র আছে। মন্ত্র জানিস না?'

রাগে বাবলুর গা জ্বলে যাচ্ছে। কি রকম চালবাজের মতো কথা! মন্ত্র পড়লেই দুধ নাকি পেপসি হয়ে যাবে। মন্ত্র এতই সস্তা?

'আমি মন্ত্র জানি। মন্ত্র পড়ে পেপসি বানিয়ে দেব?'

'দাও।'

'যদি দেই তাহলে কি তুই খেলবি আমার সঙ্গে?'

'হুঁ।'

ছেলেটা ঘরে ঢুকল। চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে কি যেন বলে গ্লাসে ফুঁ দিল– বাবলু দেখল, দুধ দুধের মতোই আছে। আগের মতোই কুৎসিত। সর ভাসছে।

ছেলেটা বলল, দেখলি দুধ কেমন পেপসি বানিয়ে দিলাম, কঠিন মন্ত্র– তোকে শিখিয়ে দেব। এই মন্ত্র দিয়ে খাবার জিনিস বদলে ফেলা যায়। মনে কর তোকে ছোট মাছ দিয়ে ভাত দিয়েছে ছোট মাছ খেতে ইচ্ছা করছে না। মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিবি ছোট মাছ হয়ে যাবে মুরগির রান। তুই মুরগির রান খাস, না বুকের মাংস?

বাবলু বলল, 'দুধ তো আগের মতোই আছে। একটুও বদলায়নি।'

'দেখাচ্ছে দুধের মতো কিন্তু এর স্বাদ এখন পেপসির মতো। খুব ঝাঁঝ। এক চুমুক খেলেই টের পাবি। একটা চুমুক দিয়ে দেখ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেটা কি তাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে? বাবলুর রাগ লাগছে। কেউ তাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করলে তার রাগ লাগে। ছেলেটা বলল, 'আমার দিকে এমন রাগি চোখে তাকিয়ে আছিস কেন? একটা চুমুক দিয়ে দেখ।'

বাবলু দুধের গ্লাস হাতে নিল। এক চুমুক খেয়ে দেখা যাক। ক্ষতি তো কিছু নেই। ছেলেটা যেভাবে বলছে তাতে দুধ বদলে গিয়ে পেপসি হয়েও তো যেতে পারে!

বাবলু চুমুক দিল। চুমুক দিয়েই থু করে ফেলে দিল। দুধ দুধের মতোই আছে– তার মুখের ভেতর দুধের সঙ্গে এক গাদা সরও ঢুকে গেছে। এই ছেলে দেখি মহাত্যাঁদড়। তাকে খুব বোকা বানাল।

'ছেলেটা বলল, 'পেপসি হয়নি?'

'না।'

'সময় লাগবে। দিনের বেলা মন্ত্র চট করে লাগে না। দুধের গ্লাসটা এক কোনায় রেখে দে কিছুক্ষণ পর দেখবি দুধ বদলে পেপসি হবে। এখন আয় আমরা খেলি। বেশিক্ষণ খেলব না। মাত্র কিছুক্ষণ খেলে আমি চলে যাব।'

'আমি খেলব না। আমাকে অংক করতে হবে। তা ছাড়া তুমি মিথ্যাবাদী, মিথ্যাবাদীর সঙ্গে আমি খেলি না।'

'আমি মিথ্যাবাদী তোকে কে বলল? দুধটা বদলাতে সময় লাগছে– বললাম না, গরমের সময় মন্ত্র সহজে ধরে না।'

'তুমি চলে যাও। আমার অংক শেষ করতে হবে।'

'কঠিন অংক?'

'হুঁ কঠিন।'

'খুব কঠিন?'

'হুঁ। খুব কঠিন।'

'কঠিন অংক সহজ করার একটা মন্ত্র আছে। সেটা শিখিয়ে দিব? যে কোন কঠিন অংকের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রটা পড়ে দু'বার ফুঁ দিলেই অংক সহজ হয়ে যাবে, চট করে করতে পারবি। দেব শিখিয়ে?'

'তুমি আমার সঙ্গে ফজলামি করছ কেন? তুমি কি ভেবেছ আমি বোকা? আমি মোটেই বোকা নই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মন্ত্র শিখবি না?'

'না শিখব না। আর শোনো আমাকে তুই তুই করবে না।'

ছেলেটা ফিসফিস করে বলল– 'তুই এমন রেগে আছিস কেন? রাগ করতো ভাল না। আচ্ছা শোন, রাগ কমাবার মন্ত্র আমার কাছ থেকে শিখবি? এই মন্ত্রটা খুব সহজ। হাত মুঠো করে এই মন্ত্র একবার পড়লেই রাগ কমে যায়। নিজের রাগ তো কমেই আশপাশে যারা আছে তাদের রাগও কমে। মনে কর তোর বাবা খুব রাগ করেছেন– তুই হাত মুঠো করে একবার মন্ত্রটা পড়বি– দেখবি মজা। তোর বাবার সব রাগ পানি হয়ে যাবে। তাকে হাসি মুখে কোলে তুলে নিবে।'

বাবলু বলল, 'তুমি যাও তো।'

'চলে যাব?'

'হ্যাঁ চলে যাবে এবং আর কোন দিন আসবে না।'

আচ্ছা চলে যাচ্ছি। একটা খাতা আর কলম আন– চট চট করে মন্ত্রগুলি লিখে ফেল। আমি একবার চলে গেলে আর আমাকে পাবি না।'

'তোমাকে আমার দরকারও নেই।'

'সত্যি চলে যাব?'

'হ্যাঁ চলে যাবে।'

'আচ্ছা চলে যাচ্ছি। তুই মন খারাপ করে বসেছিলি দেখে এসেছিলাম– আমি কে জানিস?'

'জানতে চাই না।'

'আমি হচ্ছি ভূত রাজার ছেলে। ভূতদের সব মন্ত্র আমি জানি। খাতাটা দে না– অদৃশ হবার মন্ত্রটা লিখে রেখে যাই। চোখ বন্ধ করে তিনবার এই মন্ত্রটা পড়লেই অদৃশ্য হয়ে যাবি। আর কেউ তোকে দেখতে পাবে না।'

'তুমি যাও তো।'

ছেলেটা মন খারাপ করে চলে গেল। বাবলু দরজা বন্ধ করে আবার অংক নিয়ে বসল। কি যে কঠিন সব অংক। বাবলু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। অংক সহজ করার কোন মন্ত্র থাকলে ভালই হতো।

রান্নাঘর থেকে বুয়া চেঁচিয়ে বলল, দুধ খাইছ?

বাবলু বলল, 'না।'

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাড়াতাড়ি খাও। না খাইলে তোমার আব্বার কাছে নালিশ দিমু।'

'নালিশ দিতে হবে না, খাচ্ছি।'

বাবলু দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। দুধ কোথায়? গ্লাস ভর্তি পেপসি। বরফের দুটা টুকরাও ভাসছে। বাবলু ভয়ে ভয়ে একটা চুমুক দিল।

হ্যাঁ সত্যি সত্যি পেপসি। কি আশ্চর্য! মন্ত্র তাহলে সত্যি আছে?

বাবলু ছুটে ঘর থেকে বের হলো। ছেলেটাকে কোথাও পাওয়া গেল না। ফ্ল্যাটের দারোয়ান বলল, লাল শার্ট পরা একটা ছেলেকে সে শিস দিতে দিতে রাস্তার ফুটপাত ধরে এগিয়ে যেতে দেখেছে। এর বেশি সে আর কিছু জানে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পানি-রহস্য

মবিন সাহেব বাগানের ফুল গাছে পানি দিচ্ছিলেন। তাঁর সামনে জয়নাল দাঁড়িয়ে আছে। অনেকক্ষণ ধরেই আছে, মাঝে মাঝে খুক খুক করে কাশছে, পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটিতে নকশা কাটছে, মুখে কিছু বলছে না। মবিন সাহেব বললেন, 'কিছু বলবি নাকি রে জয়নাল?' জয়নাল লজ্জিত মুখে হাসল। সে অল্পতেই লজ্জা পায়।

মবিন সাহেব বললেন, 'আজ কাজকর্ম নেই?'

'জে না।'

জয়নালের বয়স চল্লিশের ওপরে। বিয়ে-টিয়ে করেনি। একা মানুষ। এক কামারের দোকানে কাজ করে। হাপর চালায়, কয়লায় ফুঁ দেয়। রাতে ঐ দোকানের একপাশে চট বিছিয়ে ঘুমিয়ে থাকে।

মবিন সাহেব বছরখানিক আগে কামারের দোকানে একটা শাবল বানাতে দিয়েছিলেন। জয়নাল তাঁকে বসিয়ে রেখে শাবল বানিয়ে দিল। নামমাত্র দাম নিল। সেই সূত্রে পরিচয়। মবিন সাহেবের মনে হয়েছে জয়নাল অতি ভদ্র, অতি সজ্জন একজন মানুষ। একটু বোধহয় বোকা। তাতে কিছু যায়-আসে না। চালাক বদলোকের চেয়ে বোকা সজ্জন ভাল। সে ছুটিছাঁটার দিনে মবিন সাহেবের বাড়িতে আসে। কিছু বলে না, মাথা নিচু করে মেঝেতে চুপচাপ বসে থাকে। মবিন সাহেব তাঁর নাতনীদের সঙ্গে গল্প-গুজব করেন, সে গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনে। আজও বোধহয় গল্প শোনার লোভেই এসেছে। মবিন সাহেব গাছের গোড়ায় পানি ঢালতে ঢালতে বললেন, 'কি রে জয়নাল, কিছু বলবি?'

জয়নাল মাথা চুলকাতে লাগল। পায়ের বুড়ো আঙুলে নকশা কাটা আরো দ্রুত হলো। বার কয়েক খুক খুক করে কাশল।

'কিছু বলার থাকলে বলে ফেল। এত লজ্জা কিসের?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঐ গল্পটা আবার শুনতে আইছি।'

মবিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কোন্ গল্প?'

'পানির উপরে দিয়া যে হাঁটে ...'

'একবার তো শুনেছিস, আবার কেন?'

'মনটা টানে।'

মবিন সাহেব তাঁর নাতনীদের টলস্টয়ের বিখ্যাত একটা গল্প বলেছিলেন। যে গল্পে কয়েকজন বেঁটে ধরনের সাধুর কথা আছে। তারা এক নির্জন দ্বীপে বাস করতো, নিজেদের মতো করে আল্লার নাম-গান করতো। সমুদ্রের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে যাবার অদ্ভুত ক্ষমতা তাদের ছিল। এই গল্প জয়নালও শুনেছে। বোকা মানুষ, হয়তো ভাল করে বুঝতে পারেনি। এখন ভালমতো বুঝতে চায়।

মবিন সাহেব বললেন, 'বস আমার সামনে, গল্পটা আবার বলি।'

জয়নাল বসল। মবিন সাহেবের কাছ থেকে খুরপাই টেনে নিয়ে মাটি কুপাতে লাগল। তাকে নিষেধ করে লাভ হবে না। সে কাজ না করে থাকতে পারে না। সে যতবার আসে এটা-সেটা করে যায়।

মবিন সাহেব গল্প শুরু করলেন। জয়নাল নিবিষ্ট মনে শুনছে। গল্প শেষ হবার পর সে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'উনারা সাধু ছিলেন?'

'হ্যাঁ, সাধু ছিলেন। সাধারণ মানুষ তো আর পানির ওপর হাঁটতে পারে না।'

'পারে না কেন স্যার?'

'মানুষের ওজন পানির চেয়ে বেশি। আর্কিমিডিসের একটা সূত্র আছে। তুই তো বুঝবি না। লেখাপড়া না জানলে বুঝানো মুশকিল।'

জয়নাল বিনীত গলায় বলল, 'আমি লেখাপড়া জানি। ক্লাস থিরি পাস করছিলাম। পাঁচের ঘরের নামতা জানি।

'পাঁচের ঘরের নামতা জানলে হবে না, আরো পড়াশোনা জানা লাগবে।'

'জি আচ্ছা। স্যার আইজ উঠি।'

'আচ্ছা যা।'

জয়নাল উঠে দাঁড়াল তবে চলে গেল না। আবারো খুক খুক করে কাশতে লাগল। মনে হচ্ছে সে আরো কিছু বলতে চায়। মবিন সাহেব বললেন, 'কিছু বলবি?'

জয়নাল বিব্রত গলায় বলল, 'সাধু হওয়ার নিয়মটা কি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেন, তুই কি সাধু হতে চাস নাকি?'

জয়নাল মাথা নিচু করে ফেলল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে সাধু হতে চায়।

মবিন সাহেব বললেন, 'সাধু হওয়া বড়ই কঠিন। নির্লোভ হতে হয়। পরের মঙ্গলের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে হয়। তারা কখনো মিথ্যা বলে না। সাধারণ মানুষ মিথ্যা না বলে থাকতে পারে না। সামান্য হলেও মিথ্যা বলতে হয়।'

জয়নাল প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'স্যার, আমি মিথ্যা বলি না।'

'ভাল। খুব ভাল।'

'আমার কোন লোভও নাই।'

মবিন সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, 'তুই তো তাহলে সাধুর পর্যায়ে চলেই গেছিস।'

জয়নাল লজ্জা পেয়ে বলল, 'স্যার যাই?'

'আচ্ছা যা। আরে শোন শোন, একটু দাঁড়া।'

মবিন সাহেব ঘর থেকে একটা পুরনো কোট এনে দিলেন। কোটের রঙ জ্বলে গেছে, হাতের কাছে পোকায় কেটেছে। তবু বেশ গরম। জয়নাল ব্যবহার করতে পারবে। মবিন সাহেব লক্ষ্য করেছেন এই শীতেও জয়নাল পাতলা একটা জামা পরে থাকে। খালি পায়ে হাঁটে।

জয়নাল কোট পেয়ে অভিভূত হয়ে গেল। তার চোখে পানি এসে গেল। সে নিচু হয়ে মবিন সাহেবকে কদমবুসি করল।

কোট যেদিন দিলেন সেদিন সন্ধ্যাতেই মবিন সাহেবের সঙ্গে জয়নালের আবার দেখা। কোট গায়ে দিয়ে জয়নাল একেবারে ফিটফাট বাবু। সে রাস্তার মোড়ে উবু হয়ে বসে একটা কুকুরকে পাঁউরুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিচ্ছে। ফিসফিস করে কুকুরকে বলছে, খা বাবা খা। কষ্ট কইরা খা। পরের বার তোর জন্যে গোস্ত জোগাড় করব। না খাইলে শইল্যে বল হইব না।

মবিন সাহেব থমকে দাঁড়ালেন।

'কি করছিস রে জয়নাল?'

'কিছু না স্যার।'

'কুকুরকে পাঁউরুটি খাওয়াচ্ছিস, ব্যাপারটা কি?'

'এ স্যার হাঁটাচলা করতে পারে না। দুইটা ঠেং ভাঙা, লুলা হইয়া আছে। ঠেং-এর ওপর দিয়া গাড়ি চইল্যা গেল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুই কি রোজ একে খাইয়ে যাস?'

মবিন সাহেব দেখলেন কুকুরটার আসলেই অন্তিম দশা। মনে হচ্ছে শুধু পা না, কোমড়ও ভেঙ্গেছে। নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী বলেই এখনো বেঁচে আছে। মানুষ হলে মরে যেত।

জয়নাল কিছু বলল না। হাসল। মবিন সাহেব বললেন, 'পাঁউরুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে তুলে দেবার দরকার কি? সামনে ফেলে দে– নিজেই খাবে।

'জি আচ্ছা।'

জয়নাল পাঁউরুটি ফেলে মবিন সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল। মবিন সাহেব বললেন– কোটে শীত মানে?

'জে স্যার, মানে।'

'কোট গায়ে দিয়ে খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি ভাল দেখায় না। এক জোড়া স্যান্ডেল কিনে নিস।'

'জে আচ্ছা।'

'বাসায় আসিস। পুরনো এক জোড়া জুতা দিয়ে দেব। তোর পায়ে লাগলে হয়। তোর যা গোদা পা!'

জয়নাল হেসে ফেলল। গোদা পা বলায় সে মনে হলো খুব আনন্দ পেয়েছে। মবিন সাহেব বললেন, তুই আমার পেছনে পেছনে আসছিস কেন?

'স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

'জিজ্ঞেস কর।'

'উনাদের নাম কি স্যার?'

'কাদের নাম কি? পরিষ্কার করে বল।'

'সাধু। যারা পানির ওপর দিয়া হাঁটে।'

'এখনো সেই গল্প মাথায় ঘুরছে? সাধুদের কোন নাম দেয়া নেই, তবে যিনি এই গল্প লিখেছেন তাঁর নাম টলস্টয়। মস্ত বড় লেখক।'

'বড় তো স্যার হইবই। সত্য কথা লেখছে। পানির উপরে হাঁটা সহজ ব্যাপার তো না। আচ্ছা স্যার, এই দুনিয়ায় সর্বমোট কয়জন লোক আছে যারা পানির উপরে হাঁটতে পারে?'

মবিন সাহেব উত্তর দিলেন না। বোকা লোকদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে নেই। উত্তর দিতে গেলে ঝামেলায় পড়তে হবে। জয়নালও উত্তরের জন্যে চাপাচাপি করল না। মবিন সাহেবকে তাঁর বাড়ির গেট পর্যন্ত আগিয়ে দিল।

এতদিন ঠাণ্ডায় চলাফেরা করে জয়নালের কিছু হয়নি। গরম কোট পাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন দিনের মাথায় তার ঠাণ্ডা লেগে গেল। প্রথমে সর্দি-জ্বর, তারপর একেবারে শয্যাশায়ী। খবর পেয়ে মবিন সাহেব দেখতে গেলেন। খুপড়ি ঘরের এক কোনায় সে চটের ওপর পড়ে আছে। তার গায়ে কোট। কোট পেয়েই সে যে গায়ে দিয়েছে আর বোধহয় খুলেনি। অন্যপাশে হাপরের গনগনে আগুন। এরকম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পশুও থাকতে পারে না। মবিন সাহেব দুঃখিত গলায় বললেন, 'কেমন আছিস রে?'

জয়নাল হাসিমুখে বলল, 'খুব ভাল আছি স্যার।'

'এই বুঝি তোর ভাল থাকার নমুনা? গায়ে জ্বর আছে?'

'জে না।'

মবিন সাহেব জয়নালের কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠলেন, 'গা পুড়ে যাচ্ছে!'

'চিকিৎসা কি হচ্ছে?'

জয়নাল জবাব দিল না। তার মানে চিকিৎসা কিছু হচ্ছে না। অবস্থা যা তাতে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার। মবিন সাহেবের পক্ষে রোগী নিয়ে টানাটানি করাও সম্ভব না। তাঁর নিজের কাজকর্ম আছে।

'তোর আত্মীয়স্বজন এখানে কে আছে?'

'কেউ নাই স্যার।'

'খাওয়া-দাওয়া কে দিয়ে যাচ্ছে?'

'চায়ের দোকানের একটা ছেলে আছে, ইয়াকুব নাম, হে দেয়। বড় ভাল ছেলে। অন্তরে খুব মহব্বত।'

'ছেলেটাকে বলবি আমার সঙ্গে যেন দেখা করে।'

'জি আচ্ছা।'

'চিন্তা করিস না। তোর চিকিৎসার ব্যবস্থা আমি করব।'

জয়নালেরে চোখে পানি এসে গেল। মানুষ এত ভাল হয়! সে শার্টের হাতায় চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'স্যারের কাছে একটা আবদার ছেল।'

'বল কি আবদার?'

'ঐ গল্পটা যদি আরেকবার বলতেন। গল্পটা শোনার জন্য মন টানতাছে।'

'কোন গল্প?'

'পানির উপরে দিয়ে যে হাঁটতো।'

'ঐ গল্প তো শুনেছিস, আবার কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শুনতে মন চায়।'

'জ্বরে মরে যাচ্ছিস, গল্প শুনতে হবে না। বিশ্রাম কর। ঘুমুতে চেষ্টা কর।'

'জে আচ্ছা।'

মবিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন, জয়নাল বলল, 'স্যার, আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারার জন্যে পানির উপরে দিয়া হাঁটা কি আল্লাপাক নিষেধ কইরা দিছে?'

'নিষেধ-টিষেধ কিছু না। মানুষ পানির ওপর দিয়ে হাঁটতে পারে না, কিন্তু মাকড়সা পারে। আবার মানুষ উড়তে পারে না কিন্তু পাখি উড়তে পারে। একেক জনের জন্যে একেক ব্যবস্থা এই হলো ব্যাপার।'

জয়নাল চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে বলল, 'কিন্তু স্যার, কেউ কেউ পানির উপরে দিয়া হাঁটতে পারে।'

মবিন সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, 'না তো, মানুষ আবার পানির ওপর দিয়ে হাঁটবে কি! তাছাড়া তার দরকারইবা কি? মানুষের জন্যে নৌকা আছে। জাহাজ আছে।'

'তারপরও স্যার কেউ কেউ পানির উপরে হাঁটে। আপনে নিজেই বলছেন।

'আরে গাধা, আমি যা বলেছি সেটা হলো গল্প।'

জয়নাল বিছানায় উঠে বসল। উত্তেজিত গলায় বলল, 'গল্প না স্যার, ঘটনা সত্য। কোন কোন মানুষ পানির উপরে দিয়া হাঁটতে পারে। কিছু হয় না, খালি পায়ের পাতাটা ভিজে।

'চুপ করে ঘুমা তো, গাধা।'

জয়নাল কাতর গলায় বলল, 'হাত জোড় কইরা আপনেরে একটা কথা বলি স্যার। আমি নিজেই পানির উপর দিয়া হাঁটতে পারি। সত্যই পারি। এই কথা কোন দিন কেউরে বলি নাই, আইজ আপনেরে বললাম। স্যার, ঘটনাটা আপনেরে বলি?

মবিন সাহেব অনাগ্রহের সঙ্গে বললেন, 'আচ্ছা আজ থাক, আরেক দিন শুনব।'

'আমার খুব শখ বিষয়টা আপনেরে বলি। আপনে হইলেন জ্ঞানী মানুষ, আপনে বুঝবেন। বড়ই আচানক ঘটনা।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঘটনা আরেক দিন শুনব। আজ সময় নেই। রাতের ট্রেনে নেত্রকোনা যাব।'

'জি আচ্ছা, স্যার।'

মবিন সাহেব জয়নালের কথার কোন গুরুত্ব দিলেন না। প্রবল জ্বরে মাথা চড়ে গিয়েছে। আবোল-তাবোল বকছে। মবিন সাহেব বললেন, জয়নাল, আমি যাচ্ছি, চায়ের দোকানের ছেলেটা আসলে পাঠিয়ে দিস। রাত দশটার আগেই যেন আসে। দশটার সময় আমি চলে যাব।

'জি আচ্ছা, স্যার।'

চায়ের দোকানের কোন ছেলে মবিন সাহেবের কাছে এলো না। তিনি চলে গেলেন নেত্রকোনা। তিন দিন পার করে ফিরলেন। এসেই জয়নালের খোঁজ নিলেন। সে আগের জায়গায় নেই। জ্বর প্রবল হওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কামারশালার মালিক সতীশ বলল, 'অবস্থা সুবিধার না। শ্বাসকষ্ট হইতেছে।'

মবিন সাহেব বললেন, 'ডাক্তার কি বলছে, ওর হয়েছে কি?'

'নিওমোনিয়া। খুব খারাপ নিওমোনিয়া। ডাক্তার বলছে বাঁচে কিনা বাঁচে ঠিক নাই। তবে চিকিৎসা হইতেছে।'

'বলো কি!'

'স্যার, জয়নাল হইল গিয়া আফনের পাগলা কিসিমের মানুষ। শইলের কোন যত্ন নাই। আমার এইখানে আছে দশ বছর। এই দশ বছরে তারে গোসল করতে দেখি নাই। পানির বিষয়ে তার নাকি কি আছে। সে পানির ধারে কাছে যায় না।'

'যায় না কেন?'

'কিছু বলে না, খালি হাসে। তবে স্যার, পাগল কিসিমের লোক হইলেও মানুষ ভাল। ধরেন, আমার এইখানে পইড়া ছিল পেটে-ভাতে। ব্যবসাপাতি নাই, তারে কি দিমু কন। নিজেই চলতে পারি না। কিন্তু স্যার, এই নিয়া কোন দিন একটা কথা সে আমারে বলে নাই। আমারে না জানাইয়া সে মাঝে-মাঝে ইস্টিশনে কুলির কাম করতো। হেই পয়সা দিয়া হে কি করতো জানেন স্যার?'

'কি করতো?'

'দুনিয়ার যত কাউয়ারে পাঁউরুটি কিন্যা খাওয়াইতো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেন?'

'বললাম না স্যার, পাগল কিসিমের লোক। তয় মনটা পানির মতো পরিষ্কার।'

মবিন সাহেব তাকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন। বিছানায় মরার মতো পড়ে আছে। জ্বরে আচ্ছন্ন। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। বুক কামারের হাপরের মতোই ওঠানামা করছে। মবিন সাহেব বললেন, কেমন আছিস রে জয়নাল?

জয়নাল অনেক কষ্টে চোখ মেলে বলল, 'স্যার, ভাল আছি।'

'ভাল আছি বলছিস কোন আন্দাজে? তুই তো মরতে বসেছিস রে গাধা।'

জয়নাল থেমে থেমে বলল, 'আপনারে একটা ঘটনা বলব স্যার। ঘটনাটা না বললে মনটা শান্ত হইব না।

'কি ঘটনা?'

'পানির উপরে দিয়া হাঁটনের ঘটনা। আমি স্যার সাধু-সন্ত, পীর-ফকিরও না, কিন্তু আমি ...'

জয়নাল হাঁপাতে লাগল। তার কপাল দিয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়তে লাগল। মবিন সাহেব বললে, 'এখন বিশ্রাম কর্ তো। তোর ঘটনা সবই শুনব।'

'আপনে স্যার জ্ঞানী মানুষ, আপনে শুনলে বুঝবেন। যা বলব সবই সত্য। আমি জীবনে মিথ্যা বলি নাই। আমি স্যার পানির উপরে দিয়া হাঁটতে পারি। খালি পায়ের পাতা ভিজে আর কিচ্ছু হয় না। বিরাট রহস্য স্যার ...

'শুনব, তোর বিরাট রহস্য মন দিয়ে শুনব। এখন ঘুমুতে চেষ্টা কর। তোর শরীরের যে অবস্থা দেখছি ...'

'কুত্তাটার জন্যে মনটা টানে স্যার। পাও ভাঙা, নিজে যে হাঁইট্যা-চইড়া খাইব সেই উপায় নাই। কেউ দিলে খায়, না দিলে উপাস থাকে। বোবা প্রাণী, কাউরে বলতেও পারে না।'

'আচ্ছা, আমি কুকুরটার খোঁজ নিব।'

'আপনের অসীম মেহেরবানী।'

'তুই নাকি কাকদের পাঁউরুটি ছিঁড়ে খাওয়াস, এটা সত্যি নাকি?'

জয়নাল লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল। মবিন সাহেব বললেন, 'কাককে পাঁউরুটি খাওয়ানোর দরকার কি? ওদের তো আর খাবারের অভাব হয়নি। ওদের ডানাও ভাঙেনি।'

জয়নাল বিব্রত ভঙ্গিতে বলল– 'কাউয়ারে কেউ পছন্দ করে না। আদর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কইরা কাউয়ারে কেউ খাওন দেয় না। এই ভাইব্যা ...'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। তুই আর কথা বলিস না। শুয়ে থাক। আমি কাল এসে আবার খোঁজ নেব।'

'আপনের মতো দয়ার মানুষ আমি আর এই জীবনে দেখি নাই।'

জয়নালের চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল।

মবিন সাহেব পরদিন তাকে আবার দেখতে গেলেন। অবস্থা আগের চেয়ে অনেক খারাপ হয়েছে। চোখ লাল। বুক যেভাবে ওঠা-নামা করছে তাতে মনে হয় শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। রাতে ডাক্তাররা অক্সিজেন দেবার চেষ্টা করেছেন। তাতে তার খুব আপত্তি। কিছুতেই সে নাকের ওপর বাটি ধরবে না। আমি বললাম, কেমন আছিস রে জয়নাল?

জয়নাল ফ্যাঁসফ্যাঁস গলায় বলল, খুব ভাল আছি স্যার। খুব ভাল। ঘটনাটা বলব?

'কি ঘটনা?'

'পানির উপরে দিয়া হাঁটনের ঘটনা। স্যার কইল্যা যদি মইরা যাই তা হইলে একটা আফসোস থাকব। বলি- কাছে আইস্যা বসেন। আমি জোরে কথা বলতে পারতেছি না।'

মবিন সাহেব কাছে এসে বসলেন। জয়নাল ফিসফিস করে প্রায় অস্পষ্ট গলায় বলতে লাগল–

'ছোটবেলা থাইক্যা স্যার আমি পানি ভয় পাই। বেজায় ভয়। আমি কোন দিন পুসকুনিতে নামি নাই, নদীতে নামি নাই। একবার মামারবাড়ি গিয়েছি, মামার বাড়ি হলো সান্দিকোনা– বাড়ির কাছে নদী। খুব সুন্দর নদী। আমি সন্ধ্যাকালে নদীর পাড় দিয়া হাঁটাহাঁটি করি। একদিন হাঁটতেছি– হঠাৎ শুনি খচমচ শব্দ। নদীর ঐ পাড়ে একটা গরুর বাচ্চা পানিতে পড়ে গেছে। গরু-ছাগল এরা কিন্তু স্যার জন্ম থাইক্যা সাঁতার জানে। এরা পানিতে ডুবে না। কিন্তু দেখলাম, এই বাচ্চাটা পানিতে ডুইব্যা যাইতেছে। একবার ডুবে, একবার ভাসে। পায়ের মধ্যে দড়ি পেঁচাইয়া কিছু একটা হইছে। বাচ্চাটা এক একবার ভাইস্যা উঠে আমার দিকে চায়। আমারে ডাকে। তার ডাকের মধ্যে কি কষ্ট! আমার মাথা হঠাৎ আউলাইয়া গেল। আমি যে সাঁতার জানি না, পানি ভয় পাই কিছুই মনে রইল না– দিলাম দৌড়। এক দৌড়ে বাচ্চার কাছে গিয়া উপস্থিত। পানি থাইকা বাচ্চাটারে টাইন্যা তুইল্যা দেহি আমি নিজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পানির উপরে দাঁড়াইয়া আছি। আমি নদী পার হইছি হাঁইট্যা, আমার পায়ের পাতাটা খালি ভিজছে। আর কিচ্ছু ভিজে নাই– এখন স্যার আপনে আমারে বলেন বিষয় কি? ঘটনা কি?'

মবিন সাহেব বললেন, 'এরকম কি আরো ঘটেছে?'

'জে না, সেই প্রথম, সেই শেষ। আর কোন দিন আমি পানিতে নামি নাই। এখন আপনে যদি বলেন আরেকবার পানিতে নাইম্যা দেখব। তয় আমি তো সাধুও না– পীর-ফকিরও না...'

মবিন সাহেব বললেন, কে বলতে পারে তুই হয়তো খাঁটি সাধু– তুই নিজে তা জানিস না।'

জয়নাল কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি স্যার সাধারণ মানুষ। অতি সাধারণ, তয় স্যার, সাধু হইতে আমার ইচ্ছা করে। খুব ইচ্ছা করে।'

মবিন সাহেব বললেন, 'আর কথা বলিস না জয়নাল। তোর কষ্ট হচ্ছে, শুয়ে থাক।'

'আমার কুত্তাটারে পাইছিলেন?'

'খোঁজ করছি– এখনো পাইনি। পেলে ভাত খাইয়ে দেব। চিন্তা করিস না। রাতে এসে খোঁজ নিয়ে যাব।'

জয়নাল হাসল। তৃপ্তির হাসি, আনন্দের হাসি।

রাতে খোঁজ নিতে এসে মবিন সাহেব শুনলেন জয়নাল মারা গেছে। মবিন সাহেব অত্যন্ত মন খারাপ করে হাসপাতালের বারান্দায় এসে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন– রাজ্যের কাক বারান্দায় লাইন বেঁধে বসে আছে। তাদের চেয়ে একটু দূরে বসে আছে কোমরভাঙা কুকুর। কি ভাবে সে এতদূর এসেছে কে জানে?

মবিন সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। এই জগতে কত রহস্যই না আছে! কোন দিন কি এইসব রহস্য ভেদ হবে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাদের জন্য রূপকথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কানী ডাইনী

ডাইনীরা কতদিন বাঁচে তোমরা জানো?

জানো না, তাই না? কেউ কিন্তু জানে না।

কিছু কিছু ডাইনী অল্প বয়সে মরে যায়। আবার কিছু আছে সহজে মরে না। পাঁচশ', ছশ', এমনকি হাজার বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। তখন অবশ্যি তারা খুব কষ্টে পড়ে যায়। গায়ে জোর কমে যায়– হাঁটা-চলা করতে পারে না। চোখে ছানি পড়ে ভাল দেখতে পায় না। মন্ত্রতন্ত্র ভুলে যেতে শুরু করে। এক মন্ত্রের জায়গায় অন্য মন্ত্র বলে। আগের শব্দ বলা শেষ, পরেরটা বলে আগে, মন্ত্র কাজ করে না।

কটক পাহাড়ে এরকম একটি হাজার বছরের বুড়ি ডাইনী থাকত। তার একটামাত্র চোখ। তাই তার নাম কানী ডাইনী। বয়স খুব বেশি হয়ে যাওয়ায় কোনো মন্ত্রই এখন আর ঠিকমত বলতে পারে না। তার কষ্টের আর সীমা নেই।

একদিন তার গায়ে আক্রমণ করল তাল জ্বর। শরীর দুর্বল। এদিকে প্রচণ্ড খিদের যন্ত্রণায় চোখে আঁধার দেখছে, খাবারের কি ব্যবস্থা করবে বুঝতে পারছে না। হঠাৎ মনে হলো খাবার-দাবারের একটা মন্ত্র তো তার জানা আছে। এক নিঃশ্বাসে এই মন্ত্রটি বলে বুড়ো আঙুল আকাশের দিকে উঁচু করে কোনো খাবার চাইলেই খাবার চলে আসবে। এখন সমস্যা হয়েছে এক নিঃশ্বাসে বলা। আজকাল তার দম ফুরিয়ে গেছে। এক নিঃশ্বাসে কিছু বলতে পারে না। তবু সে বিছানায় উঠে বসল। চোখ বন্ধ করে এক নিঃশ্বাসে বলল,

"ইরকিম বিরকিম
নাগা খিরকিম
এলট বেলট ইলবিল ঝাঁ
পোলাও কোরমা এসে যা।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেই সে বুড়ো আঙুল উঁচু করল। কিছু হলো না। পোলাও-কোরমা এলো না। তার মানে মন্ত্র ভূল হয়েছে। আগের শব্দ পরে এসেছে, পরেরটা এসেছে আগে। হয়তো ইরকিম বিরকিম হবে না। হবে বিরকিম ইরকিম। এলট বেলটের জায়গায় হয়তো হবে বেলট এলট। বুড়ি আবার পড়ল–

"বিরকিম ইরকিম
নাগা খিরকিম
বেলট এলট ইলবিল ঝাঁ
পোলাও কোরমা এসে যা।"

তাতেও লাভ হলো না।

কানী ডাইনী কতভাবেই না চেষ্টা করল। ইলবিলের জায়গায় বলল খিলখিল, ঝাঁর জায়গায় খাঁ। কিছুতেই কিছু হয় না। বুড়ি শেষ পর্যন্ত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল।

এদিকে কি হয়েছে শোনো। কটক পাহাড়ের মিঠে মনপুকুর গ্রাম। সেই গ্রামের ছোট্ট একটা মেয়ের নাম হচ্ছে মৌ। মৌ খুব ভালো মেয়ে। তার একটাই দোষ– শুধু গল্প শুনতে চায়। ভাত খাবার সময় বলবে একটা গল্প বলো মা, গল্প না বললে ভাত খাব না। ঘুমুবার সময় বলবে-গল্প না বললে ঘুমুব না। পাঠশালায় যাবার সময় বলবে, গল্প না বললে পাঠশালায় যাব না। মৌ-এর বাবা-মা সবাই বিরক্ত। কত আর গল্প বলা যায়? শেষমেশ একদিন মৌ-এর বাবা রাগ করে বললেন, আর গল্প গল্প করলে চড় খাবি।

মৌ-এর খুব মন খারাপ হলো। দুপুরে সে রাগ করে বলল, আমি কিছু খাব না। মৌ-এর মা বললেন, এত সাধাসাধি করতে পারব না। না খেলে না খাবি।

মৌ ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

: কোথায় যাবি?

: কটক পাহাড়ে যাব।

: যেতে চাইলে যা। ওখানে থাকে কানী ডাইনী। মন্ত্র পড়ে তোকে যখন পাথর বানিয়ে ফেলবে, তখন মজা টের পাবি।

এই বলে মৌ-এর মা ঘরের কাজকর্ম করতে গেলেন আর মৌ করল কি সত্যি সত্যি বাড়ি থেকে বেরিয়ে কটক পাহাড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করল। নদীর ধার দিয়ে সুন্দর পায়ে চলার পথ। সে হাঁটছে তো হাঁটছেই পথ আর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুরায় না। অচেনা লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়। তারা অবাক হয়ে বলে, এই মেয়ে যাচ্ছ কোথায়?

: কটক পাহাড়ে।

: বলো কি! তুমি এইটুকু মেয়ে, একা যাচ্ছ কটক পাহাড়ে?

: হ্যাঁ যাচ্ছি। গেলে কী হয়?

: ঐ পাহাড়ে থাকে কানী ডাইনী। ভীষণ পাজি।

: আমি ঐ ডাইনীর কাছেই যাচ্ছি।

: কি সর্বনাশের কথা। এই মেয়ে, থাম।

মৌ থামে না, হাঁটতে থাকে। সবাই ভাবে কিছুদূর গিয়েই ফিরে আসবে। বাচ্চা মেয়ে, ও কি আর সত্যি সত্যি কটক পাহাড়ে যাবে!

মৌ কিন্তু থামে না। সন্ধ্যার আগে আগে পৌঁছে যায় কটক পাহাড়ের নিচে! কী সুন্দর পাহাড়! কত রকম ফলের গাছ। থেকে টসটস করছে রকমারি ফল। ডাইনীর ভয়ে কেউ এদিকে আসে না। গাছের ফল গাছেই পেকে ঝরে পড়ে। কাক এবং বাদুড়ে খায়।

ফুলেরইবা বাহার কত! লাল ফুল, নীল ফুল, হলুদ ফুল। পাহাড় আলো হয়ে আছে। কিছুদূর পরপর পাহাড়ি ঝরনা। পরিষ্কার টলটলে পানি। ভারি মিষ্টি। এমন একটা চমৎকার জায়গা ডাইনীর ভয়ে কেউ আসে না ভেবেই মৌ-এর মন খারাপ হয়ে গেল। সে ঠিক করল এরপর থেকে সে রোজ এখানে আসবে। কোঁচড় ভর্তি করে ফল পাড়বে। ফেলে-ছড়িয়ে খাবে। কিছু বাড়িতে নিয়ে যাবে। সবাই যখন বলবে– এসব কোথায় পেলি? সে কিছু বলবে না, মুখ টিপে হাসবে। গাঁয়ের সব ছেলেমেয়েরা তাকে ধরবে– আমায় নিয়ে চল না মৌ। একবারটি নিয়ে চল না। মৌ তাদের আনবে না।

পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো। সূর্য অসম্ভব লাল হয়ে ডুবি ডুবি করতে লাগল। আলো গেল কমে। আর ঠিক তখন মৌ শুনল কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মৌ-এর বুক ধক করে উঠল। মৌ বলল, কে, কে? কেউ জবাব দিল না। কিন্তু কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মৌ দেখল পাহাড়ের ঠিক চূড়োয় দু'টা ছাতিম গাছ। তার নিচে ভাঙা কুঁড়েঘর। কান্নার শব্দ ওখান থেকেই আসছে। মৌ পা টিপে টিপে এগোল।

কুঁড়েঘরের দরজা খোলা। বিছানায় পা ছড়িয়ে ফোকলা দাঁতে এক বুড়ি হাপুস নয়নে কাঁদছে। মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, তখন তার মাথায় সাদা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুল ঘূর্ণির মতো তৈরি করছে, সুন্দর লাগছে দেখতে। ঘরের ভেতরে রাজ্যের ময়লা। ঠিক মাঝখানে বিশাল এক পিতলের কড়াই। চারদিকে হাঁড়িকুড়ি। একটা কাচের জগে থিকথিক করছে কালো একটা জিনিস। বিশ্রী গন্ধ আসছে সেখান থেকে।

মৌ বলল, কাঁদছ কেন বুড়ি মা?

ওম্নি ডাইনীর কান্না থেমে গেল। সে চোখ পিটপিট করে তাকাতে লাগল। মনে মনে বলল কি রকম মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ আসছে মেয়েটার গা থেকে। নিশ্চয়ই মানুষের মেয়ে। এরকম মিষ্টি গন্ধ মানুষের গায়েই থাকে। যখন এরকম গন্ধ পাওয়া যায় তখন একটা ছড়া বলতে হয়। সেই ছড়ার প্রথম লাইনটা তার কিছুতেই মনে পড়ছে না। শুধু শেষ লাইনটা মনে আসছে। কানী ডাইনী শেষ লাইনটা বলল, "মানুষের গন্ধ পাঁউ।"

মৌ অবাক হয়ে বলল, মানুষের গন্ধ পাঁউ আবার কি?

: তোর গায়ে মানুষের গন্ধ।

: আমি মানুষ, তাই আমার গায়ে মানুষের গন্ধ। তুমি আমাকে তুই তুই করে বলছ কেন?

: সেই দিনের পুঁচকি মেয়েকে আপনি করে বলতে হবে?

: বেশ তো, তুমি করে বলো। কাঁদছিলে কেন?

: ইচ্ছে হয়েছে কেঁদেছি। তোর তাতে কি?

: ওমা! আবার তুই করে বলছ? ছিঃ!

: ছিঃ ছিঃ করবি না। তুই করে বলা আমার অভ্যেস।

: তাই বুঝি? তা কাঁদছিলে কেন? কাঁদাও বুঝি তোমার অভ্যেস?

: কাঁদছি খিদের যন্ত্রণায়! তোর কোঁচড়ে কি? পাকা পেয়ারা! দে তো খেয়ে দেখি।

মৌ পেয়ারা দিল। একটা আপেল ছিল, তাও দিল। কানী ডাইনীর দাঁত নেই, খুব কষ্ট হলো খেতে। তবু খাবার পর বড় ভালো লাগল। হাসিমুখে বলল, এই মেয়ে তোর নাম কি?

: মৌ!

: মৌ! ওয়াক থু। মৌ আবার কেমন নাম? শুনেই বমি এসে যাচ্ছে। তোর বাপ-মা আর নাম পেল না। তোর নাম নাকেশ্বরী রাখলেই হতো। তোর কেমন লম্বা নাক। হি হি হি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৌ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, ঠাট্টা করছ কেন?

: ঠাট্টা করছি, বেশ করছি। তোর নাম দিলাম কোদালমুখী। তোর মুখটা কোদালের মতো, এই জন্য কোদালমুখী নাম। হি হি হি।

: আর তোমার মুখটা হচ্ছে ডাইনীর মতো।

কানী ডাইনী খসখসে গলায় বলল, আমার মুখ ডাইনীর মতো হবে না তো কিসের মতো হবে? মানুষের মতো হবে? ডাইনীর মুখ হয় ডাইনীর মতো।

: তুমি কি ডাইনী নাকি?

: ডাইনী না তো কি? এক্ষুনি এমন মন্ত্র বলব যে পাথর হয়ে যাবি।

: পাথর বানানোর মন্ত্র জানো?

: জানব না মানে! একশ' বার জানি। এখন ভুলে গেছি।

: ভুলে গেছ?

: হুঁ। সব মন্ত্র ভুলে গেছি। একটা মন্ত্র শুধু জানি।

: কোনটা জানো?

: ঘর ঝাঁট দেয়ার মন্ত্র। বলব?

: বলো।

: মনে মনে বলতে হবে। যদি করে বললে তুই শিখে ফেলবি। মন্ত্র শেখাতে নেই। এই বলে কানী ডাইনী বিড়বিড় করে কি এক মন্ত্র পড়ল। ওমনি ঘরের কোনের ঝাঁটাটা আপনাআপনি নড়াচড়া শুরু করল। কি সুন্দর হেলেদুলে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। মৌ মুগ্ধ হয়ে গেল।

: বুড়ি মা, তুমি আর কি মন্ত্র জানো?

: সব জানতাম। আকাশে ওড়ার মন্ত্র, বৃষ্টি নামাবার মন্ত্র, ভয় দেখানোর মন্ত্র– এখন সব ভুলে গেছি।

: লিখে রাখো নি কেন? লিখে রাখলে তো আর ভুলতে না।

: লিখব কি করে! আমি কি লেখাপড়া জানি! এই মেয়ে নাকেশ্বরী, তুই আমাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খাওয়াবি? তেষ্টা পেয়েছে।

: নাকেশ্বরী ডাকলে পানি এনে দেব না।

: তাহলে কি ডাকব? কোদালমুখী? পেতকি দন্তী? কুঁৎ কুঁৎ চোখী?

: ছিঃ বুড়ি মা ছিঃ! বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে কেউ এরকম করে? আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে পানিও এনে দেব না। কিছু করব না। আমি এখন বাসায় যাব। সন্ধ্যা হয়ে গেছে দেখছ না? মা বকবে।

: তুই যেতে পারবি না। মন্ত্র পড়ে তোকে পাথর বানিয়ে দেব।

: মন্ত্র তোমার মনেও নেই।

কানী ডাইনী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। মন্ত্র তার সত্যি সত্যি মনে নেই। মৌ বলল, একটা কাজ যদি তুমি করো তাহলে পানি এনে দেব।

: কি কাজ?

: একটা গল্প বলো।

: কিসের গল্প?

: ডাইনীর গল্প।

কানী ডাইনী সঙ্গে সঙ্গে গল্প শুরু করল। কি সুন্দর গল্প। একটা দুষ্ট ডাইনী কি করে এক রাজকন্যাকে টিয়ে পাখি বানিয়ে রাখল। আর অন্য দেশের এক রাজপুত্রকে বানাল 'হুতুম'। তার গল্পে শেষমেশ দু'জনেই মানুষ হয়ে গেল। আর মহাধুমধামে তাদের বিয়ে হলো। এত সুন্দর গল্প। আর কানী ডাইনীটা কী চমৎকার করেই না গল্পটা বলেছে। মৌ মুগ্ধ হয়ে বলল, তুমি এত সুন্দর গল্প জানো?

কানী ডাইনী কড়া গলায় বলল, গল্প কোথায় রে, সত্যি কথা বললাম। আমি তো রাজকন্যাকে টিয়া বানিয়েছিলাম। টিয়া বানানো খুব সোজা। পাখিমন্ত্র বলে পানির ছিটা দিতে হয়।

মৌ কানী ডাইনীকে পানি এনে খাওয়াল। গল্পটা তার এত পছন্দ হলো যে শেষ পর্যন্ত সে বলেই ফেলল– বুড়ি মা তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

: কোথায়?

: আমাদের গাঁয়ে। আমাদের বাড়িতে থাকবে।

: আরে, এই নাকেশ্বরী বলে কি। তোদের বাড়ি গিয়ে আমি করব কি?

: তোমাকে কিছু করতে হবে না। শুধু সন্ধ্যাবেলা আমাদের গল্প শোনাবে। আর আমরা সব ছেলেমেয়েরা তোমার কত যত্ন করব। চুলে বিলি দিয়ে দেব। আঙুল মটকাব। পিঠ চুলকে দেব। আর যখন যা খেতে চাইবে খাওয়াব।

: সত্যি বলছিস!

: সত্যি না তো কি! এক সত্যি, দুই সত্যি, তিন সত্যি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: গাঁয়ের মানুষরা আমাকে ধরে মারবে না তো?

: মারবে কেন শুধু শুধু!

কানী বুড়ি অনেকক্ষণ চিন্তা করল। মন্ত্রটন্ত্র ভুলে এমন অবস্থা হয়েছে যে এখানে থাকলে না খেয়ে মরতে হবে। তারচে' মেয়েটার সঙ্গে চলে যাওয়া অনেক ভালো। কানী ডাইনী লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

এদিকে মৌদের বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এখনো মৌ ফিরছে না। গাঁয়ের সবার মুখ কালো। সবার ধারণা মৌ ডাইনীর খপ্পরে পড়েছে। গাঁয়ের মানুষ কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। কটক পাহাড়ে যাওয়া দরকার, কিন্তু সাহসে কুলোচ্ছে না।

এরকম যখন অবস্থা তখন দেখা গেল মৌ ফিরছে। তার পেছনে পেছনে লাঠি ঠুকঠুক করে আসছে কানী ডাইনী।

সেই থেকেই কানী ডাইনী তাদের বাড়িতে থাকে। সন্ধ্যা হতেই রাজ্যের ছেলেপুলে জড়ো হয়। কানী ডাইনী কত মজার মজার গল্প করে। কিছু কিছু গল্প খুব ভয়ের। কিন্তু তাদের মোটেও ভয় লাগে না। একটা গল্প শেষ হতেই বাচ্চারা চেঁচায় আরেকটা বলো, আরেকটা বলো।

কানী ডাইনী বিরক্ত হয়ে বলে, চেঁচাবি না তো। এরকম চেঁচালে মন্ত্র পড়ে পাথর বানিয়ে দেব।

বাচ্চারা খিলখিল করে হাসে। কানী ডাইনীকে তারা মোটেও ভয় পায় না। খুব ভালোবাসে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রানী কলাবতী

এক দেশে এক রাজা ছিলেন।

রাজা থাকলেই রানী থাকতে হয়। তাও একজন নয় দু'জন। একজন ভালো, একজন মন্দ। সুয়োরানী ও দুয়োরানী। কিন্তু আমাদের এই রাজার ছিল একটি রানী। তাঁর চুল ছিল কালবোশেখির মেঘের মতো। চোখ ছিল নীলকান্তমণির মতো। গায়ের রঙ ছিল হলুদ কলাবতী ফুলের মতো। তাই তাঁর নাম কলাবতী কন্যা। রাজা তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। আদর করে ডাকতেন কলাবতী-কেশবতী-মায়াবতী রানী।

তাঁরা দু'জন খুব সুখেই ছিলেন। রাজার খুব গানের শখ। তিনি থাকতেন গানবাজনা নিয়ে। দেশ-বিদেশ থেকে বড় বড় সব গাইয়েরা থাকত তাঁর চারপাশে। কারো গলা বাঁশির মতো মিষ্টি, কারো গলা ঢোলকের শব্দের মতো ভারী। তাঁদের কাজ ছিল সারাদিন রাজাকে গান শোনানো। কেউ গাইতেন সূর্য ওঠার আগে আগে, কেউ দুপুরে, কেউ সন্ধ্যায়, আবার কেউ কেউ গভীর রাতে- যখন চারদিক চুপচাপ শুনশান। রাজা চোখ বন্ধ করে গান শুনতেন। আনন্দে অনেকবার তাঁর কান্না পেয়ে যেত। খুব যখন তার ভালো লাগত, তিনি ভেজা গলায় বলতেন– মধু! মধু! বড় আনন্দে সময় কাটছিল রাজার। তাঁর সুখের কোনো সীমা ছিল না।

রানীর সময়ও বড় আনন্দে কাটছিল। তাঁরও সুখের সীমা ছিল না। রানীর ছিল সাজবার শখ। সাজগোজ করতে করতেই তাঁর দিন কাটত। সেই সাজেরও কত কায়দা। খুব ভোরে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজবাড়ির মালীরা নিয়ে আসত এক হাজার একটা টাটকা জলপদ্ম। সেই পদ্ম বেটে তৈরি হতো পদ্মমাখন। সাতজন দাসী সেই পদ্মমাখন মাখিয়ে দিত রানীর গায়ে। পদ্মমাখন মেখে রানী গা ধুতেন কালো গাইয়ের টাটকা দুধে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রজাপতির পাখা থেকে রঙ এনে সেই রঙ মাখা হতো রানীর গালে। নীলকান্তমণি গুঁড়ো করে সেই নীল গুঁড়ো দেয়া হতো রানীর চোখের পাতায়। ঠোঁটে দেয়া হতো রক্তচন্দনের লাল রঙ। সাজ শেষ হতে সন্ধ্যা হয়ে যেত। রানী তখন চুল বেঁধে, নীলাম্বরী শাড়ি পরে দাসীকে বলতেন, তোমাদের রাজাকে ডেকে নিয়ে এসো। খবর পেয়েই ছুটে আসতেন রাজা। রানী বলতেন, আজ আমাকে কেমন দেখাচ্ছে? রাজা হেসে বলতেন– মধু! মধু!

রানী আনন্দে হেসে ফেলতেন। তারপর ডাকতেন রাজপুরীর শত দাসীদের। হাসিমুখে বলতেন আজ আমাকে কেমন দেখাচ্ছে? ওরা সবাই একসঙ্গে বলত– খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

: আমার মতো রূপবতী কাউকে কি তোমরা এর আগে দেখেছ?

: আমরা দেখি নি।

: তোমরা সত্যি বলছ তো?

: সত্যি সত্যি সত্যি।

একসময় সন্ধ্যা মিলাত। একটি দুটি করে তারা ফুটত আকাশে। রানী কলাবতী একা একা হাঁটতে শুরু করতেন নীলপুকুরের দিকে। নীলপুকুর রাজবাড়ি থেকে একটু দূরে। সেই পুকুরের পানি ঘন নীল। কাচের মতো স্বচ্ছ। সেই পানিতে কখনো ঢেউ ওঠে না। রানী কলাবতী ছাড়া আর কেউ নামে না সেই পানিতে। নিষেধ আছে।

প্রতি সন্ধ্যায় নীলপুকুরে যান শুধু রানী। শ্বেতপাথরের বাঁধানো ঘাটে খানিকক্ষণ বসে থাকেন। চারদিক কি অদ্ভুত নীরব। তাঁর কেন জানি মন কেমন করে। তিনি ছোট নিঃশ্বাস ফেলে একসময় এগিয়ে যান পুকুরের জলের কাছে। নীল জলে রানীর মুখের ছবি ভেসে ওঠে। কি অপূর্ব একটি মুখ। রানী মুগ্ধ হয়ে নিজেকে দেখেন এবং ফিসফিস করে বলেন–

আমি এক রূপবতী
কেশবতী মায়াবতী
কলাবতী কন্যা আমার নাম।
আমায় দেখে লজ্জা পায়
ফুলগুলি সব মুখ লুকায়
আমার মতো কে আছে কোথায়?

তারপর রানী কি করেন? পুকুরের পানিতে পা ডুবিয়ে অনেকক্ষণ বসে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকেন। একসময় চারদিক গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে যায়। পুকুরের চারপাশের বকুল গাছে লক্ষ লক্ষ জোনাকি জ্বলতে থাকে এবং নিভতে থাকে। রানী তখন জলে গা ভাসিয়ে দেন। মনের আনন্দে সাঁতার কাটেন। পানি ছিটিয়ে ছিটিয়ে নিজের মনেই খেলা করেন।

একদিন হয়েছে কি, সেজেগুজে রানী গিয়েছেন নীলপুকুরে। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। শ্বেতপাথরের ঘাটে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশে চাঁদ উঠল। রুপোর থালার মতো কি বিশাল একটা চাঁদ। কি তার জোছনা। যেন লক্ষ লক্ষ আলোর ফুল আকাশ থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে। নীলপুকুরের স্থির জলে চাঁদের ছায়া। কি অদ্ভুত দৃশ্য!

রানী রোজকার মতো জলে উঁকি দিলেন। তাঁর মুখের ছায়া যেখানে গড়েছে, তার পাশেই চাঁদের প্রতিবিম্ব। চিকচিক-ঝিকমিক করছে। রানী সেদিকে তাকিয়ে বললেন, মাগো, চাঁদটা কি কুৎসিত! তার গায়ে কি সব বিচ্ছিরি দাগ। এগুলিকেই বোধ হয় চাঁদের কলঙ্ক বলে। এই বিশ্রী দাগ নিয়ে চাঁদ মানুষকে মুখ দেখায় কি করে? আমি হলে জলে ডুবে মরতাম।

চাঁদ রানীর কথা শুনল। তার খুব মন খারাপ হলো। রানী আবার বললেন, দাগওয়ালা এই নোংরা চাঁদটা পানিতে। আমি এখন কি করে পানিতে নামি?

রানীর এই কথায় চাঁদের চোখে জল এলো। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল,

মেঘ ভাই মেঘ ভাই
মনে বড় কষ্ট পাই।

ওম্নি বিশাল একটা মেঘ এসে চাঁদকে জড়িয়ে ধরল। চাঁদ ঢাকা পড়ল মেঘের আড়ালে। রানী বললেন, বাঁচলাম। মেঘ এখন যদি সরে যায় তাহলে বড্ড ঝামেলা হবে। কলঙ্ক ধরা চাঁদটা আবার দেখা যাবে।

এই কথায় চাঁদ সত্যি সতি কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল,

বাতাস ভাই বাতাস ভাই
মনে বড় কষ্ট পাই।

ওম্নি দমকা একটা বাতাস এসে মেঘে ঢাকা চাঁদকে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। রানী বললেন, আপদ বিদেয় হয়েছে– ভালো হয়েছে। এই বলে তিনি জলে নামলেন। মনের আনন্দে অনেকক্ষণ সাঁতার কাটলেন। গুনগুন করে গান গাইলেন। পানি ছুঁড়ে ছুঁড়ে নিজের মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেলা করলেন। মাঝপুকুর থেকে পদ্মফুল তুলে এনে খোঁপায় গুঁজলেন। তারপর ফিরে এলেন রাজপুরীতে।

রাজপুরীতে পা দিয়েই তিনি একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলেন। যার সঙ্গে দেখা হয় সেই যেন কেমন করে তাকিয়ে থাকে। চোখে চোখ পড়লে চোখ ফিরিয়ে নেয়। দাসীরা এ চায় ওর দিকে, ও চায় এর দিকে। রানী বললেন, কি হয়েছে? এই, তোরা এ রকম করছিস কেন?

কেউ জবাব দেয় না। রানী চিন্তিতমুখে নিজের মহলে ঢুকলেন। ভেজা কাপড় ছাড়লেন। চুল শুকোলেন। সোনার কাঁকন হাতে বসলেন আয়নার সামনে। আয়নায় চোখ পড়তেই তাঁর বুক কেঁপে উঠল। কাকে তিনি দেখছেন আয়নায়! এ কে এই ছবি কি তাঁর? সমস্ত মুখে চাঁদের কলঙ্কের মতো কুৎসিত কালো কালো দাগ। রানী সোনার চিরুনি ছুঁড়ে ফেলে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন।

রাজা তখন রাজদরবারে। পশ্চিম দেশের এক বড় ওস্তাদ গাইছেন– ভীমপলশ্রী। অপূর্ব সুরধ্বনিতে চারদিক মুখরিত। রাজা বললেন, মধু! মধু! ঠিক তখন রাজপুরীর দাসী এসে নকিবের কানে কানে কি যেন বলল। নকিব এসে ফিসফিস করে বলল কোটালকে। কোটাল বলল সেনাপতিকে। সেনাপতি সেই কথা তুলে দিল প্রধানমন্ত্রীর কানে। প্রধানমন্ত্রী তুলল রাজার কানে। ফিসফিস করে বলল, মহারাজ!

রাজা বিরক্ত হয়ে তাকালেন। মন্ত্রী আমতা আমতা করে বললেন, আপনাকে একটু অন্দরমহলে যেতে হয়।

: কেন?

: রানী কলাবতী কেমন জানি করছেন।

: কি করছেন?

: খুব কাঁদছেন।

: রানী কলাবতী কাঁদছেন? বলছ কি তুমি!

রাজা গানের আসর ভেঙে ছুটে গেলেন রানীমহলে। রানীমহল অন্ধকার। দীপ জ্বলে নি। শুধু একটি পিলসুজ মিটিমিটি করে জ্বলছে রানীর ঘরে। রাজা ঢুকতে গেলেন রানীমহলে, ঢুকতে পারলেন না। চারজন দাসী দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। তারা ঠাণ্ডা গলায় বলল, ভেতরে ঢুকতে নিষেধ আছে, মহারাজ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: কার নিষেধ?

: রানীমার নিষেধ।

রাজা ওদের ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন। রানী কলাবতী দু'হাতে মুখ ঢেকে মূর্তির মতো বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে বসে আছে পঞ্চাশজন দাসী। দাসীদের মুখে কোনো কথা নেই। তাদের চোখ ছলছল করছে। রাজা কাতর গলায় বললেন, রানী কলাবতী কি হয়েছে তোমার?

রানী জবাব না দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলেন।

: রানী, কি হয়েছে তুমি আমাকে বলো।

রানী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার সারা মুখ কুৎসিত কালো কালো দাগে ভরে গেছে।

: সে কি।

: কিছুতেই এই দাগ উঠছে না। ঘেন্নায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। আপনি আমায় বিষ এনে দিন। আমি বিষ খেয়ে মরব।

: তোমার হাত সরাও রানী। দেখি কেমন দাগ।

: না না না। আমার এই নোংরা মুখ আমি কাউকে দেখাব না। রানী চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। দাসীরাও কাঁদতে শুরু করল। রাজা চিন্তিত মুখে দরবারে ফিরে এলেন। পাশের দেশের গায়ক তখনো ভীমপলশ্রী গাইছেন। সুরের বান ডেকেছে। কিন্তু সেই সুর রাজার কানে অসহ্য শোনাল। রাজা মুখ বিকৃত করে বললেন—এই গাধাটা এখনো চেঁচাচ্ছে কেন? থামতে বলো।

সেনাপতি গায়কের মাথায় প্রচণ্ড চাঁটি দিয়ে গায়ককে থামিয়ে দিল। বেচারা ফ্যালফ্যাল করে রাজার দিকে তাকিয়ে রইল। তার গান রাজা এত পছন্দ করেন, কিন্তু আজ এই অবস্থা কেন?

রাজা রাগী গলায় বললেন, মন্ত্রী, সেনাপতি এবং কোটাল– এই তিনজন ছাড়া সব বিদেয় হও। দেখতে দেখতে দরবার খালি হয়ে গেল। রাজা বললেন, রাজবৈদ্যকে নিয়ে এসো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজবৈদ্য রাজাকে কুর্নিশ করে দাঁড়ালেন। তাঁর বয়স আশি। লাঠিতে ভর না দিয়ে তিনি দাঁড়াতে পারেন না। চোখে ভালো দেখতে পান না। কানেও তেমন শুনতে পান না। কিন্তু তাঁর রাজ্যজোড়া নাম। হেন অসুখ নেই যার অষুধ তিনি জানেন না। লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা তাঁর বাৎসরিক বেতন। রাজা বললেন, মহাজ্ঞানী রাজবৈদ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: বলুন, মহারাজ।

: রানী কলাবতীর মুখে কালো কালো দাগ। এই দাগ কিছুতেই যাচ্ছে না। রানী কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছেন। আপনি কি এই দাগ দূর করতে পারেন?

: অবশ্যই পারি। দাগ বিমোচন মলম একবার ব্যবহার করলেই দাগ দূর হবে।

: মলম কি আপনার কাছে আছে?

: না নেই। তৈরি করতে হবে।

: বেশ, তৈরি করুন।

: দাগ বিমোচন মলম তৈরিতে তিনটি জিনিস লাগে মহারাজ। আপনি ঐ তিনটি জিনিস এনে দিন, আমি মলম তৈরি করে দিচ্ছি।

: জিনিসগুলির নাম বলুন, আমি আনবার ব্যবস্থা করছি।

: প্রথমে যে জিনিসটি লাগবে তা হচ্ছে– বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি।

রাজা অবাক হয়ে বললেন, 'বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি কি বলছেন এসব! কোথায় পাওয়া যায়?

: তা তো মহারাজ বলতে পারব না।

রাজা তাকালেন কোটালের দিকে। ওম্নি কোটাল রাজাকে কুর্নিশ করে বেরিয়ে পড়ল। সে আনবে বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি।

রাজা বললেন, আর কি লাগবে রাজবৈদ্য?

: আর লাগবে শেয়ালের ডান শিং।

: শেয়ালের ডান শিং! শেয়ালের শিং হয় তাই তো জানতাম না।

: এদেশে হয় না. কিন্তু কোনো এক দেশে নিশ্চয়ই হয়। না হলে শেয়ালের শিংয়ের কথা চিকিৎসাবিদ্যার বইয়ে লেখা থাকবে কেন?

রাজা তাকালেন সেনাপতির দিকে। ওম্নি সেনাপতি রাজাকে কুর্নিশ করে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন শেয়ালের শিং-এর সন্ধানে।

: রাজবৈদ্য, তোমার আর কি লাগবে?

: আর একটি মাত্র জিনিস লাগবে মহারাজ– নেই দেশের নেই গাছের নেই রঙের ফুল।

: সে আবার কি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: তা তো বলতে পারব না মহারাজ। আমি নিজে কখনো দেখি নি। পুঁথিপত্রে পড়েছি। এই জিনিস ছাড়া দাগ-বিমোচন মলম তৈরি অসম্ভব।

রাজা তাকালেন মন্ত্রীর দিকে। মন্ত্রী উল্কার বেগে বেরিয়ে পড়লেন।

যায় যায় যায়
দিন যায়
মাস যায়
বছর যায়।

মন্ত্রী, সেনাপতি, কোটাল কেউ ফেরে না। রাজার মনে শান্তি নেই। প্রজাদের মনেও শান্তি নেই। আনন্দ উৎসব রাজা এখন আর সহ্য করতে পারেন না। গান শুনলে রাগে দাঁত কিড়মিড় করেন। দক্ষিণ দেশের এক গায়ক একদিন মনের ভুলে ভৈরবীতে টান দিয়েছিলেন। শুনতে পেয়ে রাজা মুখ কুঁচকে বললেন– চেঁচাচ্ছে কে?

নগর-গুপ্তচর ফিসফিস করে বলল, দক্ষিণ দেশের বিখ্যাত গায়ক– সুর-সাগর, সুর-সম্রাট, সুর-প্রাণ মহামহিম...

গুপ্তচরের কথা শেষ হবার আগেই রাজা বললেন, গাধাটার চেঁচানো বন্ধ করো। আর ওর মাথা কামিয়ে ওকে দেশ থেকে বের করে দাও। সবাইকে বলে এসো কেউ যেন আর উচ্চস্বরে করে আমাকে বিরক্ত না করে। অসহ্য, অসহ্য।

গায়ক ও বাদকের দল মুখ কালো করে রাজ্য ছেড়ে চলে গেল।

রাজ্যের লোক হাসতেও ভুলে গেল। কারণ রাজা এখন হাসিও সহ্য করতে পারেন না। কেউ হাসলেই চেঁচিয়ে বলেন, এমন বিশ্রী করে কে হাসছে? ওর মাথাটা কামিয়ে সেই মাথায় পচা গোবর ঢেলে দাও। রাজ্যের লোক ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়। রাজা চিন্তিত মুখে শুধু বাগানে হাঁটেন। মাঝে মাঝে রানীমহলে গিয়ে কাতর গলায় বলেন, এসো রানী, বাগানে এসো। দেখে যাও কত চমৎকার ফুল ফুটেছে।

রানী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলেন, আমি কিচ্ছু দেখব না। এই কলঙ্কভরা মুখ আমি কাউকে দেখাব না। যতদিন না আমার মুখের কুৎসিত দাগ দূর হচ্ছে ততদিন আমি ঘর থেকে বেরুব না। খাব না–বাতি জ্বালব না।

রাজা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন আর বাগানে হাঁটেন।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায় যায় যায়
দিন যায়
মাস যায়
বছর যায়

দ্বিতীয় বছরের শুরুতে কোটাল ফিরে এলো। তার মুখ মলিন, পোশাক ছেঁড়া। শরীর শুকিয়ে দড়ি দড়ি। রাজা বললেন, পেয়েছ বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি?

কোটাল শুকনো গলায় বলল, জি না।

: বলো কি তুমি!

: আমি বহু ঘুরেছি মহারাজ। দেশ থেকে দেশান্তরে গেছি। বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি পাই নাই। ও জিনিস হয় না মহারাজ, তবে...

: তবে কি?

: আমি এক জ্ঞানী পাথরের দেখা পেয়েছি।

: জ্ঞানী পাথর?

: হ্যাঁ, জ্ঞানী পাথর। পাথর হয়েও সে মানুষের মতো কথা বলে। সবাইকে জ্ঞানের কথা শোনায়।

: কি বলল সেই জ্ঞানী পাথর?

: বলল, রানী কলাবতীর মধ্যে আছে তিনটি দাগ। যেদিন তাঁর মনে হবে তাঁর চেয়েও সুন্দর কিছু পৃথিবীতে আছে, সেদিন একটি দাগ মুছে যাবে।

রাজা বিরক্ত হয়ে বললেন, রানীর চেয়ে রূপবতী কেউ নেই, শুধু শুধু তাঁর এরকম অদ্ভুত কথা মনে হবে কেন?

সভাসদরা বলল, একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন মহারাজ। আমাদের এই কোটাল কোনো কাজের নয়। একে দেশ থেকে বের করে দিন।

রাজা তাই করলেন। তারও অনেক দিন পরে এলো সেনাপতি। রাজা বললেন, খালি হাতে এসেছ, না শেয়ালের শিং এনেছ?

সেনাপতি আমতা আমতা করে বলল, খালি হাতি এসেছি।

: কেন?

: শেয়ালের শিং হয় না মহারাজ। পৃথিবীর কেউ শেয়ালের শিং-এর কথা শোনে নি। তবে মহারাজ, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে এক জ্ঞান বৃক্ষের।

: কার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

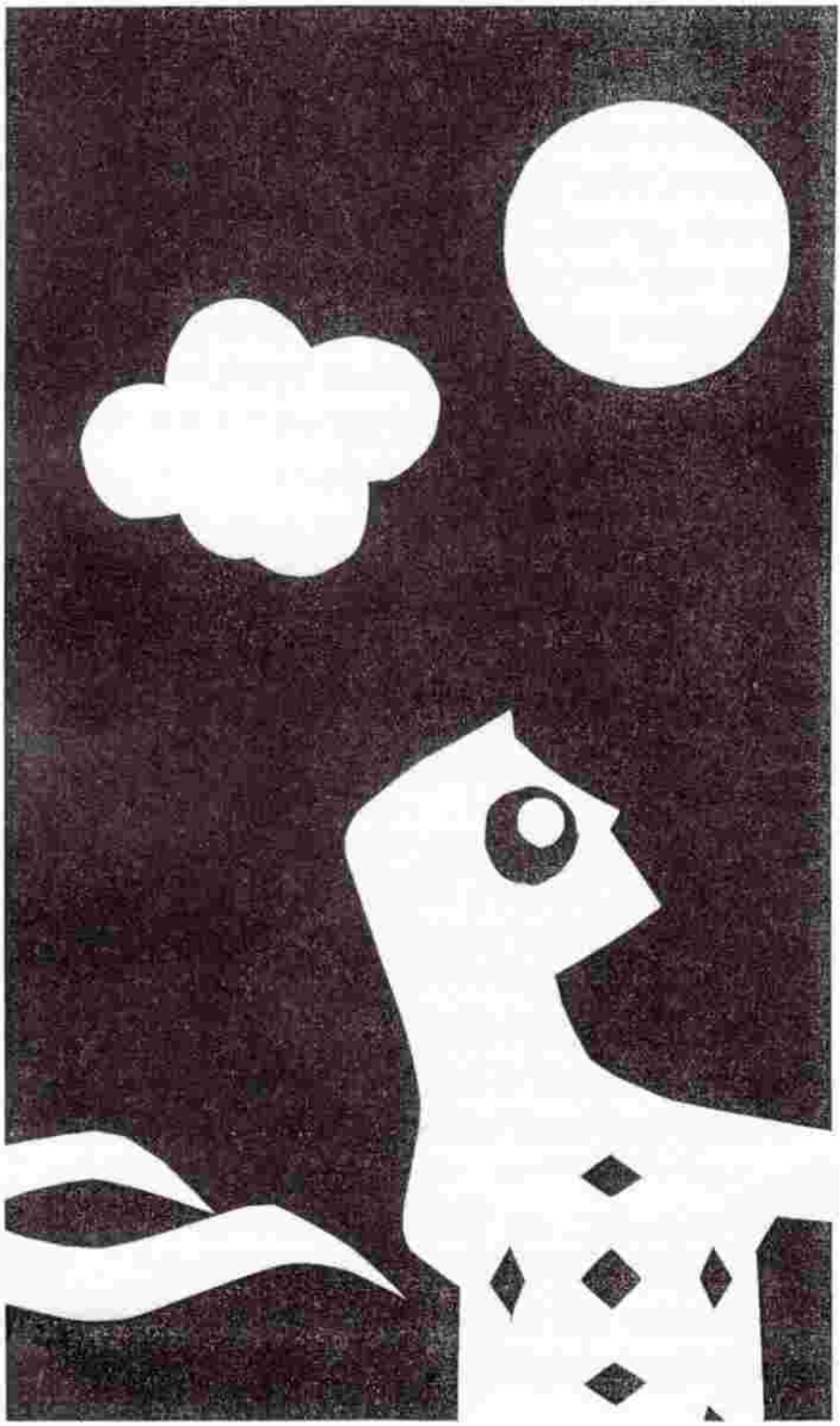

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: একটা গাছের সঙ্গে। তবে এই গাছ সাধারণ গাছ নয় মহারাজ। এই গাছ মানুষের মতো কথা বলতে পারে।

: কি বলল সেই গাছ?

: গাছ বলল, যদি কোনোদিন রানীর মনে গভীর আনন্দ হয়, যদি রানী মনের আনন্দে কেঁদে ফেলেন, তাহলে তাঁর মুখ থেকে একটি দাগ আপনাআপনি মুছে যাবে।

রাজা বিরক্ত গলায় বললেন, রানী মনের দুঃখে কাতর। এর মধ্যে তাঁর মনে আনন্দ আসবে কোত্থেকে? এ তো দেখি মূর্খের মতো কথা বলছে।

সভাসদরা সবাই একসঙ্গে বলল, মূর্খ নয় মহারাজ, এ হচ্ছে মহামূর্খ। একেও দেশ থেকে বের করে দিন। একজন নাপিত ডাকিয়ে মাথাটাও কামিয়ে দিন। শাস্তি হোক।

রাজা বললেন, বেশ তাই হবে।

রাজার খাস নাপিত এসে মনের আনন্দে খিস্তি দিতে দিতে সেনাপতির মাথা কামিয়ে দিল। রাজ্যের লোক হৈ হৈ করে তাকে দেশ থেকে বের করে দিল।

তার অনেক দিন পর ফিরল মন্ত্রী।

রাজা হাসিমুখে বললেন, পেয়েছ?

মন্ত্রী বলল, হ্যাঁ।

সভায় হৈচৈ উঠল, পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে।

: রাজা বললেন, দেখি দেখি, জিনিসটা কেমন।

: জিনিসটা তো মহারাজ আনতে পারি নি।

: সে কি! কেন?

: পাত্রের অভাবে। নেই দেশের নেই গাছের, নেই রঙের ফুল তো আর যে কোনো পাত্রে আনা যায় না। সেই ফুল আনতে হয় নেই পাত্রে।

সভাসদরা বলল, অত্যন্ত খাঁটি কথা। এটা আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল।

রাজা বললেন তুমি তো আরেক সমস্যায় ফেললে মন্ত্রী, নেই পাত্র কোথায় পাব?

: সমস্যায় তো আমি আপনাকে ফেলি নি মহারাজ। সমস্যায় ফেলেছে আমাদের রাজবৈদ্য। বেছে বেছে এমন সব জিনিসের কথা বলেছে, যার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনোটিই পাওয়া যায় না। এই কাজটা সে করেছে ইচ্ছে করে, যাতে তাকে দাগ বিমোচন মলম বানাতে না হয়। আমার ধারণা দাগ বিমোচন মলম কি করে তৈরি করা যায় তা-ই সে জানে না।

রাজার মুখ গম্ভীর হলো। তিনি ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। খুব রেগে গেলে তিনি এ রকম করেন। একসময় তাঁর রাগ কিছুটা কমল। তিনি সভাসদদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি শাস্তি দেয়া যায়? সভাসদরা একবাক্যে বলল,

হেঁটোয় কণ্টক দাও।
উপরে কণ্টক।
ডালকুত্তাদের মাঝে
করহ বণ্টক।

রাজা বললেন, তাই-ই হোক।

ওম্নি রাজার সেপাইরা রাজবৈদ্যকে ধরে মার্তে মার্তে নিয়ে গেল। পেছনে ছুটল সমস্ত সভাসদ। কাউকে শাস্তি পেতে দেখলে তাদের বড় ভালো লাগে।

দরবারে রইলেন শুধু রাজা এবং মন্ত্রী। রাজা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কি করা যায় মন্ত্রী?

: উপায় একটা আছে মহারাজ।

: কি উপায়?

এক জ্ঞানবৃদ্ধ আমাকে উপায় বলে দিয়েছেন।

কি বলেছেন জ্ঞানবৃদ্ধ?

: বলেছেন, রানী কলাবতী যদি কখনো নিজের মন থেকে বলেন, আমার মুখের দাগ যেমন আছে থাকুক। আমি দাগ মেটাতে চাই না। তখনি শুধু একটা দাগ আপনাআপনি মুছে যাবে।

রাজা বললেন, এই দাগ নিয়েই রানীর মনে কষ্ট সে কি করে বলবে এই দাগ থাকুক?

: তা বলা সম্ভব নয় মহারাজ।

রাজা খুবই মন খারাপ করলেন।

মন খারাপ করলেন রানী কলাবতী। এক সন্ধ্যাবেলায় তাঁর একশ' দাসীকে ডেকে বললেন, কোটাল, সেনাপতি, মন্ত্রী– তিনজনই ফিরে এসেছে, তোরা কি তা জানিস?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: জানি রানী মা।

: দাগ বিমোচন মলম তৈরি হচ্ছে না, তাও কি তোরা জানিস?

: জানি রানী মা।

: তাহলে আর বেঁচে থেকে কি লাভ বল?

দাসীরা কেউ কোনো কথা বলল না। রানী ধরা গলায় বললেন, আমি ঠিক করেছি নীলপুকুরে ডুবে প্রাণ ত্যাগ করব।

এই কথা শুনে দাসীরা সব কাঁদতে শুরু করল। রানী বললেন, কান্না বন্ধ করে আমাকে সাজিয়ে দে। শেষবারের মতো আমি সাজব, তারপর ডুবে মরব নীল পুকুরের জলে।

দাসীরা চোখের জল মুছে রানীকে সাজাতে বসল। গায়ে দিল পদ্মবাটা। সেই পদ্ম কালো গরুর দুধ দিয়ে ধুয়ে ফেলল। গালে মাখল প্রজাপতির পাখার রঙ। ঠোঁটে রক্তচন্দন। চোখের পাতায় নীলকান্ত মণির গুঁড়ো। গলায় পরিয়ে দিল মুক্তোর মালা। রানী বললেন, কেমন দেখাচ্ছে রে আমাকে, সত্যি করে বল।

: খুব কুৎসিত দেখাচ্ছে রানী মা। কালো দাগগুলি আরো জঘন্য হয়ে উঠেছে।

রানী গভীর দুঃখে কাতর হলেন। একশ' সখী পেছনে ফেলে একা একা রওনা হলেন নীলপুকুরের দিকে।

সে রাত ছিল ভরা জোছনার রাত। আকাশে পূর্ণ চন্দ্র। কী তার আলো। দিঘির নীল জলে ভাসছে রুপোর থালা। যেন বিশাল এক চন্দ্রকান্ত মণি জলের চাদর গায়ে জড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। রানী মুগ্ধ হয়ে দেখলেন সেই ছবি। ফিসফিস করে বললেন, কি সুন্দর! কি সুন্দর! আমার চেয়েও কত সুন্দর জিনিসই না পৃথিবীতে আছে।

এইটুকু বলতেই তাঁর মুখের একটি দাগ মুছে গেল। তিনি তা দেখতে পেলেন না, কারণ তিনি তাকিয়ে আছেন আকাশের চাঁদের দিকে। ঠিক তখন দুধ সাদা এক খণ্ড মেঘ চাঁদের গা ঘেঁষে উড়ে গেল। আলো-আঁধারীর কি মন কাড়া ছবিই না তৈরি হলো ঐ মেঘে! আনন্দে রানীর চোখে জল এলো। ওম্নি তাঁর মুখের আরেকটি দাগ মুছে গেল। রানী তা বুঝতে পারলেন না।

তখন আকাশের চাঁদ ফিসফিস করে বলল, কাঁদছ কেন রানী কলাবতী? মনের দুঃখে কাঁদছ?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: না।

: তাহলে কি মনের আনন্দে কাঁদছ?

: হ্যাঁ।

: তোমার মনে কেন এত আনন্দ হলো কলাবতী?

: তোমাকে দেখে। তুমি এত সুন্দর, তাই দেখে এত আনন্দ হচ্ছে।

: তাই বুঝি!

: হ্যাঁ, তাই। আজ তোমাকে এত সুন্দর লাগছে কেন বলতে পারো?

: নিশ্চয়ই পারি। ভালো করে তাকিয়ে দেখো রানী, আমার মুখে কোনো কলঙ্ক নেই। এই জন্যেই আমাকে এত সুন্দর লাগছে।

: তোমার কলঙ্কগুলি কোথায় গেল?

চাঁদ জবাব না দিয়ে মৃদু হাসল, রানী বুঝলেন চাঁদের কলঙ্ক কোথাও যায় নি। এসেছে তাঁর মুখে। আশ্চর্য ব্যাপার, রানীর এখন আর তেমন কষ্ট হলো না। তিনি বললেন, তোমার কলঙ্কগুলি থাকুক আমার মুখে। তুমি এরকম সুন্দরই থাকো।

যেই রানী এই কথা বললেন, ওম্নি শেষ ফোঁটাটিও রানীর মুখ থেকে মুছে গেল। তিনি তা বুঝতে পারলেন না। মুগ্ধ হয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চাঁদ বলল, রানী কলাবতী আজ তুমি জলে নামবে না?

: ইচ্ছে করছে না।

:একবার জলে তোমার ছায়া দেখবে না?

: ইচ্ছে করছে না।

: ইচ্ছে না করলেও তুমি তাকাও জলের দিকে। মাত্র একটি বার।

রানী তাকালেন। কি সুন্দর একটি মুখ। তার পাশেই রুপোর থালার মতো চাঁদ। কাকে বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে বলা মুশকিল।

চাঁদ মধুর স্বরে বলল, রানী কলাবতী, ঘরে ফিরে যাও। তোমার কলঙ্ক আমি ফিরিয়ে নিলাম।

লক্ষ লক্ষ জোনাকি জ্বলতে ও নিভতে লাগল। মধুর বাতাস বইতে লাগল। সে বাতাসে বকুলের মিষ্টি সুবাস।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোকা দৈত্য

তোমরা জেলে এবং দৈত্যের গল্পটা নিশ্চয়ই জানো।

ঐ যে এক জেলে ছিল– জাল ফেলে তুলেছে এক কলসি। সেই কলসির মুখ খুলতেই কুণ্ডলী পাকিয়ে কালো ধোঁয়া বেরুতে লাগল। সেই ধোঁয়া জমাট বেঁধে হলো এক দৈত্য। দৈত্য বলল, এখন আমি তোর ঘাড় মটকাব। এতদিন বন্দি হয়ে আছি, তুই আমাকে উদ্ধার করিস নি কেন? পাজির পাজি। এখন মজা টের পাবি।

কি যে বিপদে পড়ল বেচারা জেলে!

ঠিক একই রকম বিপদে পড়েছিল অন্য এক জেলে। তার গল্প এখন তোমাদের বলি। জেলের নাম– 'মন্দ ভাগ্য জেলে'। কারণ তার ভাগ্যটা খুবই মন্দ। জাল নিয়ে যায়, কখনো মাছ পায় না। সে যখন নদীর দক্ষিণে যায়, তখন মাছ পাওয়া যায় শুধু উত্তরে। যখন যায় উত্তরে, মাছ চলে আসে দক্ষিণে।

বেচারার ভারি কষ্ট। একটি মাত্র মেয়ে, তাকে দু'বেলা খেতে দিতে পারে না। মেয়ে মাঝে মাঝে বলে– সবাই মাছ পায়, তুমি পাও না কেন বাবা? জেলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, নামটার জন্যেই পাই না। আমার নামই হলো মন্দভাগ্য।

: নামটা বদলে ফেলো না কেন বাবা?

: তা কি করে বদলাই? বাবা-মা শখ করে নাম রেখেছিল।

একেক দিন জেলে যখন খালি হাতে ফিরে আসে জেলের স্ত্রী বলে, ওগো তুমি মাছ মারা ছেড়ে অন্য কোনো কাজ ধরো। মাছ মারা তোমাকে দিয়ে হবে না। তোমার মধ্যে কিছু একটা আছে। তোমার গন্ধ পেলেই মাছ পালিয়ে যায় ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেলে নিচু গলায় বলে, মাছ মারা কি করে ছাড়ি বলো, অন্য কোনো কাজ তো শিখি নি।

: শেখো নি তো কি হয়েছে, এখন শেখো।

: তা হয় না বউ। মাছ মারা আমাদের জাতব্যবসা, এটা ছাড়তে পারি না। ছাড়লেও পাপ হবে।

একদিন হয়েছে কি– আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নেমেছে। ঘোর বর্ষা। মন্দভাগ্য জেলের ঘরে কোনো খাবার-দাবার নেই। জেলের স্ত্রী বলল, ওগো জালটা নিয়ে বের হও না, যদি কিছু পাও।

: বৃষ্টির মধ্যে যাব? শরীরটাও ভালো লাগছে না।

: ঘরে কোনো খাবার নেই। দেখো যদি মাছটাছ কিছু পাও। মেয়েটা না খেয়ে আছে। জেলে বৃষ্টির মধ্যেই বেরুল। তার মেয়েটিও এলো পিছু পিছু। সে বাবার মাছ ধরা দেখবে।

জেলে জাল ফেলল। ফেলেই মনে হলো জালে টান পড়ছে। যেন খুব ভারী কিছু আছে। জেলের মেয়ে বলল, এরকম করছ কেন বাবা?

: মনে হচ্ছে কিছু একটা জালে বেঁধেছে।

: মাছ?

: হ।

: বড় মাছ নাকি বাবা?

: বেশ ভারী লাগছে।

দু'জনে মিলে অনেক কষ্টে জাল টেনে তুলল। মাছটাছ কিছু না। পেতলের এক কলসি। মুখ খুব শক্ত করে বন্ধ। জেলের মেয়ে বলল, খবরদার বাবা, মুখ খুলবে না। মুখ খুললে দৈত্য-টৈত্য কিছু বের হতে পারে।

: কি করব তাহলে? আবার পানিতে ফেলে দেব?

: দাও।

: টাকা-পয়সাও তো থাকতে পারে। দেখছিস না কেমন ভারী। আয়, খুলে দেখেই ফেলি।

দু'জনে মিলে কষ্টে মুখ খুলতেই কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘন কালো ধোঁয়া বেরুতে লাগল। সে কি শোঁ-শোঁ শব্দ! কিছুক্ষণের মধ্যেই ধোঁয়া জমাট বেঁধে পাহাড়ের মতো এক দৈত্য হয়ে গেল।

মন্দভাগ্য জেলে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। তার মেয়েটাও কাঁপছে। কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবে বুঝতে পারছে না। দৈত্য কেমন পিটপিট করে তাকাচ্ছে। যেন সে খুব অবাক হয়েছে। জেলে তার মেয়েকে ফিসফিস করে বলল, চল দৌড়ে পালাই।

বলেই দাঁড়াল না, দৌড়াতে শুরু করল। একবারও পেছন ফিরে তাকাল না। ভয় পেলে মানুষের শরীরে শক্তি খুব বেড়ে যায়। যে দৌড়াত না, সেও খুব ভালো দৌড়ায়। এদের বেলায়ও তাই হলো। নিমিষের মধ্যে তারা চলে এলো গ্রামের পাশে। নিঃশ্বাস নেবার জন্যে একটু থেমেছে, ওম্নি মেঘের মহাগর্জনে কে যেন বলল, দৌড়াচ্ছ কেন?

ওরা ঘাড় ফিরিয়ে দেখে দৈত্য। পেছনে পেছনে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে এসেছে। দৈত্যটা আবার বলল, হঠাৎ এমন দৌড় দিলে কেন?

জেলে মেয়ে বলল, ইচ্ছে হয়েছে দিয়েছি, তাতে আপনার কি?

জেলে ভেবেছিল দৈত্য এই কথায় খুব রাগ করবে। কিন্তু সে রাগ করল না। হাসিমুখে বলল, এই মেয়েটা কি সুন্দর কথা বলে! তোমার নাম কি গো তোমার?

: আমার নাম ময়না।

: ময়না? আহা, কি সুন্দর নাম! বারবার বলতে ইচ্ছে করে।

ময়না বলল, আপনার কি নাম?

: আমার নাম 'বোকা মিয়া দৈত্য'।

: বোকা মিয়া দৈত্য আবার কেমন নাম!

: কি করব বলো, বাবা-মা রেখেছে। আমরা ছিলাম পঞ্চাশ ভাই-বোন। আমি সবচে' বোকা। এই জন্যে আমার নাম বোকা মিয়া দৈত্য।

: বোকা হলেই বুঝি বোকা নাম রাখতে হয়?

: দৈত্যদের তাই নিয়ম।

: খুব খারাপ নিয়ম।

দৈত্য হেসে বলল, এই মেয়েটা এত সুন্দর করে কথা বলা কার কাছ থেকে শিখেছে?

জেলের ভয় তখনো কাটে নি। সে আবার ভাবছে দৌড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। ময়নার জন্যে পারছে না। ময়না গল্প জুড়ে দিয়েছে। দৈত্যের সঙ্গে কেউ এমন গল্প জোড়ে!

ময়না বলল, আপনি কলসির ভেতরে কতদিন ছিলেন?

: দশ হাজার বছর। যা কষ্ট করেছি! কলসির ভেতর অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। এখন বৃষ্টি হচ্ছে দেখছি। আহ কি সুন্দর লাগছে!

: আপনাকে কলসির ভেতর কে ঢোকাল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: আমার বাবা-মা। খুব বোকা ছিলাম তো, এই জন্যে রাগ করে কলসির ভেতর ঢুকিয়ে ফেলে দিয়েছিল।

: আপনার বাবা-মা তো খুব খারাপ।

: ছিঃ ছিঃ ময়না! বাবা-মাকে খারাপ বলতে নেই। বোকা ছিলাম, এই জন্যে ফেলে দিয়েছি। এটা হচ্ছে দৈত্যদের নিয়ম।

জেলে বলল, আমরা এখন তাহলে যাই। আপনিও আপনার দেশে চলে যান।

: দেশে কিভাবে যাব? আমি কি পথঘাট চিনি?

: একে-ওকে জিজ্ঞেস করে চলে যান।

: আমি কি অন্যসব দৈত্যদের মতো বুদ্ধিমান যে জিজ্ঞেস করে করে চলে যাব? আমি খুব বোকা।

ময়না বলল, তাহলে আপনি এখন কোথায় যাবেন?

: তোমাদের সঙ্গে যাব।

: সে কি।

: তোমরা কি আমাকে এখানে ফেলে রেখে যাবে? তার ওপর যা খিদে পেয়েছে। দশ হাজার বছর কিছু খাই নি।

মন্দভাগ্য জেলে দৈত্য নিয়ে ফিরেছে– এই খবর সারা গাঁয়ে রটে গেল। গ্রাম ভেঙে লোকজন এসে উপস্থিত। কেউ এরকম দৈত্য দেখে নি। কেউ বলছে– দৈত্যটা হাতির মতো বড়। কেউ বলছে পাহাড়ের মতো বড়। এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লেগে যাচ্ছে।

গ্রামের মোড়ল জেলেকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, সত্যি সত্যি দৈত্য বলেই তো মনে হচ্ছে। স্বভাব-চরিত্র কেমন?

জেলে বলল, খুবই ঠাণ্ডা স্বভাব।

: ঠাণ্ডা হলেই ভালো। কথা বললে জবাব দেয়?

: হ্যাঁ, দেয়। জিজ্ঞেস করুন যা জিজ্ঞেস করতে চান।

মোড়ল ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলেন। কাঁপা গলায় বললেন, তো আপনি কতদিন এখানে থাকবেন?

দৈত্য বলল, অনেক দিন থাকব। যাব আবার কোথায়? জেলেদের সঙ্গে থাকব। ওদের কাজকর্ম করব।

: তাহলে তো জেলের কপাল ফিরল। আপনি তো নিমিষের মধ্যে ওদের এনে দেবেন সাত রাজার ধন।

দৈত্য অবাক হয়ে বলল, সাত রাজার ধন আমি পাব কোথায়!

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: সে কি! আমরা তো শুনেছি দৈত্যরা সাত রাজার ধন আনতে পারে, কলসি ভর্তি মোহর আনতে পারে।

: আমি ঐসব পারি না। শিখি নি কখনো। আমি হলাম গিয়ে বোকা দৈত্য।

: আপনি পারেন কি?

: কাজ করতে পারি। আমার গায়ে খুব শক্তি।

মোড়ল খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, আমি হচ্ছি গাঁয়ের মোড়ল। সবাইকে আমি তুমি করে বলি। আপনাকেও যদি তুমি করে বলি তাহলে কেমন হয়?

: জি, ভালোই হয়।

: আচ্ছা শোনো, আমার একশ' বিঘা জমি আছে। চাষ করে দিতে পারবে?

: কিভাবে চাষ করতে হয় শিখিয়ে দিলে পারব।

: খুব সোজা। লাঙল দিয়ে চাষ করতে হয়। তোমার লাঙল লাগবে না। একটা শক্ত কোদাল হলেই তুমি পারবে। মাটি কোপাবে। পারবে না?

: জি পারব।

: তাহলে তো ভালোই হয়। তুমি খাওয়া-দাওয়া করো। তারপর এসে জমিটা চাষ করে দাও। আমি কিন্তু টাকা-পয়সা কিছু দেব না।

: টাকা-পয়সা লাগবে না।

: ভালো, খুব ভালো।

জেলের স্ত্রী দৈত্যকে কি খাওয়াবে কিছুই বুঝতে পারছে না। ঘরে কিছু নেই। তবু এর বাড়ি ওর বাড়ি ছোটাছুটি করে এক ধামা চাল জোগাড় করল। সেই চালে ভাত হলো তিন ধামা। এক বালতি ডাল রান্না করল। একটা সবজিও রাঁধল। শুধু ডাল-ভাত তো দেয়া যায় না। দৈত্য হলেও তো মেহমান। তাছাড়া দশ হাজার বছর বেচারা না খেয়ে আছে। এ রকম ক্ষুধার্ত একজনকে ভালোমন্দ খাওয়াতে ইচ্ছা করে। দৈত্য এক নিমিষে সব শেষ করে বলল, আর কিছু নেই?

জেলে-বউ লজ্জিত গলায় বলল, জি-না। আমরা খুবই গরিব, যা রেঁধেছি এর-ওর কাছ থেকে চেয়ে এনে রেঁধেছি। আপনার বোধহয় পেট ভরে নি।

: তা অবশ্যি ভরে নি। তবু যা করেছেন যথেষ্ট। আমার দৈত্য মাও এত আদর করে খাওয়ায় নি। বোকা ছিলাম তো, এই জন্যে দেখতে পারত না।

জেলে-বউয়ের মন খুব খারাপ হলো। আহা বেচারা! এখন তাকে ঘুমুতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

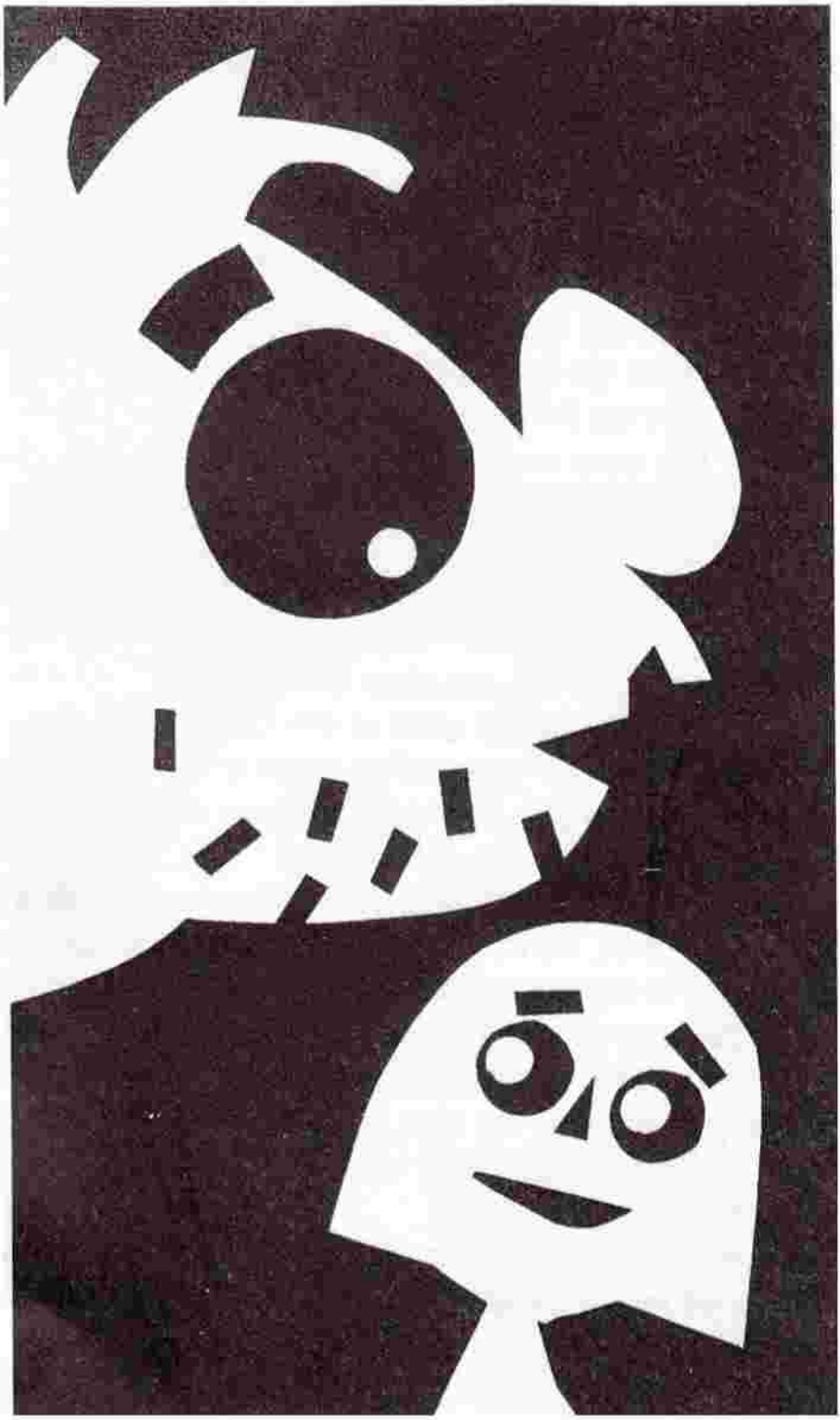

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়া যায় কোথায় সেও এক সমস্যা। ঘরের ভেতর ঢোকানোর প্রশ্নই ওঠে না। অথচ বর্ষা-বাদলার দিন। বাইরে থাকলে সারারাত বৃষ্টিতে ভিজবে।

জেলে এক বুদ্ধি বের করল। ঘরের বেড়া কেটে কোনোমতে শুধু দৈত্যের মাথাটা ঢোকাল। তার পাহাড়ের মতো শরীর রইল বাইরে। এতেই দৈত্য মহাখুশি।

ময়না ঘুমুতে গেল দৈত্যের মাথার পাশে। তার মোটেও ভয় লাগছে না। দৈত্যকে সে ডাকছে দৈত্য ভাইয়া বলে। ঘুমুবার আগে সে দৈত্যকে একটা ধাঁধাও জিজ্ঞেস করল।

বোকা দৈত্য সেই ধাঁধার উত্তর দিতে পারল না! বারবার বলতে লাগল, এই মেয়েটার এত বুদ্ধি কেন? অসম্ভব বুদ্ধি তো মেয়েটার!

দৈত্য ঘুমুল সাত দিন সাত রাত। অষ্টম দিনের দিন জেগে উঠে বলল, মোড়লের জমি চাষের কাজটা করে দিয়ে আসি। ভদ্রলোক ঐদিন বলে গেলেন। দেরি হয়ে গেল। লম্বা ঘুম দিয়ে ফেললাম। উঠতে হয় নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামের লোক শুনল, মোড়লের জমি থেকে প্রচণ্ড ধুপধাপ শব্দ আসছে। যেন পৃথিবী ভেঙে পড়ছে এমন অবস্থা। গাঁয়ের লোক ভয়ে অস্থির, না জানি কি হচ্ছে। মোড়ল পাশের গাঁয়ে কি একটা কাজে গিয়েছিল। খবর পেয়ে ছুটে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসল। দৈত্য একশ' বিঘা জমিতে এমনই খোঁড়াখুঁড়ি করেছে যে জমি উধাও। বিশাল এক পুকুর তৈরি হয়েছে। দৈত্য সেই পুকুরের পানিতে কোদাল হাতে দাঁড়িয়ে। মোড়ল কপাল চাপড় বলতে লাগল, এখন আমার কি হবে রে? এখন আমি কোথায় যাব রে? আমি যে পথের ফকির হলাম রে।

মোড়ল মহা ছেচে শুরু করল। গাঁয়ের সব লোক জড় করে বিরাট এক বক্তৃতা দিয়ে ফেলল, এই যে গাঁয়ে এক দৈত্য বাস করছে এটা কি ভালো হচ্ছে? কখন কি করে বসে কে জানে। এখন মনে হচ্ছে ঠাণ্ডা। ক'দিন ঠাণ্ডা থাকবে কে জানে! যদি রেগে যায় তখন কি উপায় হবে?

গাঁয়ের সব লোক বলল, ঠিক কথা।

মোড়ল বলল, আরো কথা আছে, এই দৈত্যের যন্ত্রণায় আমরা ঘুমুতে পারছি না। ব্যাটা যখন ঘুমোয় এমন নাক ডাকে যে কার সাধ্য ঘুমোয়।

: ঠিক ঠিক।

: তারপর বাচ্চাদের কথা ধরো। বাচ্চারা দৈত্য দেখে ভয় পায়। আর কেনইবা ভয় পাবে না। আমরাই ভয়ে অস্থির।

: ঠিক, ঠিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: দৈত্যের খিদের কথাও চিন্তা করতে হবে। ব্যাটা একা তো সব খাবার খেয়ে ফেলবে। খিদে পেলে সে কি আর চুপ করে থাকবে? তোমার-আমার সবার খাবার খেয়ে ফেলবে। ফেলবে না?

: তা তো খেয়ে ফেলবেই। এখন কি করা?

: জেলেকে ডেকে বলো, যেন তার দৈত্য বিদেয় করে। ব্যাটা ফাজিল, দৈত্য ধরে নিয়ে এসেছে।

ডাকা হলো জেলেকে। মোড়ল বলল, ঐ দৈত্য ব্যাটাকে বিদেয় করো।

জেলে হাত জোড় করে বলল, ও বড় ভালো দৈত্য।

: ভালো-মন্দ বুঝি না। ওকে বিদেয় করতে হবে।

: বিদেয় করলে ও যাবে কোথায়? বেচারা পথঘাট চেনে না। বোকাসোকা দৈত্য, তার উপর মায়া পড়ে গেছে।

: বিদেয় করবে না তাহলে?

: জি না।

: বেশ, তাহলে গাঁয়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক শেষ। কেউ তোমার সঙ্গে কথা বলবে না। তোমার মাছ কিনবে না। তোমার সঙ্গে মেলামেশা করবে না। তুমি থাকো তোমার দৈত্য নিয়ে।

বেচারা জেলে খুব মন খারাপ করে চলে এলো। তাদের কষ্টের সীমা রইল না। কেউ তার মাছ কেনে না, কথা বলে না। খিদের যন্ত্রণায় জেলে কাঁদে। ঘরে কোনো খাবার নেই। দৈত্য উঠোনে বসে বসে দেখে আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। তার খুব কষ্ট। পেটে প্রচণ্ড খিদে। মাঝে মাঝে খিদের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কোথা চলে যায়। দশ-বারোটা কলাগাছ চিবিয়ে খেয়ে ফিরে আসে। একদিন সে ময়নাকে বলল, এইভাবে তো আর থাকা যাচ্ছে না। কি করা যায় বলো তো খুকি?

ময়না বলল, আমি তো জানি না কি করবে।

দৈত্য বলল, যখন ঘরে খাবার থাকে না, লোকজন কোনো কাজ দেয় না, তখন মানুষরা কি করে?

: কেউ কেউ ডাকাতি করে। জোর করে খাবার নিয়ে আসে। আবার কেউ কেউ ভিক্ষা করে।

: ভিক্ষা করাটা আবার কি?

: একটা থালা হাতে নিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি যাওয়াকে বলে ভিক্ষা করা। মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সুর করে বলতে হয়– চারটা পয়সা দেন মা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারাদিন খাই নাই। দৈত্য খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে রইল। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, একটা থালা নিয়ে এসো খুকি, ভিক্ষা করব।

থালা হাতে দৈত্য বেরুল ভিক্ষা করতে। সারাদিন মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে সন্ধ্যাবেলা ফিরে এলো। কেউ তাকে কিছু দেয় নি। দৈত্য বসে আছে উঠোনে। তার সামনে বসে আছে ময়না। কেউ কোনো কথা বলছে না, সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। ঠিক তখন পুব আকাশে ছোট দুটি কালো মেঘ দেখা গেল। আর শোঁ-শোঁ শব্দ হতে লাগল। দেখতে দেখতে মেঘ ফুলে-ফেঁপে বিশাল হয়ে গেল। গাঁয়ের সবাই ভয়ে কাঁপছে। তাদের ধারণা ঝড় আসছে। প্রচণ্ড ঝড়।

আসলে কিন্তু ঝড় নয়। আসছে দৈত্যের বাবা ও মা। জেলের উঠোনে তারা নামল। কি ভয়ঙ্কর তাদের চেহারা! রাগে তাদের শরীর কাঁপছে। চোখ টকটকে লাল। নিঃশ্বাসে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে। বাবা-দৈত্য বলল, আমি খবর পেলাম, তুই কলসি থেকে বের হয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করছিস, এটা কি সত্যি?

বোকা মিয়া দৈত্য নিচু গলায় বলল, হ্যাঁ বাবা।

: 'হ্যাঁ বাবা' বলতে তোর লজ্জা লাগে না? ছিঃ ছিঃ, কি অপমান! দৈত্য হয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করা! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। তুই একটা চিৎকার করলেই তো সব লোক টাকা-পয়সা দিয়ে ভরিয়ে দিত।

: মানুষকে ভয় দেখাতে আমার ভালো লাগে না।

: বাজে কথা বলবি না। দৈত্যদের কাজই হচ্ছে মানুষকে ভয় দেখানো। তোকে নিয়ে এখন আমি করি কি? তোর জন্যে কাউকে আমরা মুখ দেখাতে পারছি না। এখন যা করতে হবে তা হচ্ছে– তোকে বোতলে ভরে মাঝসমুদ্রে ফেলে দিতে হবে, যাতে কেউ আর খুঁজে না পায়।

বোকা মিয়া দৈত্য চুপ করে রইল।

দৈত্যর মা বলল, হ্যাঁ, তাই করো। একেবারে মাঝসমুদ্রে নিয়ে ফেলো।

বাবা-দৈত্য ছোট একটা বোতল বের করে বলল, আয় তুই। এর ভেতর ঢুকে যা। বোকা দৈত্য কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, বোতলের ভেতর যেতে আমার ইচ্ছা করে না।

: ইচ্ছা না করলেও যেতে হবে। নয় তো তুই ভিক্ষা করে দৈত্যদের জাত-মান খোয়াবি। তোর জন্যে আমি কারো কাছে মুখ দেখাতে পারি না।

জেলে এবং জেলের বউ ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। কী ভীষণ কাণ্ড! তারা কি করবে, কি বলবে কিছু বুঝতে পারছে না। ময়না কিন্তু ভয় পাচ্ছে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। দৈত্যের বাবা-মা'র উপর রাগে তার গা জ্বলে যাচ্ছে । কি খারাপ বাবা-মা! নিজের ছেলেকে বোতলে ভরে পানিতে ফেলে দিচ্ছে। ময়না এগিয়ে এসে বলল, না, দৈত্য ভাইয়াকে আপনারা বোতলে ভরতে পারবেন না।

বাবা-দৈত্য রাগী গলায় বলল, এ কে?

: আমার নাম ময়না। আমরা বোকা মিয়া দৈত্যকে কলসি থেকে তুলেছি। ও আমাদের। ও আমাদের সঙ্গে থাকবে।

: তোমরা ওকে তুলেছ?

: হ্যাঁ।

: কলসির মুখ খুলে বের করেছ?

: হ্যাঁ, করেছি।

: এর জন্যে কি শাস্তি হবে জানো?

: না, জানি না। কি শাস্তি হবে?

মা-দৈত্য বলল, এত ঝামেলা করে কাজ নেই। কেটে টুকরা করে নদীতে ভাসিয়ে দাও।

জেলে এবং জেলের বউ দু'জনে কেঁদে ফেলল। তারা বুঝতে পারছে এই দু'জন বোকা মিয়া দৈত্যের মতো নয়। এরা হিংস্র, ভয়ঙ্কর, সত্যি সত্যি শাস্তি দেবে। জেলে হাত জোড় করে বলল, এবারকার মতো ক্ষমা করে দিন! আর করব না। এইবারটি ক্ষমা করুন।

: ক্ষমা! ক্ষমা-টমা আমি করি না। ক্ষমা করার কোনো নিয়ম দৈত্যদের নেই। যাও, ঘর থেকে একটা ধারালো চাকু নিয়ে এসো। পাজির দল। কলসি খুলেছে, আবার বড় বড় কথা বলে।

জেলে এবং জেলের বউয়ের ভয়ে আত্মা শুকিয়ে গেল। তারা ময়নাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তখন বোকা মিয়া দৈত্য বলল, বাবা-মা, তোমরা দু'জন আমার কথা ভালো করে শোনো। তোমরা যদি এদের শাস্তি দাও তাহলে আমি বোতলে ঢুকব না। আর আমি যদি না ঢুকি তোমরা ঢোকাতে পারবে না।

: তুই কি করবি?

: আমি ঘুরে বেড়াব। ভিক্ষা করব। এমন সব কাজ করব যাতে তোমাদের খুব অপমান হয়।

: কী সর্বনাশের কথা!

: আমি শুধু ভালো কাজ করব। সবার উপকার করব। তাতে তোমাদের লজ্জা হবে। তোমরা লজ্জায় কাউকে মুখ দেখাতে পারবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: তা তো পারবই না।

: আর তোমরা যদি এদের শাস্তি না দাও তাহলে বোতলে ঢুকব।

: লক্ষ্মী বাপধন, ঢুক তো। কথা দিচ্ছি– ওদের শাস্তি দেব না।

: এরা খুব গরিব। খেতে পায় না। এদের টাকা-পয়সা-সোনাদানা এনে দাও। না এনে দিলে আমি বোতলে ঢুকব না।

: আনলে ঢুকবি তো?

: হ্যাঁ ঢুকব।

নিমিষের মধ্যে মা-দৈত্য সাত ঘড়া সোনার মোহর, এক কলসি হীরে-জহরত এনে দিল। সাত রাজারও এত হীরে-জহরত, সোনার মোহর থাকে না।

জেলে এবং জেলের বউ বলল, আমরা হীরে-জহরত, সোনাদানা চাই না। আপনি বোকা মিয়া দৈত্যকে রেখে যান। বোতলে ভরে ফেলে দেবেন না। আমাদের খুব কষ্ট হবে।

ময়না কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

বোকা মিয়া দৈত্য বলল, কেঁদো না। তোমার কান্না দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমিও কেঁদে ফেলব। দৈত্য কাঁদলে খুব লজ্জার ব্যাপার হয়।

বলতে বলতে দৈত্য কেঁদে ফেলল। তার বাবা-মা বলল, ছিঃ ছিঃ! কী লজ্জা, কী লজ্জা! এক্ষুনি ঢোক বোতলের ভেতর। এক্ষুনি।

বোকা মিয়া দৈত্য ধোঁয়া হয়ে গেল। সেই ধোঁয়া ধীরে ধীরে ঢুকল বোতলের ভেতর। দৈত্যের বাবা-মা বোতলের মুখ বন্ধ করে সেই বোতল ফেলে দিল গভীর সমুদ্রে।

তারপর অনেক দিন কাটল। অনেক বছর কাটল। সোনার মোহর এবং হীরে-জহরত নিয়ে জেলে হলো বিরাট বড়লোক। সাত মহলা বাড়ি করল, বাগান করল। হাতি কিনল, ঘোড়া কিনল। এক সময় বোকা মিয়া দৈত্যের কথা তার আর মনেই রইল না। আর বোকা মিয়া দৈত্য!

সে পড়ে রইল গভীর সমুদ্রে। বছরের পর বছর বোতলে বন্দি হয়ে তার দিন কাটতে লাগল। মাঝে মাঝে সে কাঁদত। কাঁদতে কাঁদতে বলত, ওগো, তোমরা কেউ আমাকে তুলে আনো। আমার ছোট্ট মেয়ে ময়নাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। পৃথিবী দেখতে ইচ্ছে করে, চাঁদের আলো দেখতে ইচ্ছে করে।

বোকা মিয়া দৈত্যের কথা কেউ শুনতে পায় না, তবে গভীর সমুদ্রের নাবিকরা মাঝে মাঝে কান্নার শব্দ শোনে। এই কান্না কোথা থেকে আসছে তারা বুঝতে পারে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিতুর অসুখ

মিতুর আজ আবার অসুখ করেছে।

দু'দিন পরপর তার এমন অসুখ করে। ডাক্তাররা আসেন, অষুধপত্র দেন। যাবার সময় মুখ কালো করে চলে যান। মিতুকে কেউ কিছু বলে না, কিন্তু সে জানে তার অসুখটা খুব খারাপ ধরনের। এবং এই অসুখের তেমন কোনো অষুধপত্র নেই। অসুখ হলেই তার খুব মন খারাপ হয়। এই মন খারাপের কথাও সে কাউকে বলে না।

আজ মিতুর খুব মন খারাপ হয়েছে। কান্না পাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না। মিতুর মা তার কপালে হাত রেখে বললেন, শরীরটা কি খারাপ লাগছে মা?

মিতু বলল, না। সে যদি বলত— লাগছে, তাহলে তার মা খুব মন খারাপ করতেন। এইজন্যে সে মিথ্যা করে বলল— না!

মিতুর মা বললেন, হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খাও, তারপর আবার শুয়ে থাকো।

আমার শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না মা।

ইচ্ছে না করলেও হাত-মুখ ধুতে হবে। কিছু খেতে হবে। কারণ ভালো মেয়েরা তাই করে। ঠিক না?

আমার ভালো মেয়ে হতে ইচ্ছে করে না মা।

মিতুর মা হেসে ফেললেন। কোলে করে তাকে বাথরুমে নিয়ে নিজেই মুখ ধুইয়ে দিলেন। সে আধখানা পাউরুটি, অল্প খানিটকা দুধ খেয়ে আবার বিছানায় শুয়ে রইল। তার পায়ের কাছে শীতকালের সুন্দর রোদ। জানালায় খয়েরি রঙের দুটি চড়ুই পাখি কিচকিচ করছে। মিতু পাখিদের কথা বুঝতে পারে না। বুঝতে পারলে খুব মজা হতো। কত কথা বলা যেত ওদের সঙ্গে। পাখিরা নিশ্চয়ই অনেক গল্প জানে।

ঠিক সাড়ে ন'টায় মিতুর বাবা অফিসে চলে গেলেন। যাবার আগে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকক্ষণ মিতুকে আদর করলেন। একবার বললেন, কেন যে মেয়েটার এত অসুখ হয়!

তার মা গেলেন দশটায়। তিনি মেয়েদের একটা স্কুলে পড়ান। আজ সেই স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা। তাঁর না গেলেই নয়! বাসায় রইল মিতু এবং কাজের মেয়েটি। মিতুর মা বললেন, আমি পরীক্ষা শুরু করিয়েই চলে আসব। দেরি হবে না। তোমার জন্য কী আনতে হবে বলো তো?

কিছু আনতে হবে না।

আমি পাশের বাসার ভদ্রমহিলাকে বলে যাচ্ছি— উনি তোমাকে এসে দেখে যাবেন। কেমন?

আচ্ছা।

মিতুর মা চলে যাবার পরপরই কাজের মেয়েটি ঘরে ঢুকল। আদুরে গলায় বলল, ছোট্ট আফা, ঘরে লবণ নাই। আমি দোকানে যাই। লবণ আনমু।

তাড়াতাড়ি এসো।

যামু আর আসমু।

এই যে সে গেল আর ফেরার নাম নেই। মিতুর জ্বর হু-হু করে বাড়ছে। সে ক্ষীণ গলায় ডাকল॥ বুয়া, বুয়া। কেউ সাড়া দিল না। এত বড় বাড়িতে সে একা। পানির তৃষ্ণা পেয়েছে। কে তাকে পানি এনে দেবে? মিতুর কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। ভয় পেলেই তার কান্না পায়। কান্নাও পেতে লাগল। সে এখন পড়ে ক্লাস টোতে। ক্লাস ফোরের মেয়েদের কাঁদতে নেই। ক্লাস টু পর্যন্ত কাঁদা যায়। ক্লাস থ্রিতে উঠলে ব্যথা পেলে অল্পস্বল্প কাঁদা যায়। কিন্তু ক্লাস ফোরে সব রকম কান্না বন্ধ। ব্যথা পেলেও কাঁদা যাবে না।

মিতু আবার ডাকল, বুয়া, বুয়া।

ঠিক তখন রান্নাঘরে ঝনঝন শব্দে কী যেন পড়ল। মিতু চমকে উঠে বলল, রান্নাঘরে কে?

আমি। আসছি, এক মিনিট।

অচেনা একজন পুরুষ মানুষের গলা। মোটা খসখসে। মিতু ভয়ে ভয়ে বলল, আপনি কে?

আমি কেউ না। আমি বন্ধু।

কেউ না আবার বন্ধু হয় নাকি?

হওয়ালেই হয়।

এই বলেই লোকটা ঘরে ঢুকল। মোটা, বেঁটেখাটো একজন মানুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাকার মুখ। বড় বড় চোখ দুটি বাদামি, কেমন যেন চকচক করছে। মুখভর্তি দাড়িতে ঋষির মতো লাগছে। মাথার চুলগুলি ছোট করে কাটা।

লোকটির গায়ে হলুদ চাদর। চাদরের অর্ধেকটা পানিতে মাখামাখি। হাতে পানির গ্লাস। লোকটি হাসিমুখে বলল, পানি ঢালতে গিয়ে এই অবস্থা। একটা কাজ ঠিকমতো করতে পারি না। এই নাও পানি।

আমার তৃষ্ণা পেয়েছে কী করে বুঝলেন?

বুঝব না কেন? আমি হচ্ছি বন্ধু। বন্ধুরা সব জানে।

আপনি কার বন্ধু?

যখন যার কাছে যাই, তখন তার। এই বলেই চোখ বন্ধ করে হেঁড়ে গলায় গান ধরল—

সখী তুমি কার?

যখন যার কাছে থাকি তখন আমি তার।

মিতু খিলখিল করে হেসে ফেলল। লোকটি গান থামিয়ে রাগী রাগী গলায় বলল, হাসছ কেন?

বিশ্রী করে গান গাচ্ছিলেন, তাই হাসছি।

বিশ্রী করে কিছু করলেই হাসতে হয়?

হ্যাঁ, হয়।

তুমি যে বিশ্রী একটা সমস্যা বাধিয়ে বসে আছ— এটা নিয়েও তো আমি হাসতে পারি। হা হা হা। হা হা হা।

লোকটা কেমন করে হাত দিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসছে। হাসি থামেই না। মিতুর একবার মনে হলো লোকটা বোধহয় পাগল। কিন্তু দেখতে মোটেই পাগলের মতো লাগছে না।

মিতু গম্ভীর গলায় বলল— আপনি এত হাসছেন কেন? বেশি হাসলে পেট ব্যথা করে। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে হাসি থামিয়ে বলল, তাই তো, পেট ব্যথা করছে তো!

আপনি চেয়ারটায় বসুন না।

লোকটি চেয়ারে বসল। মিতু বলল, আপনি কে?

এককথা বারবার জিজ্ঞেস করো। বললাম না আমি বন্ধু।

আমার বন্ধু?

হ্যাঁ, তোমার। বুয়া ফিরে না-আসা পর্যন্ত আমি তোমার পাশে বসে থাকব। গল্পটল্প করব।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুয়া ফিরছে না কেন?

আর বলো কেন! ও লবণ কিনে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে গিয়ে একটা রিকশার নিচে পড়ে গেছে। লোকজন ধরাধরি করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে, তবে বিশেষ কিছু হয় নি।

মিতু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। লোকটি হাই তুলে উদাস গলায় বলল, এদিকে তোমার মা আটকা পড়েছেন স্কুলে, একটার আগে ফিরতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না।

আপনি এতসব জানলেন কী করে! আপনি কি জাদুকর?

হ্যাঁ, আমি জাদুকর।

আপনি খুব মিথ্যুক।

পাগল মেয়ে বলে কি! আমি সত্যি জাদুকর। রূপকথার বইয়ে জাদুকরদের কথা পড়ো নি?

পড়েছি। সে সব তো অনেক আগের কথা।

আমিও অনেক দিন আগের জাদুকর। হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে আছি।

আপনি জাদুকর হলে একটা জাদু দেখান।

কী জাদু দেখতে চাও?

একটা পাখি বানাতে পারবেন?

নিশ্চয়ই পারব। একটা কাগজ লাগবে। ধবধবে সাদা কাগজ। লোকটি টেবিলের উপর থেকে একটা সাদা কাগজ নিয়ে এলো। কাগজটা মিতুর চোখের সামনে বেশ অনেকক্ষণ খুব কায়দা করে নাড়ল। তারপর করল কী—অতি দ্রুত মিতুর ক্রেয়ন দিয়ে একটা পাখির ছবি এঁকে বলল, এই দেখো পাখি। এখন বিশ্বাস হলো যে আমি জাদুকর? প্রথমে ছিল একটা সাদা কাগজ, হয়ে গেল একটা পাখি।

মিতু ঠোঁট উল্টে বলল, এরকম পাখি তো আমিও আঁকতে পারি।

তাহলে তুমিও একজন জাদুকর। হা হা হা। হা হা হা।

এ রকম বিশ্রী করে হাসবেন না তো। আমার রাগ লাগছে।

এই কথায় লোকটি একটু যেন রেগে গেল। চোখ ছোট ছোট করে বলল, তুমি একা একা ভয় পাচ্ছ দেখে এলাম। এখন বলছ আমার হাসি শুনে রাগ লাগছে। বেশ— হাসব না।

লোকটি চুপ করে বসে পা নাচাতে লাগল। মিতু বলল, এরকম চুপচাপ বসে থাকলেও আমার রাগ লাগে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে আমাকে কী করতে বলো?

একটা গল্প বলুন।

কী গল্প?

ভূতের গল্প।

দিনে-দুপুরে আবার কিসের ভূতের গল্প? ভূতের গল্প বলতে হয় রাতে।

তাহলে অন্য কোনো গল্প বলুন।

বেড়ালের গল্প শুনবে?

বলুন।

এক দেশে একটা ছোট্ট মেয়ে ছিল। আর মেয়েটার ছিল ইয়া মোটা লেজ-ফোলা এক বেড়াল। একদিন বেড়ালটা এসে মেয়েটাকে বলল, আপামণি, আমার লেজটা দিন দিন এত মোটা হচ্ছে কেন বলো তো? কী লজ্জার ব্যাপার, সবাই আমার লেজের দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করে। আমার কাঁদতে ইচ্ছা করে।

মিতু গল্পের মাঝখানে বিরক্ত গলায় বলল, এইসব কী বানিয়ে বানিয়ে বলছেন। বেড়াল বুঝি কথা বলতে পারে?

নিশ্চয়ই পারে। দিন-রাত মিঁয়াও মিঁয়াও করছে না?

মিঁয়াও-এর কী কোনো মানে আছে?

আছে। সবাই বুঝতে পারে না, কেউ কেউ পারে। আমি জাদুকর, আমি পারি।

আপনি পারেন?

নিশ্চয়ই পারি। তোমাকেও শিখিয়ে দিতে পারি। শিখতে চাও?

হ্যাঁ, চাই।

উত্তর দিকে মুখ করে বসবে। বাঁ হাতে ধরবে ডান হাতের বুড়ো আঙুল। ডান হাতে ধরবে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল। মাথা রাখবে দু'হাঁটুর মাঝখানে। চোখ বন্ধ রাখবে। যে পশু বা প্রাণীর কথা শুনতে চাও তার কথা মনে মনে ভাববে। ব্যস, হয়ে গেল।

সত্যি বলছেন?

বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখো। ঐ তো একটা চড়ুই পাখি বসে আছে জানালায়। তোমাকে যে রকম শিখিয়েছি, তেমন করে তাকাও। চড়ুই পাখির সব কথা বুঝতে পারবে।

মিতু লোকটির কোনো কথা বিশ্বাস করল না, তবু সে যেমন যেমন

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিখিয়েছে, তেমন করল। কী আশ্চর্য! সত্যি সত্যি সে শুনল চড়ুই পাখিটা কিচকিচ করে কথা বলছে। কথাগুলি এ রকম—

উফ মাগো কী রোদ বাইরে! রোদে যেতে ইচ্ছা করছে না। এই মেয়েটার ঘরে খাবার-দাবারও কিছু দেখছি না। অন্য কোথাও গিয়ে খুঁজলে হয়। যেতে ইচ্ছা করছে না। ছোট মেয়েটা ঐ বুড়োর সঙ্গে বকবক করছে। শুনতে ভালো লাগছে। ওরা কী নিয়ে কথা বলে কে জানে! বকবক বকবক বকবক। রাত-দিন বকবক। এরা যে এত কথা বলে— এদের গলা ব্যথা করে না!

মিতু আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, আমি চড়ুই পাখির কথা শুনতে পাচ্ছি। ওর সব কথা বুঝতে পাচ্ছি।

লোকটি গম্ভীর গলায় বলল, আমাকে একটা ধন্যবাদ দাও। আমিই তো তোমাকে শেখালাম।

বন্ধু, আপনাকে ধন্যবাদ।

মিতুর মনে হলো লোকটি যেন মুচকি মুচকি হাসছে। তার মানে কী? চড়ুই পাখি হয়তো বলে নি, বলেছে এই মানুষটি। গলার স্বর অন্য রকম করে হয়তো বলেছে। মিতু চোখ বন্ধ করে ছিল, তাই বুঝতে পায় নি। মিতু বলল, আমার মনে হয় ঐ কথাগুলি আপনি বলেছেন। চড়ুই পাখি কিছু বলে নি।

লোকটি এই কথার জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, আমি এখন বিদায় নিচ্ছি। তোমার বুয়া চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।

আপনি আবার কবে আসবেন?

আর আসব বলে তো মনে হচ্ছে না। আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। একবার যেখানে যাই দ্বিতীয়বার আর সেখানে যাওয়া হয় না। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিলে একা একা, তাই কিছুক্ষণ বসলাম।

আপনাকে ধন্যবাদ।

ও আরেকটা কথা, তোমার অসুখও সারিয়ে দিচ্ছি। এক কাজ করো, দু'চোখ বন্ধ করে মনে মনে তিন বার বলো— অসুখ সেরে যাক।

এতেই অসুখ সেরে যাবে?

নিশ্চয়ই সারবে। বলেই দেখো।

মিতু তাই করল। তার কেন জানি মনে হচ্ছে অসুখ সেরে গেছে। জ্বরজ্বর ভাব নেই। সে চোখ মেলল, লোকটি নেই। যেমন হুট করে এসেছিল, তেমনি হুট করে চলে গেছে।

লোকটি চলে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই বুয়া এলো। তার হাতে-মাথায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যান্ডেজ। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কী যে কাণ্ড হইছে চোড আফা, একটা রিকশা...

মিতু তাকে কথা শেষ করতে দিল না। চেঁচিয়ে বলল, জানো বুয়া, আমি পাখিদের কথা বুঝতে পারি। খুব সোজা। ডান হাত দিয়ে ধরতে হয় বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল...

এরপর অনেকদিন কেটে গেছে। মিতু নতুন ক্লাসে উঠেছে। এখনো সে পাখিদের কথা বুঝতে চেষ্টা করে। পারে না। হয়তো জাদুকর তাকে মিথ্যা কথা বলেছে। জাদুকর মিথ্যা বলেছে, এটাও মিতুর বিশ্বাস করতে মন চায় না, কারণ তার অসুখ তো পুরোপুরি সেরে গেছে।

একদিন মিতুর বাবা মিতুর মা'কে বললেন, একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করছ? মিতু দেখি প্রায়ই কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে থাকে। মাথা দু'হাঁটুর মাঝখানে। ব্যাপারটা কী বলো তো?

মিতুর মা হাই তুলে বললেন, বাচ্চাদের খেলা। খেলার কী কোনো মানে হয়? আমিও ছোটবেলায় এমন কত খেলা খেলেছি। মেয়েটার অসুখ সেরে গেছে, এটাই বড় কথা।

অসুখটা কী করে সারল সেটাও একটা রহস্য। খুব খারাপ ধরনের অসুখ ছিল মিতুর। সারার কথা ছিল না। হঠাৎ সেরে গেল কীভাবে? মিতুর মা বললেন, অসুখ সেরে গেছে, এটাই বড় কথা। কীভাবে সারল সেটা না জানলেও কোনো ক্ষতি নেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলাউদ্দিনের চেরাগ

নান্দিনা পাইলট হাইস্কুলের অঙ্ক শিক্ষক নিশানাথ বাবু কিছুদিন হলো রিটায়ার করেছেন। আরো বছরখানেক চাকরি করতে পারতেন, কিন্তু করলেন না। কারণ দুটো চোখেই ছানি পড়েছে। পরিষ্কার কিছু দেখেন না। ব্ল্যাক বোর্ডে নিজের লেখা নিজেই পড়তে পারেন না।

নিশানাথ বাবুর ছেলেমেয়ে কেউ নেই। একটা মেয়ে ছিল। খুব ছোটবেলায় টাইফয়েডে মারা গেছে। তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন গত বছর। এখন তিনি একা-একা থাকেন। তাঁর বাসা নান্দিনা বাজারের কাছে। পুরনো আমলের দু'কামরার একটা পাকা দালানে তিনি থাকেন। কামরা দুটির একটি পুরান লক্কর জিনিসপত্র দিয়ে ঠাসা। তাঁর নিজের জিনিস নয়। বাড়িওয়ালার জিনিস। ভাঙা খাট, ভাঙা চেয়ার, পেতলের তৈজসপত্র নেই কিছু ডেগচি, বাসন-কোসন। বাড়িওয়ালা নিশানাথ বাবুকে প্রায়ই বলেন— এইসব জঞ্জাল দূর করে ঘরটা আপনাকে পরিষ্কার করে দেব। শেষ পর্যন্ত করে না। তাতে নিশানাথ বাবুর খুব একটা অসুবিধা হয় না। পাশে একটা হোটেলে তিনি খাওয়া-দাওয়া সারেন। বিকেলে নদীর ধারে একটু হাঁটতে যান। সন্ধ্যার পর নিজের ঘরে এসে চুপচাপ বসে থাকেন। তাঁর একটা কেরোসিনের স্টোভ আছে। রাতের বেলা চা খেতে ইচ্ছা হলে স্টোভ জ্বালিয়ে নিজেই চা বানান।

জীবনটা তাঁর বেশ কষ্টেই যাচ্ছে। তবে তা নিয়ে নিশানাথ বাবু মন খারাপ করেন না। মনে মনে বলেন, আর অল্প ক'টা দিনই তো বাঁচব, একটু না হয় কষ্ট করলাম। আমার চেয়ে বেশি কষ্টে কত মানুষ আছে। আমার আবার এমন কী কষ্ট।

একদিন কার্তিক মাসের সন্ধ্যাবেলায় নিশানাথ বাবু তাঁর স্বভাবমতো সকাল সকাল রাতের খাওয়া সেরে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন। নদীর পাশের বাঁধের উপর দিয়ে অনেকক্ষণ হাঁটলেন। চোখে কম দেখলেও অসুবিধা হয় না, কারণ গত কুড়ি বছর ধরে এই পথে তিনি হাঁটাহাঁটি করছেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ অবশ্যি একটু অসুবিধা হলো। তাঁর চটির একটা পেরেক উঁচু হয়ে গেছে। পায়ে লাগছে। হাঁটতে পারছেন না। তিনি সকাল সকাল বাড়ি ফিরলেন। তাঁর শরীরটাও আজ খারাপ। চোখে যন্ত্রণা হচ্ছে। বাঁ চোখ দিয়ে ক্রমাগত পানি পড়ছে।

বাড়ি ফিরে তিনি খানিকক্ষণ বারান্দায় বসে রইলেন। রাত ন'টার দিকে তিনি ঘুমুতে যান। রাত ন'টা বাজতে এখনো অনেক দেরি। সময় কাটানোটাই তাঁর এখন সমস্যা। কিছু-একটা কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারলে হতো। কিন্তু হাতে কোনো কাজ নেই। বসে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই। চটির উঁচু হয়ে থাকা পেরেকটা ঠিক করলে কেমন হয়? কিছুটা সময় তো কাটে। তিনি চটি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। হাতুড়ি জাতীয় কিছু খুঁজে পেলেন না। জঞ্জাল রাখার ঘরটিতে উঁকি দিলেন। রাজ্যের জিনিস সেখানে, কিন্তু হাতুড়ি বা তার কাছাকাছি কিছু নেই। মন খারাপ করে বের হয়ে আসছিলেন, হঠাৎ দেখলেন ঝুড়ির ভেতর একগাদা জিনিসের মধ্যে লম্বাটে ধরনের কী একটা যেন দেখা যাচ্ছে। তিনি জিনিসটা হাতে নিয়ে জুতার পেরেকে বাড়ি দিতেই অদ্ভুত কাণ্ড হলো। কালো ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি হয়ে গেল।

তিনি ভাবলেন চোখের গণ্ডগোল। চোখ দুটো বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে।

কিন্তু না, চোখের গণ্ডগোল না। কিছুক্ষণের মধ্যে ধোঁয়া কেটে গেল। নিশানাথ বাবু অবাক হয়ে শুনলেন, মেঘগর্জনের মতো শব্দে কে যেন বলছে, আপনার দাস আপনার সামনে উপস্থিত। হুকুম করুন। এক্ষুনি তালিম হবে।

নিশানাথ বাবু কাঁপা গলায় বললেন, কে? কে কথা বলে?

জনাব আমি। আপনার ডান দিকে বসে আছি। ডান দিকে ফিরলেই আমাকে দেখবেন।

নিশানাথ বাবু ডান দিকে ফিরতেই তাঁর গায়ে কাঁটা দিল। পাহাড়ের মতো একটা কী যেন বসে আছে। মাথা প্রায় ঘরের ছাদে গিয়ে লেগেছে। নিশ্চয়ই চোখের ভুল।

নিশানাথ বাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, বাবা তুমি কে? চিনতে পারলাম না তো।

আমি হচ্ছি আলাউদ্দিনের চেরাগের দৈত্য। আপনি যে জিনিসটি হাতে নিয়ে বসে আছেন এটাই হচ্ছে সেই বিখ্যাত আলাউদ্দিনের চেরাগ।

বলো কি!

সত্যি কথাই বলছি জনাব। দীর্ঘদিন এখানে-ওখানে পড়ে ছিল। কেউ ব্যবহার জানে না বলে ব্যবহার হয় নি। পাঁচ হাজার বছর পর আপনি প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবহার করলেন। এখন হুকুম করুন।

কী হুকুম করব?

আপনি যা চান বলুন, এক্ষুনি নিয়ে আসব। কোন জিনিসটি আপনার প্রয়োজন?

আমার তো কোনো জিনিসের প্রয়োজন নেই।

চেরাগের দৈত্য চোখ বড় বড় করে অনেকক্ষণ নিশানাথ বাবুর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, জনাব, আপনি কি আমায় ভয় পাচ্ছেন?

প্রথমে পেয়েছিলাম, এখন পাচ্ছি না। তোমার মাথায় ঐ দুটো কী? শিং নাকি?

জি, শিং।

বিশ্রী দেখাচ্ছে।

চেরাগের দৈত্য মনে হলো একটু বেজার হয়েছে। মাথার লম্বা চুল দিয়ে সে শিং দুটো ঢেকে দেবার চেষ্টা করতে করতে বলল, এখন বলুন কী চান?

বললাম তো, কিছু চাই না।

আমাদের ডেকে আনলে কোনো একটা কাজ করতে দিতে হয়। কাজ না করা পর্যন্ত চেরাগের ভেতর ঢুকতে পারি না।

অনেক ভেবেচিন্তে নিশানাথ বাবু বললেন, আমার চটির পেরেকটা ঠিক করে দাও। অমনি দৈত্য আঙুল দিয়ে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে পেরেক ঠিক করে বলল, এখন আমি আবার চেরাগের ভেতর ঢুকে যাব। যদি আবার দরকার হয় চেরাগটা দিয়ে দোহা বা তামার উপর খুব জোরে বাড়ি দেবেন। আগে চেরাগ একটুখানি ঘষলেই আমি চলে আসতাম। এখন আসি না। চেরাগ পুরান হয়ে গেছে তো, তাই।

ও আচ্ছা। চেরাগের ভেতরেই তুমি থাকো?

জি।

করো কী?

ঘুমাই। তাহলে জনাব আমি এখন যাই।

বলতে বলতেই সে ধোঁয়া হয়ে চেরাগের ভেতর ঢুকে গেল। নিশানাথ বাবু স্তম্ভিত হয়ে দীর্ঘ সময় বসে রইলেন। তারপর তাঁর মনে হলো— এটা স্বপ্ন স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়। বসে ঝিমাতে ঝিমাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুমের মধ্যে আজেবাজে স্বপ্ন দেখেছেন।

তিনি হাত-মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়লেন। পরদিন তাঁর আর এত ঘটনার কথা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে রইল না। তাঁর খাটের নিচে পড়ে রইল আলাউদ্দিনের বিখ্যাত চেরাগ।

মাসখানেক পার হয়ে গেল। নিশানাথ বাবুর শরীর আরো খারাপ হলো। এখন তিনি আর হাঁটাহাঁটিও করতে পারেন না। বেশিরভাগ সময় বিছানায় শুয়ে-বসে থাকেন। এক রাতে ঘুমুতে যাবেন। মশারি খাটাতে গিয়ে দেখেন একদিকের পেরেক খুলে এসেছে। পেরেক বসানোর জন্য আলাউদ্দিনের চেরাগ দিয়ে এক বাড়ি দিতেই ঐ রাতের মতো হলো। তিনি শুনলেন গম্ভীর গলায় কে যেন বলছে—

জনাব, আপনার দাস উপস্থিত। হুকুম করুন।

তুমি কে?

সে কী! এর মধ্যে ভুলে গেলেন? আমি আলাউদ্দিনের চেরাগের দৈত্য।

ও আচ্ছা, আচ্ছা। আরেক দিন তুমি এসেছিলে।

জি।

আমি ভাবছিলাম বোধহয় স্বপ্ন।

মোটেই স্বপ্ন না। আমার দিকে তাকান। তাকালেই বুঝবেন— এটা সত্য।

তাকালেও কিছু দেখি না রে বাবা। চোখ দুটা গেছে।

চিকিৎসা করাচ্ছেন না কেন?

টাকা কোথায় চিকিৎসা করাব?

কী মুশকিল! আমাকে বললেই তো আমি নিয়ে আসি। যদি বলেন তো এক্ষুনি এক কলসি সোনার মোহর এনে আপনার খাটের নিচে রেখে দেই।

আরে না, এত টাকা দিয়ে আমি করব কী? ক'দিনইবা আর বাঁচব।

তাহলে আমাকে কোনো একটা কাজ দিন। কাজ না করলে তো চেরাগের ভেতর যেতে পারি না।

বেশ, মশারিটা খাটিয়ে দাও।

দৈত্য খুব যত্ন করে মশারি খাটাল। মশারি দেখে সে খুব অবাক। পাঁচ হাজার বছর আগে নাকি এই জিনিস ছিল না। মশার হাত থেকে বাঁচার জন্যে মানুষ যে কায়দা বের করেছে তা দেখে সে মুগ্ধ।

জনাব, আর কিছু করতে হবে?

না, আর কী করবে! যাও এখন।

অন্য কিছু করার থাকলে বলুন, করে দিচ্ছি।

চা বানাতে পারো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জি না। কীভাবে বানায়?

দুধ-চিনি মিশিয়ে।

না, আমি জানি না। আমাকে শিখিয়ে দিন।

থাক বাদ দাও, আমি শুয়ে পড়ব।

দৈত্য মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, আপনার মতো অদ্ভুত মানুষ জনাব আমি এর আগে দেখি নি।

কেন?

আলাউদ্দিনের চেরাগ হাতে পেলে সবার মাথা খারাপের মতো হয়ে যায়। কী চাইবে, কী না চাইবে, বুঝে উঠতে পারে না, আর আপনি কিনা...

নিশানাথ বাবু বিছানায় শুয়ে পড়লেন। দৈত্য বলল, আমি কি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দেব? তাতে ঘুমুতে আরাম হবে।

আচ্ছা দাও।

দৈত্য মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। নিশানাথ বাবু ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙলে মনে হলো, আগের রাতে যা দেখেছেন সবই স্বপ্ন। আলাউদ্দিনের চেরাগ হচ্ছে রূপকথার গল্প। বাস্তবে কি তা হয়? হওয়া সম্ভব না।

দুঃখে-কষ্টে নিশানাথ বাবুর দিন কাটতে লাগল। শীতের শেষে তাঁর কষ্ট চরমে উঠল। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না এমন অবস্থা। হোটেলের একটা ছেলে দু'বেলা খাবার নিয়ে আসে। সেই খাবারও মুখে দিতে পারেন না। স্কুলের পুরান স্যাররা মাঝে মাঝে তাঁকে দেখতে এসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন— এ যাত্রা আর টিকবে না। বেচারা বড় কষ্ট করল। তাঁরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে তিনশ' টাকা নিশানাথ বাবুকে দিয়ে এলেন। তিনি বড় লজ্জায় পড়লেন। কারো কাছ থেকে টাকা নিতে তাঁর বড় লজ্জা লাগে।

এক রাতে তাঁর জ্বর খুব বাড়ল। সেই সঙ্গে পানির পিপাসায় ছটফট করতে লাগলেন। বাতের ব্যথায় এমন হয়েছে যে, বিছানা ছেড়ে নামতে পারছেন না। তিনি করুণ গলায় একটু পরপর বলতে লাগলেন—পানি। পানি। গম্ভীর গলায় কে একজন বলল, নিন জনাব পানি।

তুমি কে?

আমি আলাউদ্দিনের চেরাগের দৈত্য।

ও আচ্ছা, তুমি।

নিন, আপনি খান। আমি আপনাতেই চলে এলাম। যা অবস্থা দেখছি, না এসে পারলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরীরটা বড়ই খারাপ করেছে রে বাবা।

আপনি ডাক্তারের কাছে যাবেন না, টাকা-পয়সা নেবেন না, আমি কী করব, বলুন?

তা তো ঠিকই, তুমি আর কী করবে!

আপনার অবস্থা দেখে মনটাই খারাপ হয়েছে। নিজ থেকেই আমি আপনার জন্যে একটা জিনিস এনেছি। এটা আপনাকে নিতে হবে। না নিলে খুব রাগ করব।

কী জিনিস?

একটা পরশপাথর নিয়ে এসেছি।

সে কি! পরশপাথর কি সত্যি সত্যি আছে নাকি?

থাকবে না কেন? এই তো, দেখুন। হাতে নিয়ে দেখুন।

নিশানাথ বাবু পাথরটা হাতে নিলেন। পায়রার ডিমের মতো ছোট। কুচকুচে কালো একটা পাথর। অসম্ভব মসৃণ।

এইটাই বুঝি পরশপাথর?

জি। এই পাথর ধাতুর তৈরি যে কোনো জিনিসের গায়ে লাগালে সেই জিনিস সোনা হয়ে যাবে। দাঁড়ান, আপনাকে দেখাচ্ছি।

দৈত্য খুঁজে খুঁজে বিশাল এক বালতি নিয়ে এলো। পরশপাথর সেই বালতির গায়ে লাগাতেই কাঁচা হলুদ রঙের আভায় বালতি ঝকমক করতে লাগল।

দেখলেন?

হ্যাঁ দেখলাম। সত্যি সত্যি সোনা হয়েছে?

হ্যাঁ, সত্যি সোনা।

এখন এই বালতি দিয়ে আমি কী করব?

আপনি অদ্ভুত লোক, এই বালতির কত দাম এখন জানেন? এর মধ্যে আছে কুড়ি সের সোনা। ইচ্ছা করলেই পরশপাথর ছুঁইয়ে আপনি লক্ষ লক্ষ টন সোনা বানাতে পারেন।

নিশানাথ বাবু কিছু বললেন না, চুপ করে রইলেন। দৈত্য বলল, আলাউদ্দিনের চেরাগ যেই হাতে পায় সেই বলে পরশপাথর এনে দেবার জন্যে। কাউকে দেই না।

দাও না কেন?

লোভী মানুষদের হাতে এসব দিতে নেই। এসব দিতে হয় নির্লোভ মানুষকে। নিন, পরশপাথরটা যত্ন করে রেখে দিন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার লাগবে না। যখন লাগবে তোমার কাছে চাইব।

নিশানাথ বাবু পাশ ফিরে শুলেন।

পরদিন জ্বরে তিনি প্রায় অচৈতন্য হয়ে গেলেন। স্কুলের স্যাররা তাঁকে ময়মনসিংহ হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিলেন। ডাক্তাররা মাথা নেড়ে বললেন—

অবস্থা খুব খারাপ। রাতটা কাটে কি-না সন্দেহ।

নিশানাথ বাবু মারা গেলেন পরদিন ভোর ছ'টায়। মৃত্যুর আগে নান্দিনা হাইস্কুলের হেডমাস্টার সাহেবকে কানে কানে বললেন— আমার ঘরে একটা বড় বালতি আছে। ঐটা আমি স্কুলকে দিলাম। আপনি মনে করে বালতিটা নেবেন।

নিশ্চয়ই নেব।

খুব দামি বালতি...

আপনি কথা বলবেন না। কথা বলতে আপনার কষ্ট হচ্ছে। চুপ করে শুয়ে থাকুন।

কথা বলতে তাঁর সত্যি সত্যি কষ্ট হচ্ছিল। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। বালতিটা যে সোনার তৈরি এটা তিনি বলে যেতে পারলেন না।

হেডমাস্টার সাহেব ঐ বালতি নিয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন— বাহ্, কী সুন্দর বালতি! কী চমৎকার চকচকে হলুদ! পেতলের বালতি, কিন্তু রঙটা বড় সুন্দর।

দীর্ঘদিন নান্দিনা হাইস্কুলের বারান্দায় বালতিটা পড়ে রইল। বালতি ভর্তি থাকত পানি। পানির উপর একটা মগ ভাসত। সেই মগে করে ছাত্ররা পানি খেত।

তারপর বালতিটা চুরি হয়ে যায়। কে জানে এখন সেই বালতি কোথায় আছে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বনের রাজা

সব বনেই একজন রাজা থাকে। তাই না?

সাধারণত সিংহ হয় বনের রাজা। কারণ তার শক্তি বেশি। মেঘ ডাকার মতো শব্দ করে সে গর্জন করে। বনের সব পশুরা তাকে ভয় পায়। রাজা হবার জন্যে এমন একজন পশুরই তো দরকার— তাই না?

এখন হয়েছে কী জানো— সোহাগপুর বনে কোনো রাজা ছিল না। কেন— আমি ঠিক জানি না। মনে হয় ঐ বনের পশুদের কোনো রাজার দরকার ছিল না। কিংবা তারা জানেই না যে বনের রাজা দরকার। তাতে তাদের খুব অসুবিধাও হচ্ছিল না। খুব আরামেই দিন কাটছিল। পশুদের মধ্যে বেশ ভাব ছিল। তারা সারা বনে ছোটাছুটি করে, খেলাধুলা করে সময় কাটাত।

একদিন ঐ বনে কী করে যেন অনেক দূরের এক বন থেকে একটা শিয়াল এসে উপস্থিত হলো। সোহাগপুর বনে ঢোকার পথে তার দেখা হলো একটা হরিণের সঙ্গে। হরিণ অবাক হয়ে বলল, তুমি কে ভাই?

শিয়াল বিরক্ত গলায় বলল, কেন, আমাকে দেখে চিনতে পারছ না? শিয়াল এর আগে দেখ নি?

তা দেখব না কেন? তোমাকে তো চিনতে পারি নি, তাই জিজ্ঞেস করলাম। অনেক দূর থেকে আসছ নাকি ভাই?

হ্যাঁ, দূর থেকেই আসছি। এই বনের নাম কী?

সোহাগপুর।

ওয়াক থু! এটা আবার কেমন নাম?

কেন ভাই, নামটা এমন খারাপ কী?

খুবই খারাপ। আর শোনো, আমাকে এরকম ভাই ভাই করবে না। এইসব খাতির আমি পছন্দ করি না।

হরিণ খুবই অবাক হলো। এরকম বদমেজাজি পশু সে এর আগে দেখে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নি। শুধু শুধু রেগে যাচ্ছে। বিরক্তিতে বারবার মুখ কোঁচকাচ্ছে। কী অদ্ভুত কাণ্ড!

শিয়াল বলল, এই হরিণ, শোনো, আমাকে তোমাদের রাজার কাছে নিয়ে যাও তো। তাঁকে প্রথম একটা সালাম দিয়ে আসি।

হরিণ অবাক হয়ে বলল, রাজা আবার কী?

রাজা আবার কী মানে! এই বনে রাজা নেই?

না তো।

রাজা নেই তো বন শাসন করে কে? দুষ্টু পশুদের শাস্তি দেয় কে? অন্য বনের পশুরা এলে তাদের তাড়িয়ে দেয় কে?

কেউ দেয় না।

কেউ দেয় না? এ তো দেখি বোকা পশুদের রাজ্য ছিঃ ছিঃ ছিঃ! অন্য বনের পশুরা এ খবর জানতে পারলে তোমাদের লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। তবে আমি যখন এসেছি একটা ব্যবস্থা করব। তুমি সবাইকে খবর দাও। একটা সভা হবে।

হরিণ আরো বেশি অবাক হলো। চিকন গলায় বলল, সভা আবার কী?

সভা কী তাও জানো না?

না।

সভা মানে হলো সব পশুরা একসঙ্গে হবে। সেখানে বুদ্ধিমান পশুরা বক্তৃতা করবে। বোকারা শুনবে আর হাততালি দেবে। মাঝে মাঝে মাথা নাড়বে।

হরিণ ছুটে গেল সব পশুদের খবর দেবার জন্যে। শিয়াল নদীতে হাত-মুখ ধুয়ে ভদ্র হলো। গাছের ডালে একটা বানর বসে অবাক হয়ে তাকে দেখছিল। শিয়াল বলল, এই যে বানর, একটা কাজ করো তো। একটা ফুলের মালার ব্যবস্থা করো।

মালা দিয়ে কী করবে?

আরে ব্যাটা গাধা, বক্তৃতা হবে না! গলায় মালা না দিয়ে বক্তৃতা দেব কীভাবে? এ তো দেখি মূর্খ পশুর দেশ।

বানর লজ্জা পেয়ে ফুলের মালা বানাতে ছুটে গেল! সভা শুরু হলো রাতে।

সুন্দর চাঁদনি রাত। চারদিকে ফকফকা জোছনা। বনের মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গায় সব পশু জমা হয়েছে। সবার মনেই কৌতূহল। হচ্ছেটা কী? এসব জিনিস আগে তারা হতে দেখে নি।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিয়াল গলায় ফুলের মালা দিয়ে একটু উঁচু ঢিবিতে উঠে বসল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল,

'সংগ্রামী পশুরা। আমার অভিনন্দন।'

পশুরা সব মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তারা কিছু বুঝতে পারছে না। 'সংগ্রামী পশুরা' এই শব্দটার মানেই তারা জানে না। শিয়াল এবার বক্তৃতা শুরু করল।

'প্রিয় পশুসমাজ। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। কারণ আমি জানতে পেরেছি এই বনে কোনো রাজা নেই। হায় হায়, কী কাণ্ড! রাজ্য আছে অথচ রাজা নেই। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! প্রিয় পশুসমাজ, আপনারাও আমার সঙ্গে বলুন— ছিঃ ছিঃ ছিঃ!'

বনের সব পশু একসঙ্গে বলল— ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

শিয়াল বলল, রাজা হচ্ছে বনের শোভা। যিনি দুষ্ট পশুকে শাস্তি দেন।

একটা খরগোস বলে উঠল, আমাদের মধ্যে কোনো দুষ্ট পশু নেই।

শিয়াল চোখ লাল করে বলল, বক্তৃতার মাঝখানে কথা বলছ— তুমিই তো দুষ্ট পশু। খবরদার, আর একটা কথাও বলবে না।

যেসব পশু নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছিল তারাও ফিসফিসানি থামিয়ে মূর্তির মতো হয়ে গেল। শিয়াল বলল, আজকের এই সভায় আমরা একজন রাজা ঠিক করব। সে হবে লোহাগপুর বনের রাজা।

একটা সিংহ গম্ভীর গলায় বলল, রাজা করবেটা কী?

কিছু করবে না। শুধু শুয়ে-বসে থাকবে আর প্রজাদের মঙ্গল চিন্তা করবে। অন্য পশুরা তার খাবার-দাবার এনে দেবে।

মজা মন্দ নয়।

এটা কোনো মজার ব্যাপার নয় সিংহ। খুবই কঠিন কাজ।

একটা বাঘ বক্তৃতা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে উঠছিল। সে বলল, এত বকবকানি ভালো লাগছে না। যে-কোনো একজনকে রাজা বানিয়ে সভা শেষ করো, ঘুম পাচ্ছে।

শিয়াল হাসিমুখে বলল, একজন কাউকে ইচ্ছে করলেই তো রাজা বানানো যায় না। রাজার অনেক গুণ থাকতে হয়। রাজাকে হতে হয় অসম্ভব বুদ্ধিমান।

সঙ্গে সঙ্গে একটা মাকড়সা বলে উঠল, তাহলে তো আমাকেই রাজা হতে হয়। আমার মতো বুদ্ধি কার আছে? এরকম একটা জাল বানানো কি সহজ কর্ম!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব পশু একসাথে বলে উঠল, ঠিক ঠিক ঠিক। ওকেই রাজা বানিয়ে দাও।

শিয়াল বিরক্ত হয়ে বলল, পোকা-মাকড়দের রাজা হবার কোনো নিয়ম নেই।

মাকড়সা বেচারা মন খারাপ করে জালের এক কোনায় লুকিয়ে পড়ল। শিয়াল বলল, রাজাকে হতে হবে সুন্দর। মাকড়সাদের মতো কুৎসিত কেউ রাজা হতে পারে না। রাজাকে হতে হবে রূপবান।

রাজাদের সুন্দর হতে হবে শুনে পাখিদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। একটি ময়ূর পেখম মেলে হেঁটে গেল সবার সামনে। পাখায় তার নানান কারুকার্য।

শিয়াল বলল, পাখিদের রাজা হবার নিয়ম নেই। বনের রাজা হতে হবে একজন পশু। আশা করি পশু এবং পাখির মধ্যের তফাৎটা আপনারা জানেন। পাখি ডিম পাড়ে। পশু পাড়ে না।

এই কথায় বাদুড়রা নড়েচড়ে উঠল। এক বুড়ো বাদুড় গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, শিয়াল সাহেব, আমরা কিন্তু ডিম পাড়ি না।

ডিম না পাড়লেও তোমরা পাখি। বনের রাজার চারটা পা থাকতে হবে। বানরের দুটো পা এবং দুটা হাত। কাজেই বানর হতে পারছে না! ভাইসব, খেয়াল রাখবেন বনের রাজার চারটা পা থাকতে হবে।

একটা গাধা প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল। বনের রাজার চারটা পা থাকতে হবে শুনে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। অত্যন্ত গম্ভীর ভঙ্গিতে সবার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। তার দিকে তাকিয়ে বিরক্তমুখে শিয়াল বলল, যাদের পায়ে খুর আছে তাদেরও রাজা হবার নিয়ম নেই। কারণ বোকা পশুদের পায়েই খুর থাকে; যেমন— গাধা, গরু, ভেড়া, ছাগল।

সিংহ বলল, আমাদের রাজা হবার নিয়ম আছে তো? নাকি তাও নেই?

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়— আপনাদেরও নিয়ম নেই। কারণ আপনাদের গায়ে শক্তি অনেক বেশি। কাজেই আপনারা হবেন রাজার সৈন্য। আপনাদের মধ্যে একজন হবেন রাজার প্রধান সেনাপতি।

সেটা মন্দ নয়।

বাঘ বলল, আমরা কী হব?

আপনারা হবেন পুলিশ।

সেটা আবার কী?

সৈন্যদের মতোই। ওটাও খারাপ না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

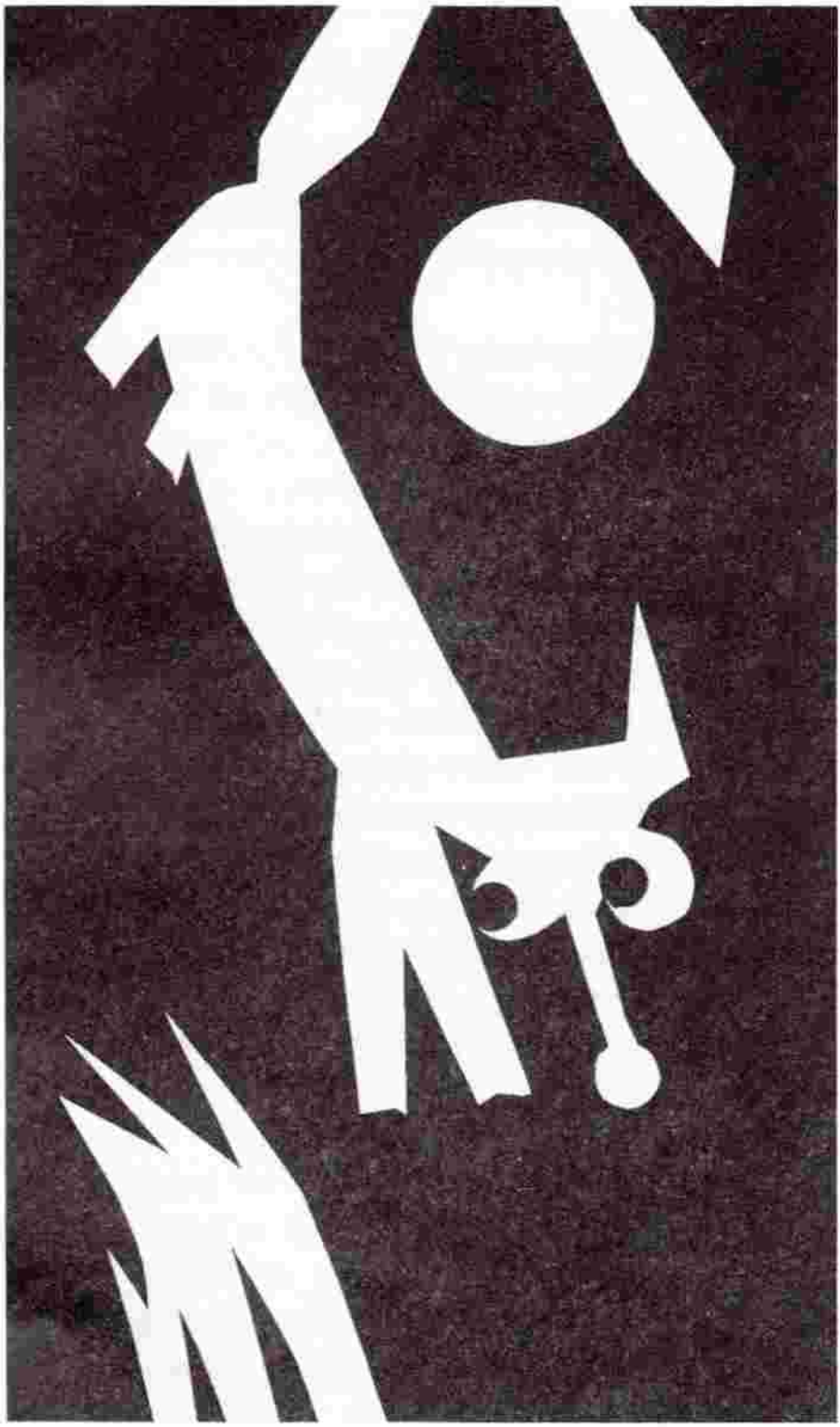

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঘ খুশি হলো। তার মনে হলো পুলিশই-বা খারাপ কী? সবাই তো আর হতে পারছে না।

শিয়াল বলল, রাজা হবার জন্যে এখন বাকি থাকছি শুধু আমি। এখন আপনারা ভোট দিন।

হরিণ ফিসফিস করে বলল, ভোট কী করে দিতে হয় আমরা জানি না।

ভোট দেয়া খুবই সোজা। যাদের হাত আছে তারা হাত তুলে ভোট দিন। যাদের হাত নেই তার লেজ তুলুন।

ভোট হয়ে গেল।

শিয়াল হলো সেই বনের রাজা।

রাজা হয়েই সে সোহাগপুর নাম পাল্টে বনের নাম রাখল— শিয়াল নগর। বনের ভেতরে ছোট্ট একটা খাল ছিল। সেই খালের নাম টোপাই খাল। তার নাম পাল্টে রাখা হলো— শিয়াল খাল।

সে সিংহকে ডেকে বলল, এই বনে আরো যেসব শিয়াল আছে তাদের লেজ কেটে দেয়া হোক।

সিংহ অবাক হয়ে বলল, কেন?

তাহলে রাজাকে চিনতে সুবিধা হবে। নয় তো অন্য কোনো শিয়াল দেখেও কেউ কেউ তাকেই রাজা ভাবতে পারে।

সব শিয়ালদের লেজ কেটে দেয়া হলো। তখন বনের রাজা ঘোষণা করলেন, লেজ নেই এমন কোনো পশু রাজা হতে পারবে না।

এক বছরের মধ্যে বনের চেহারা পাল্টে গেল। হরিণরা মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়ায়! পাখিরা গান গায় না। বানররা মনের আনন্দে ডালে ডালে কিচকিচ করে না। রাজার ভয়ে তারা অস্থির।

রাজাকে সবার মানতে হয়। রোজ একবার তাকে কুর্নিশ করতে হয়। পূর্ণিমার রাতে তার দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে বলতে হয়, শিয়াল নগরের শিয়াল রাজার জয় হোক।

শিয়াল বলল, প্রিয় প্রজারা, তোমরা সুখে আছ তো?

সবাই বলল, আছি আছি। সুখে আছি।

আনন্দে আছ তো?

আছি আছি, আনন্দে আছি।

গাধাদের বুদ্ধি তো খুব কম থাকে, কাজেই সে হঠাৎ বোকার মতো বলে ফেলল, আমরা সুখে নেই। কষ্টের মধ্যে আছি। সবাই কেন বলছে সুখে আছি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার এই কথায় শিয়ালের মুখ কালো হয়ে গেল। সে কড়া গলায় বলল, এই গাধা রাজাকে অপমান করার চেষ্টা করছে।

গাধা অবাক হয়ে বলল, আমি আবার আপনাকে কখন অপমান করলাম?

শিয়াল বলল, পুলিশ ওকে শাস্তি দাও।

ওন্নি বাঘ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে তার ঘাড় মটকে ফেলল। শিয়াল বলল, প্রিয় বন্ধুগণ, এই দেখো, রাজাকে অপমান করার শাস্তি। গাধা জাতটাই হচ্ছে খারাপ। সবসময় আজেবাজে কথা বলে। বাকি যেসব গাধা আছে তাদের সবার মুখ সেলাই করে দেয়া যাক। বানর, তুমি সুচ-সুতা নিয়ে এসে সবার মুখ সেলাই করে দাও।

একটা ভেড়া এই কথায় খুবই অবাক হয়ে বলল, মুখ সেলাই করলে ওরা কীভাবে খাবে!

তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমিও মনে হচ্ছে গাধাদের দলে। তোমার শাস্তি হওয়া দরকার। বাঘ, যাও ওর মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নাও।

ভেড়া বলল, আমার মুণ্ডু ছেঁড়া এত সহজ নয়। বনের রাজা। আমরা ভেড়ারা সবাই একসঙ্গে থাকি। বাঘ কাছে এলে শিং দিয়ে এমন গুঁতা দেব যে মজা টের পাবে।

বাঘ বলল, কথা ঠিক। ওদের শাস্তি না দেয়াই ভালো।

শিয়াল বলল, তাহলে বরং বন থেকে ওদের বের করে দাও।

কালো এবং পাহাড়ের মতো এক মহিষ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে উঠে দাঁড়াল। চকচক করছে তার বিরাট শিং। মহিষের চোখ লাল। টকটক করছে। যেন সে এক্ষুনি কারো উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। মহিষ ভারী গলায় বলল, বন থেকে বের করে দেবার কথা কী যেন শুনতে পাচ্ছি। কথাটা আমার ভালো লাগছে না। যে বনে জন্ম, সেই বনে থাকবে না, যাবে অন্য বনে— এ কেমন কথা?

সব ক'টা মহিষ একসঙ্গে মাথা নাড়াল। এক বুড়ো হরিণ বলল, অন্য বনের কেউ এসে রাজত্ব করবে, এটাই-বা কেমন কথা। শেয়ালকেই যদি রাজা বানাতে হয়, তাহলে আমরা আমাদের নিজেদের শেয়ালকেই বানাব।

সব হরিণ একসঙ্গে বলল, ঠিক ঠিক ঠিক।

টিয়া পাখিরা এক সঙ্গে ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ বলে ডাকে। টিয়া পাখিদের ট্যাঁ শব্দের মানে হচ্ছে— খাঁটি কথা।

শিয়াল রাজা হাসিমুখে বলল, এই বনের শিয়াল কী করে রাজা হবে বলো? ওদের তো লেজ নেই। রাজা হতে হলে লেজ লাগে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাগী মহিষ বলল, ওদের লেজ কে কাটিয়েছে এটা তো আমরা জানি। কী ভাইয়েরা, জানি না?

সব পশুরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল,

জানি জানি জানি।

শেয়ালের শয়তানি।

শেয়াল এই ছড়া শুনেই হাসিমুখে বলল, সামান্য জিনিসটা নিয়ে তোমরা এত হৈচৈ করছ কেন? গাধার মুখ সেলাইয়ের কথা থেকেই এতসব উল্টাপাল্টা ব্যাপার হচ্ছে। ওটা ছিল ঠাট্টা। পশুরা হচ্ছে আমার সন্তানের মতো, ওদের মুখ কী করে সেলাই করব বলো? ঠাট্টা করছিলাম।

রাগী মহিষ বলল, আমার কাছে তো ঠাট্টা বলে মনে হয় নি।

মনে হয় নি কারণ তোমার বুদ্ধি খুব সূক্ষ্ম। খুবই চিকন বুদ্ধির পশুরা ঠাট্টা বুঝতে পারে না। প্রিয় পশুসমাজ, এই চিকন বুদ্ধির মহিষকে আমি প্রধানমন্ত্রী বানাতে চাই। আপনারা ভোট দিন।

মহিষ বলল, আমি প্রধানমন্ত্রী হতে চাই না।

তাহলে তুমি কী হতে চাও বলো? যা চাইবে তাই হবে। তোমার বুদ্ধি দেখে আজ আমি খুব খুশি হয়েছি। বলো, তুমি কী চাও?

আমি চাই তুমি এ বন ছেড়ে চলে যাও। যেখান থেকে এসেছ সেখানে যাও। শেয়াল তাকাল বাঘের দিকে। বাঘ মুখ ফিরিয়ে নিল।

শেয়াল তাকাল সিংহের দিকে। সিংহ বলল, মহিষের কথাটা খারাপ না।

শেয়ালের মুখ শুকিয়ে গেল। সে তাকাল সব পশুদের দিকে। কী রকম চোখ করে সব পশুরা তার দিকে তাকাচ্ছে। কী সর্বনাশের কথা!

বনের একটা শেয়াল বলল, এর লেজটা কেটে দিলে কেমন হয়?

সব শেয়াল একসঙ্গে বলল, মন্দ হয় না। ভালো হয় খুবই ভালো হয়।

শেয়ালের কথা শেষ হবার আগেই কুমির এসে কুট করে কামড় দিয়ে শেয়ালের লেজ কেটে নিল।

শেয়াল চোখ লাল করে বলল, এটা কী হলো?

সব পশুরা মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, ভালোই হলো। হায়েনা হা হা করে হেসে উঠল।

গাছের উপর থেকে বানররা হাততালি দিতে লাগল। তাদের আনন্দের সীমা নেই। শেয়াল থমথমে গলায় বলল, রাজার সঙ্গে তোমরা খুবই বেয়াদবের মতো আচরণ করছ।

মহিষ বলল, তোমার লেজ নেই। তুমি এখন আর রাজা নও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারদিকে দারুণ হৈচৈ শুরু হলো। মহাআনন্দের হৈচৈ। সেই আনন্দ-উল্লাসের মাঝখান দিয়ে মাথা নিচু করে শেয়াল রওনা হলো নতুন কোনো বনের দিকে। যেখানে এখনো কোনো রাজা নেই।

সে মনে মনে ঠিক করে ফেলল— নতুন বনে গিয়ে বলবে— যে শেয়ালের লেজ নেই সে-ই হবে রাজা। এটাই নিয়ম।

শেয়াল হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। বনের শেষ প্রান্তে গিয়ে একবার পেছনে ফিরল। বনের সব পশুরা বলল, দূর হ দূর হ।

সজারু এগিয়ে গিয়ে বলল, আরেকবার যদি পেছনে তাকাবি, তাহলে কিন্তু চোখ গেলে দেব।

শেয়াল আর পেছনে তাকাল না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলুদ পরী

আগামীকাল সুমির জন্মদিন।

কেকের অর্ডার দেয়া হয়েছে।

মোমবাতিও কেনা হয়েছে। এই মোমবাতি কেনা নিয়ে সুমির মা এবং বাবার মধ্যে ছোটখাটো একটা ঝগড়াও হয়েছে। সুমির বাবা মনসুর সাহেব খুব চমৎকার চারটা মোমবাতি কিনে এনেছেন। সুমির মা তাই দেখে গম্ভীর। তিনি থমথমে গলায় বললেন, 'চারটা মোমবাতি কী মনে করে কিনলে?'

মনসুর সাহেব বললেন, 'চার বছর শেষ হচ্ছে, তাই চারটা।'

'পাঁচ বছর পড়ছে, মোমবাতি হবে পাঁচটা। এটাই নিয়ম।'

মনসুর সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বাচ্চার সামান্য একটা জন্মদিন। এর আবার এত নিয়ম-কানুন কিসের? চারটা এনেছি, এ-ই যথেষ্ট।'

'মোটেই যথেষ্ট নয়। সবকিছুর নিয়ম-কানুন আছে।'

সুমির মনটাই খারাপ হয়ে গেল। কী সামান্য জিনিস নিয়ে দু'জন ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছে! মা কথা বলছেন রাগী-রাগী গলায়। বাবা গম্ভীর। সুমি বলল, 'আমার জন্মদিন লাগবে না। তোমরা ঝগড়া করছ কেন?'

মনসুর সাহেব সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'ঝগড়া করলাম কোথায়? কোনো ঝগড়া হচ্ছে না। আমরা তর্ক করছি।'

'এমন রাগী-রাগী গলায় তর্ক করছ কেন?'

'আচ্ছা যাও, আর করব না। এখন বল তো জন্মদিনে কী চাও?'

'কিচ্ছু চাই না।'

'কিচ্ছু চাই না বললে তো হবে না, কিছু একটা চাইতে হবে।'

'না, আমার কিচ্ছু চাই না। জন্মদিনও লাগবে না।'

মনসুর সাহেব খুব হাসলেন। সুমিকে আদর করলেন। পেটে কাতুকুতু দিয়ে হাসালেন। তারপর বললেন, 'এবার বল কী চাই?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুমি বলল, 'আমাকে একটা হলুদ পরী দিও বাবা।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, দেব।'

সুমির মা বললেন, 'আমি কী দেব?'

'তুমি দেবে চকলেট।'

'আচ্ছা দেব। এক বাক্স চকলেট।'

সুমির ধারণা হল, বাবা-মার ঝগড়াটা মিটে গেছে। সে ঘর সাজানো দেখতে গেল। ঘর সাজাচ্ছেন পল্টু মামা। পল্টু মামা আর্ট কলেজে পড়েন। তিনি লাল-নীল কাগজ দিয়ে যা সুন্দর করে ঘর সাজাচ্ছেন! দেখে সুমির মন খারাপ হয়ে গেল। কারণ জন্মদিন শেষ হয়ে গেলেই এ সব খুলে ফেলা হবে।

পল্টু মামা বললেন, 'দেখলি, কেমন ইন্দ্রপুরী বানিয়ে দিচ্ছি।'

সুমি বলল, 'ইন্দুপুরী কী মামা?'

'ইন্দ্রের প্রাসাদের নাম ইন্দ্রপুরী।'

'প্রাসাদ কী মামা?'

'যা তো এখন। এত কি কি করলে কাজ করতে পারব না, রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর গল্প শোনাব।'

সুমি হাসতে হাসতে নিজের ঘরে চলে গেল। পল্টু মামার গল্প যা সুন্দর! ভয়ের গল্প শুনলে ভয়ে কান্না পেয়ে যায়। হাসির গল্প শুনলে হাসতে হাসতে পেট ব্যথা করে।

রাতে খাবার টেবিলে আবার সুমির বাবা এবং মার ঝগড়া বেধে গেল। সুমির বা বললেন, 'সামান্য একটা জিনিসও দেখে-শুনে কিনতে পার না। জন্মদিনের মোমবাতি একেকটা কলা গাছের মতো মোটা। কেকের উপর বসালে তো আর কেকই দেখা যাবে না।'

এর উত্তরে সুমির বাবা ইংরেজিতে কী যেন বললেন। নিশ্চয়ই খুব রাগের কথা। কারণ এটা শুনেই সুমির মা রেগে গেলেন এবং তিনিও ইংরেজিতে হড়বড় করে কী সব বলতে লাগলেন।

পল্টু মামা বললেন, 'তোমরা দুজন মিনিটে মিনিটে ঝগড়া কর কেন বল তো? তাও এই বাচ্চা মেয়ের সামনে। যা করতে হয় আড়ালে কর।'

পল্টু মামার কথার সঙ্গে সঙ্গে দুজনের মুখ হাসি-হাসি হয়ে গেল। কিন্তু সুমি বুঝতে পারছে এটা সত্যিকারে হাসি নয়। সে চলে গেলেই আবার তারা ঝগড়া শুরু করবে। বড়রা এ রকম কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুমির খুব মন খারাপ হল। পল্টু মামা এমন মজার মজার গল্প করলেন, তবু তার মন খারাপ ভাবটা কাটল না। এক সময় বলেই ফেলল, 'বড়রা এত ঝগড়া করে কেন মামা?'

পল্টু মামা সুমির মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, 'এটা হচ্ছে বড়দের স্বভাব।'

'এত খারাপ স্বভাব কেন বড়দের?'

'তা তো বলতে পারলাম না।'

'তুমিও তো বড়। কই, তুমি তো ঝগড়া কর না।'

'বিয়ে করিনি তো এখনো, তাই করি না। বিয়ে করবার পর দেখবি আমি শুরু করেছি। এখন ঘুমিয়ে পড়। কাল জন্মদিন, সকাল-সকাল উঠতে হবে।'

জন্মদিনের শুরুটা হল খুব সুন্দর। ভোরবেলা থেকে সবাই টেলিফোন করছে-হ্যাপি বার্থডে সুমি। শুভ জন্মদিন সুমি। জন্মদিনের শুভেচ্ছা নাও সুমি।

একেকবার টেলিফোন আসে আর কী যে ভালো লাগে সুমির! বিকেল থেকেই খালা এবং ফুপুরা আসতে শুরু করলেন। বাড়ি ভর্তি হয়ে গেল মানুষ। কেক কাটা হল। জন্মদিনের গান গাওয়া হল। তারপর শুরু হল জন্মদিনের উপহারের প্যাকেট খোলার পালা।

সুমির বাবা সুন্দর কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট দিয়ে বললেন, 'তোমার হলুদ পরী বাজারে কোথাও খুঁজে পাইনি, তার বদলে নিয়ে এসেছি রিমোট কন্ট্রোল মোটর কার।'

সুমি বলল, 'আমি তো সত্যিকারের পরী চেয়েছি।'

'সত্যিকারের পরী মানে?'

'যে পরী আকাশে উড়তে পারে। কথা বলতে পারে। গান গাইতে পারে। নাচতে পারে।'

সুমির বাবা বললেন, 'এই মেয়েটা বলে কী! সত্যিকারের পরী বলে কিছু আছে না-কি?'

'আছে, একশ বার আছে।'

সুমির কথায় সবাই হেসে উঠল। এমন রাগ লাগল সুমির যে কান্না পেয়ে গেল। সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আমি সত্যিকারের পরী ছাড়া কিচ্ছু নেব না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুমির মা রাগী গলায় বললেন, 'ছেলেমানুষি করবে না সুমি, পরী, ভূত, পেত্নী এসব গল্পের বইয়ে থাকে। রূপকথায় থাকে। সত্যিকারের এসব কিছু নেই।'

'আছে, একশ বার আছে।'

'না নেই। আমি যা বলছি শোন। তোমার বাবার উপহার হাতে নাও। সবাইকে দেখাও।'

সুমি রিমোট কন্ট্রোল কারের প্যাকেটটা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিল। বাবা এবং মা দু'জনের মুখই গম্ভীর হয়ে গেল। সুমির বড় ফুপু বললেন, 'বাচ্চাদের এসব রূপকথার গল্প আসলে শোনাতে নেই। এতে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ধারণা তৈরি হয়। ভূত, প্রেত, রাক্ষস-খোক্কস নিয়ে দিন-রাত ভাবে, সাহস কমে যায়।'

সুমির বাবা বললেন, 'প্যাকেটটা হাতে নাও, নয়ত আমি খুব রাগ করব।'

সুমি প্যাকেট হাতে নিল না। কান্না কান্না গলায় বলল, 'তুমি বলেছিলে পরী এনে দেবে। এনে দাওনি, আমি ভাত খাব না, কিচ্ছু খাব না।'

সুমির মা এসে মেয়ের গালে একটা চড় বসিয়ে দিলেন। জন্মদিনের আসরটা নষ্ট হয়ে গেল। সুমি রাতে কিছু খেল না। একা একা নিজের বিছানায় শুয়ে রইল। পল্টু মামা অনেক সাধাসাধি করলেন। সে খাবেই না।

মা এসে সুমির বিছানার পাশের টেবিলে ঢাকা দেয়া বাটি এনে রাখলেন এবং কড়া গলায় বললেন, 'আমি তোমাকে খেতে বলব না। তবে তোমার যদি খেতে ইচ্ছে হয় তাহলে খাবে।'

'আমি খাব না।'

'বেশ। না খেতে চাইলে না খাবে।'

সুমির মা চলে গেলেন। যাবার আগে নীল বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন। মশারি গুঁজে দিলেন এবং বললেন, 'রূপকথার বইয়ে অনেক কথাই থাকে। তার কোনোটাই ঠিক না। সেখানে বাঘ মানুষের মতো কথা বলে। কিন্তু তা কী সম্ভব? বাঘ কী মানুষের মতো কথা বলতে পারে? কতদিন তো তুমি চিড়িয়াখানায় গিয়েছ। বাঘকে কোনোদিন মানুষের মতো কথা বলতে শুনেছ?'

সুমি জবাব দিল না। মা তাঁর ঘরে চলে গেলেন। সুমির ঘরটা মার ঘরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গেই, মাঝখানে শুধু একটা দরজা। দরজাটা ভেজানো থাকে। কখনো লাগানো হয় না। সুমি রোজ মাঝরাতে উঠে বাবা-মার ঘরে চলে যায়। দু'জনের মাঝখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

সুমি মনে মনে ভাবল আজ রাতে সে যাবে না। কিছুতেই যাবে না। আজ কেন, কোনোদিনই যাবে না। সে অনেকক্ষণ কাঁদল। এক সময় কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল অনেক রাতে। ঘুম ভেঙেই মনে হল ঘরটা যেন কেমন অন্যরকম লাগছে। শোবার সময় নীল আলো ছিল, এখন কেমন হলুদ আলো। চারদিকে মিষ্টি গন্ধ। ঝুনঝুন শব্দ হচ্ছে। যেন নূপুর পায়ে কে যেন হাঁটছে। আবার খিলখিল করে কে যেন হাসল।

'এই সুমি।'

সুমি চমকে উঠল। অদ্ভুত কাণ্ড! দুটি হলুদ পরী হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। তারা সুমির চেয়ে অল্প একটু বড়। দু'জনের মুখ দেখতে অবিকল এক রকম, যেন দু'জন জমজ বোন। গায়ের রঙ গাঢ় হলুদ–যেন সোনা দিয়ে তৈরি। তাদের গা থেকে চাপা হলুদ আভা বেরুচ্ছে। তাদের পাখা হালকা সবুজ রঙের, তার উপর সোনালি দাগ কাটা। দু'জন একসঙ্গে বলল,

'কথা বলছ না কেন সুমি?'

'তোমরা কে?'

'ও-মা, আমাদের চিনতে পারছ না! আমরা হলুদ পরী।'

'কখন এসেছ?'

'অনেকক্ষণ আগে এসেছি। কত নাচলাম, গান গাইলাম, কিছুতেই আর তোমার ঘুম ভাঙে না।'

সুমি মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। এই তো হলুদ পরী। গল্পের বইয়ের ছবির চেয়েও বেশি সুন্দর। সুমি বলল, 'তোমরা কি দুই বোন?'

'না, আমরা দুই বোন না। সব পরীরা দেখতে এক রকম হয়, তুমি জান না?'

'না তো।'

'এস আমরা এক সঙ্গে নাচি।'

'আমি তো কোনো নাচ জানি না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

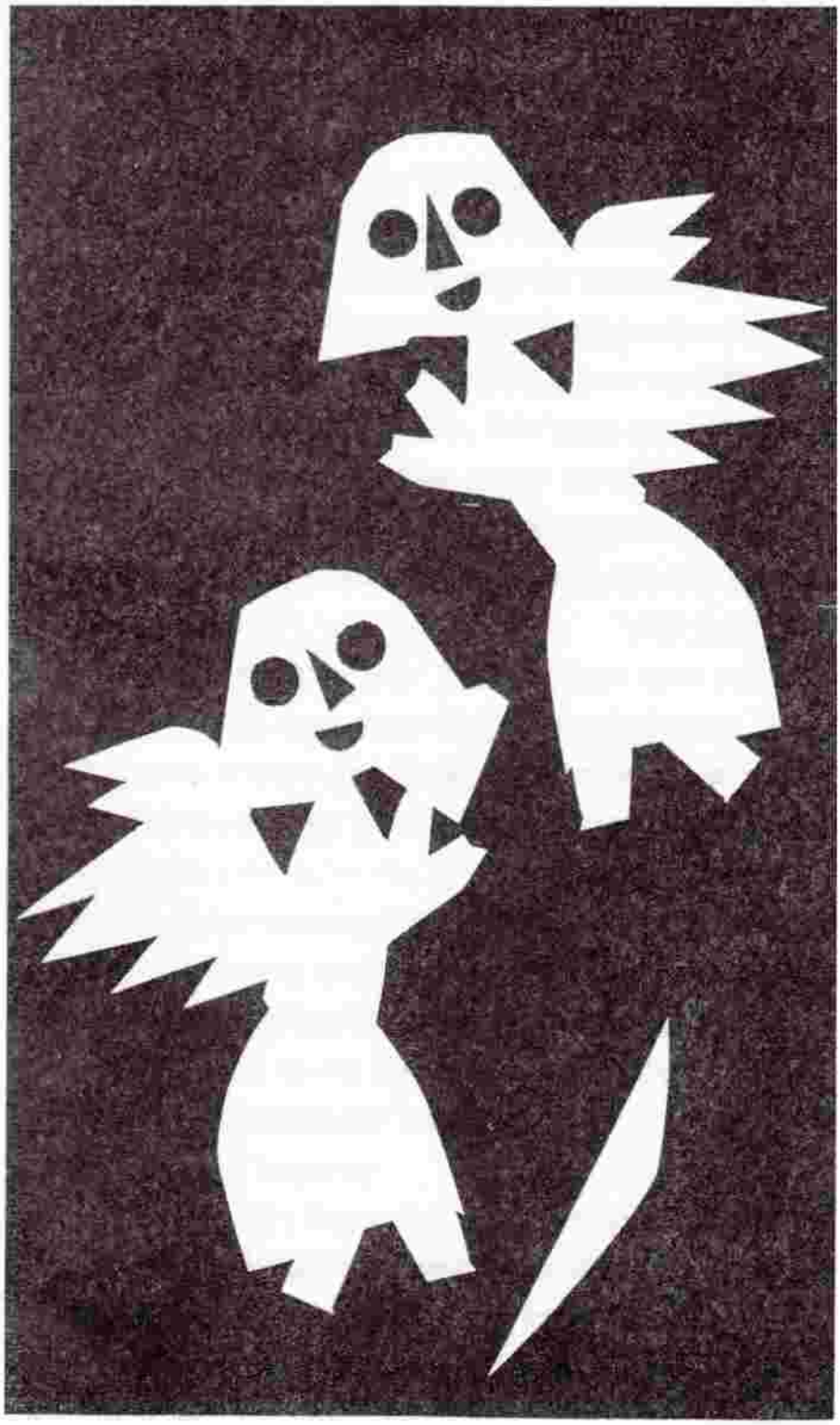

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কোনো নাচ জান না?'

'একটা শুধু জানি–আইলো দেয়া ঈশানে।'

একটা পরী ফিক করে হেসে ফেলে বলল, 'আইলো দেয়া ঈশানে আবার কি? এর মানে কি?'

'মানে জানি না, শুধু নাচটা জানি।'

'এসো তাহলে তাই নাচি।'

'কিন্তু মা আর বাবা যদি জেগে যায়?'

'জেগে গেলে জাগবে।'

'ওরা কী বলে জান? ওরা বলে পরী বলে কিছু নেই।'

'তাহলে আমরা কারা?'

পরী দুটি খুব হাসতে লাগল। একজন বলল, 'মানুষদের বেলায় উল্টা নিয়ম। মানুষ যত বড় হয় তত তাদের বুদ্ধি কমতে থাকে।'

অন্য পরীটা বলল, 'নাচতে-নাচতে আমার খিদে লেগে গেছে। আমাকে কিছু খাওয়াবে সুমি?'

'ঐ তো খাবার ঢাকা দেয়া আছে, খাও না। আমার জন্মদিনের খাবার।'

পরী দু'জন টুকটুক করে সবটা খাবার খেয়ে ফেলল। ওদের খাবার নিয়ম খুব অদ্ভুত। খাবারটা মুখে দিয়েই চোখ বন্ধ করে ফেলবে। চিবাতে থাকবে অনেকক্ষণ ধরে। চোখ বন্ধই থাকবে, খুলবে না। খাবারটা পুরোপুরি গিলে ফেলার পর তাকাবে।

সুমি ভাই, 'আমরা এখন যাব।'

'আবার এস।'

'উঁহু আর আসব না। একজন মানুষের কাছে আমরা একবারই আসি। তাও সবার কাছে না।'

সুমি বলল, 'আমার খুব ইচ্ছা করছে বাবা-মাকে ডেকে এনে তোমাদের দেখাই।'

'যাও ডেকে নিয়ে এস।'

'না ডাকব না। আমি তাদের উপর খুব রাগ করেছি।'

'কেন? তারা পরী বিশ্বাস করে না, এই জন্যে?'

'উঁহু। তারা শুধু নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে, এই জন্যে।'

পরী দুটি এই কথায় আবার খিলখিল করে হেসে উঠল। পাশের ঘর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে সুমির বাবা বললেন, 'কে হাসে? কে?'

একটি পরী ফিসফিস করে বলল, 'সুমি, তুমি ঘুমের ভান করে পড়ে থাক। দেখবে কী মজা হয়!'

সুমি চট করে মশারির ভেতর চলে গেল। চাদর টেনে দিল।

পরী দুটি হাসছেই। কী সুন্দর রিনরিন ঝিনঝিন শব্দ হচ্ছে!

সুমির বাবা আবার বললেন, 'ও ঘরে কে?' এই বলে তিনি ঘরের বাতি জ্বালালেন। সুমির মাকে ডাকলেন। তাঁরা দু'জনই একসময় সুমির ঘরে ঢুকে হতভম্ব হয়ে গেলেন। সুমির বাবা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'এসব কী! এরা কারা!'

সুমির মার মুখে কোনো কথা নেই। তিনি থরথর করে কাঁপছেন। ভয়ে তাঁর গলা দিয়ে শব্দ বেরুচ্ছে না।'

সুমির বাবা বললেন, 'এটা সত্যি নয়। এটা স্বপ্ন।'

একটি পরী হাসতে হাসতে বলল, 'মোটেই স্বপ্ন নয়। গায়ে চিমটি কেটে দেখুন। ব্যথা লাগবে।'

'তোমরা কারা?'

'পাখা দেখেও চিনতে পারছেন না? আমরা হলুদ পরী।'

সুমির মা ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'ও পল্টু, ও পল্টু। তাড়াতাড়ি আয়।'

সুমি শুনতে পেল, পাশের ঘরে পল্টু মামা জেগে উঠেছেন। চটিপায়ে ফটফট করে এদিকে আসছেন। একটি পরী সেই শব্দ পেয়ে জানালায় উঠে বাইরে ঝাঁপ দিল। ডানা ঝাপটে আকাশে উঠে গেল। অন্য পরীটি বলল, 'আপনারা দুজ'ন শুধু ঝগড়া করেন কেন? আর করবেন না, কেমন?'

এই বলে সে-ও জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। সুমির মা ছুটে এসে সুমিকে জড়িয়ে ধরলেন।

সুমি বলল, 'কী হয়েছে মা?'

'না না, কিছু হয়নি। কিছু হয়নি।'

পল্টু মামাও ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে বললেন, 'রাত দুপুরে সবাই জেগে! ব্যাপারটা কী?'

সুমির বাবা বললেন, 'কী যেন দেখলাম।'

কী দেখলেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না মানে বুঝতে পারছি না। চোখের ভুল বোধহয়। মনে হল যেন...

'যেন কি?'

'না মানে'...

সুমির বাবা কথা শেষ করলেন না, তাকালেন সুমির মার দিকে।

এই ঘটনা অনেকদিন আগের। এখন সুমি অনেক বড় হয়েছে। হলিক্রস কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। সুমির নিজেরও সবকিছু পরিষ্কার মনে নেই। শুধু মনে আছে এক রাতে দুটি পরী এসেছিল তার ঘরে। সেই রাত থেকে তার বাবা-মা বদলে গেছেন। কখনো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করেন না। দু'জনের মধ্যে খুব ভাব। এত ভাব যে মাঝে-মাঝে সুমির নিজেরই হিংসা করে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীল হাতী

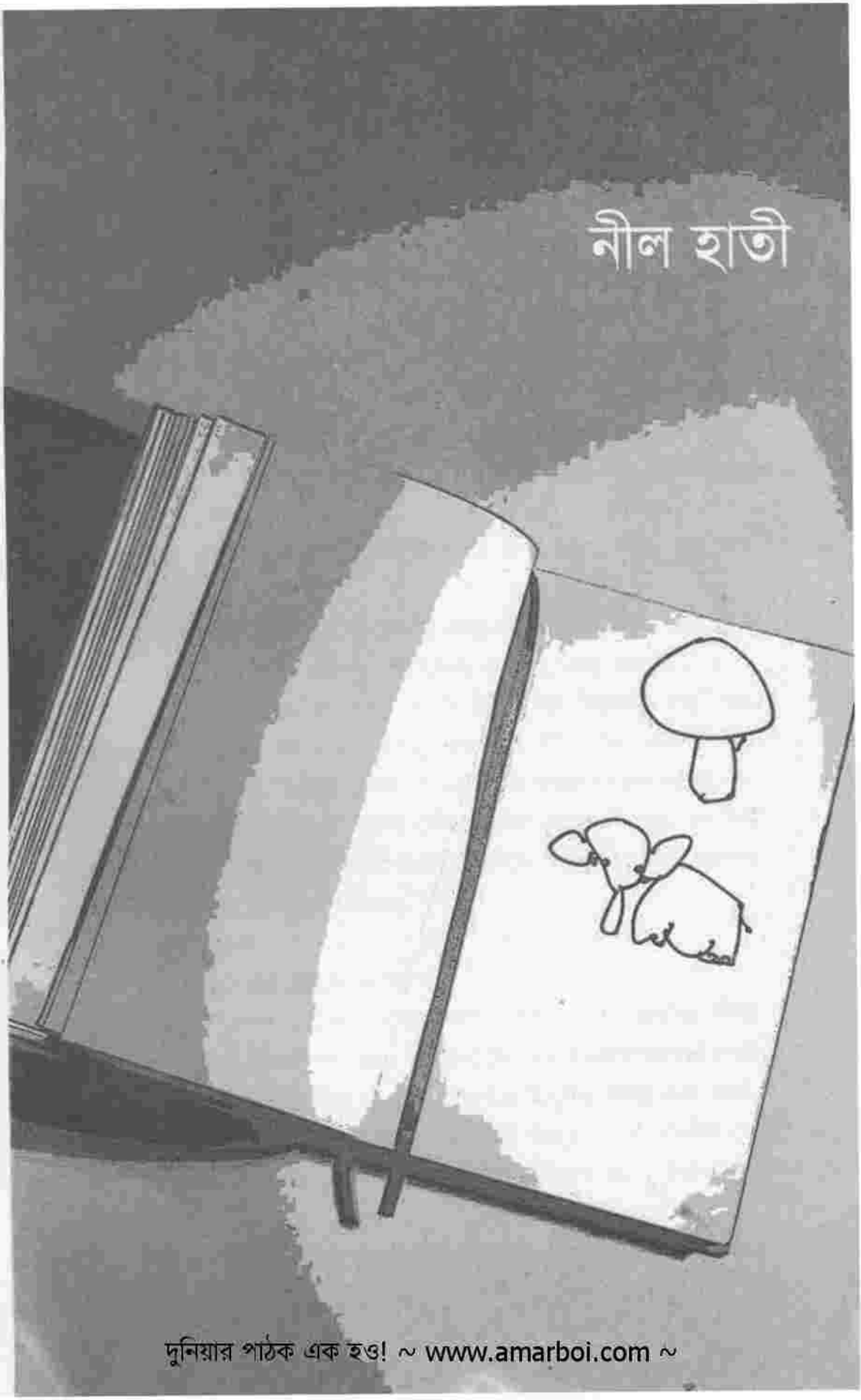

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীল হাতী

নীলুর যে মামা আমেরিকা থাকেন তাকে সে কখনো দেখেনি। নীলুর জন্মের আগেই তিনি চলে গিয়েছিলেন। আর ফেরেননি। নীলুর এই মামার কথা বাসার সবাই বলাবলি করে। মা প্রায়ই বলেন, আহ্ সঞ্জুটা একবার যদি দেশে আসতো।

কিন্তু নীলুর সেই মামা নাকি আর দেশে ফিরবেন না। কোনদিন না। একবার নানিজানের খুব অসুখ হলো। টেলিগ্রাম করা হলো সঞ্জু মামাকে। সবাই ভাবলো এবার বুঝি আসবে। তাও আসলো না। নীলুর বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, মেম সাহেব বিয়ে করে ফেলেছে এখন কি আর আসবে?

নীলুর খুব ইচ্ছে করে সেই মামাকে আর তার মেম সাহেব বৌকে দেখতে। কিন্তু তার ইচ্ছে হলেই তো হবে না, মামা তো আর ফিরবেই না দেশে। কাজেই অনেক ভেবেচিন্তে নীলু এক কাণ্ড করলো। চিঠি লিখে ফেললো মামাকে। চিঠিতে বড় বড় করে লিখলো–

মামা,

আপনি কেমন আছেন? আমার নাম নীলু।

আপনাকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

আর মেম সাহেব মামিকে দেখতে ইচ্ছে করে।

ইতি–

নীলু

সেই চিঠির উল্টো পিঠে সে আঁকলো পাখি আর সূর্যের ছবি। আর আঁকলো মস্ত বড় নদী। সেই নদীতে পাল তুলে নৌকা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে ভারি সুন্দর হলো ছবিটা। নীলু ভাবলো, এইবার মামা নিশ্চয়ই আসবে।

মামা কিন্তু আসলো না। একদিন দু'দিন হয়ে গেলো তবু না। মামা চিঠির জবাবও পর্যন্ত দিল না। অপেক্ষা করতে করতে নীলু ভুলেই গেল যে, সে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামাকে চিঠি লিখেছিলো। তার পরেই এক কাণ্ড।

সেদিন নীলুর খুব দাঁত ব্যথা। সে স্কুলে যায়নি। গলায় মাফলার জড়িয়ে একা একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। এমন সময় ভিজতে ভিজতে পিয়ন এসে হাজির।

এই বাড়িতে নীলু নামে কেউ থাকে?

নীলু আশ্চর্য হয়ে বললো–

হ্যাঁ। আমার নাম নীলু।

পিয়নটি গম্ভীর হয়ে বললো, নিচে নেমো এসো খুকী। তোমার জন্যে আমেরিকা থেকে কে একজন একটা উপহার পাঠিয়েছে। নাম সই করে নিয়ে যাও। নাম লিখতে পারো খুকী?

হ্যাঁ, পারি।

নীলু উপহারের প্যাকেটটটি খুব সাবধানে খুললো। পিয়ন তখনো যায়নি, পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। প্যাকেটের ভেতর থেকে বেরুল নীল রঙের একটা হাতি। গলায় রুপোর ঘণ্টা বাজছে টুন টুন করে। হাতির শুঁড় আপনা থেকেই দুলছে। মাঝে মাঝে আবার কান নাড়াচ্ছে।

এত সুন্দর হাতি নীলু এর আগে আর কখনো দেখেনি। শুধু নীলু নয়, তার আব্বাও এত সুন্দর হাতি দেখেননি। অফিস থেকে ফিরেই তিনি দেখলেন তাঁর টেবিলে নীল হাতি শুঁড় দোলাচ্ছে। তিনি অবাক হয়ে বললেন, আরে, কে আনলো এটা? বড় সুন্দর তো!

নীলু বললো, সন্তু মামা পাঠিয়েছেন। দেখেন আব্বা আপনা আপনি ঘণ্টা বাজে।

তাইতো তাইতো।

নীলুর মা নিজেও এত সুন্দর হাতি দেখেননি। তিনি কতবার যে বললেন–চাবি ছাড়াই শুঁড় দোলায় কি করে? ভারি অদ্ভুত তো? নিশ্চয়ই খুব দামি জিনিস।

সন্ধ্যাবেলা নীলুর স্যার এলেন পড়াতে। মা বললেন– পড়তে যাও নীলু আর হাতি শো-কেসে তালা বন্ধ করে রাখো। নয়তো আবার ভেঙে ফেলবে।

মার যে কথা, এত সুন্দর জিনিস বুঝি শো-কেসে তুলে রাখবে? হাতি থাকবে তার নিজের কাছে। রাত্রে নীলুর পাশের বালিশে ঘুম পাড়িয়ে রাখবে। অনেক রাত্রে যদি তার ঘুম ভাঙে, তাহলে সে খেলবে হাতির সঙ্গে।

মা কিন্তু সত্যি সত্যি শো-কেসে হাতি তালাবদ্ধ করে রাখলেন। নীলুকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন, সব সময় এটা হাতে করে রাখবার দরকার কি? যখন বন্ধু-বান্ধব আসবে তখন বের করে দেখাবে। এখন যাও স্যারের কাছে পড়তে।

নীলু কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, স্যারকে দেখাতে নিয়ে যাই মা?

উঁহু পড়া শেষ করে স্যারকে দেখাবে। এখন যাও বই নিয়ে।

হাতিকে রেখে যেতে নীলুর যে কি খারাপ লাগছিলো। তার চোখ ছল ছল করতে লাগলো। একবার ইচ্ছে করলো কেঁদে ফেলবে। কিন্তু বড় মেয়েদের তো কাঁদতে নেই, তাই কাঁদলো না।

অনেকক্ষণ স্যার পড়ালেন নীলুকে। যখন তার যাবার সময় হলো তখন নীলু বললো–স্যার একটা জিনিস দেখবেন?

কি জিনিস?

একটা নীল হাতি? আমার মামা পাঠিয়েছেন আমেরিকা থেকে।

কোথায় দেখি!

নীলু স্যারকে বসবার ঘরে নিয়ে এল। তিনি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন। শেষে বললেন,–এত সুন্দর!

জ্বি স্যার, খুব সুন্দর। গলার ঘণ্টাটা রুপোর তৈরি।

তাই না-কি?

জ্বি।

স্যার চলে যাবার পরও নীলু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো শো-কেসের সামনে। মা যখন ভাত খেতে ডাকলেন, তখন আবার বললো–দাওনা মা শুধু আজ রাতের জন্যে।

না নীলু। শুধু বিরক্ত কর তুমি।

নীলুর এত মন খারাপ হলো যে, ঘুমুতে গিয়ে অনেকক্ষণ কাঁদলো একা একা। আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখলো।

যেন একটা বিরাট বড় বন। সেই বনে অসংখ্য পশু পাখি। নীলু তাদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটুও ভয় করছে না। তার নীল হাতিও আছে তার সঙ্গে। টুন টুন ঝুন ঝুন করে তার গলায় রুপোর ঘণ্টা বাজছে। বনের সব পশু পাখি অবাক হয়ে দেখছে তাদের। একটি সিংহ জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে ভাই?

নীলু বললো, আমি এই বনের রানী। আমার নাম নীলাঞ্জনা। আর এই নীল হাতি আমার বন্ধু।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরদিন স্কুল থেকে নীলুর বন্ধুরা আসলো হাতি দেখতে। শায়লা, বীনু, আভা সবাই শুধু হাতির গায়ে হাত বুলোতে চায়।

বীনু বললো, এত সুন্দর হাতি শুধু আমেরিকায় পাওয়া যায় তাই না নীলু?

নীলু গম্ভীর হয়ে বললো, হ্যাঁ।

শায়লার বড় ভাই থাকেন জাপানে। সে বললো, জাপানে পাওয়া গেলে আমার বড় ভাই নিশ্চয়ই পাঠাতো।

আভা বললো, হাতিটাকে একটু কোলে নেব নীলু, তোমার মা বকবে না তো?

না বকবে না, নাও।

সবাই তারা অনেকক্ষণ করে কোলে রাখলো হাতি। আর হাতিটাও খুব শুঁড় দোলাতে লাগলো, কান নাড়তে লাগলো। ঝুন ঝুন টুন টুন করে ঘণ্টা বাজাতে লাগলো।

হাতি দেখতে শুধু যে নীলুর বন্ধুরাই আসলো, তাই নয়। নীলুর বড় খালা আসলেন, চাচারা আসলেন। আম্মার এক বান্ধবীও এসে হাতি দেখে গেলেন। নীলু স্কুলে গেলে অন্য ক্লাসের মেয়েরা এসে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার না-কি ভাই খুব চমৎকার একটা নীল হাতি আছে?

কিন্তু ঠিক দু'দিনের দিন সব কিছু পালট হয়ে গেল। সেদিন নীলুর মার এক বান্ধবী এসেছে বেড়াতে। তাঁর সঙ্গে এসেছে তাঁর ছোট্ট ছেলে টিটো। এসেই ছেলেটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কান্না। কিছুতেই কান্না থামে না। নীলুর মা বললেন, যাও তো নীলু, টিটোকে তোমার ছবির বই দেখাও। নীলু ছবির বই আনতেই সে একটানে ছবির বই-এর পাতা ছিঁড়ে ফেললো। এমন পাজি ছেলে।

নীলুর মা বললেন, মিষ্টি খাবে টিটো। চমচম খাবে?

না।

সরবত খাবে?

উঁহু।

এমন কাঁদুনে ছেলে নীলু সারা জীবনেও দেখেনি। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে আবার গলা ছেড়ে কেঁদে ওঠে। শেষে নীলুর মা বললেন, হাতি দেখবে টিটো? দেখ কি সুন্দর একটা হাতি।

ও মা কি কাণ্ড! হাতি দেখেই কান্না থেমে গেল বাবুর। তখন তার সে কি হাসির ঘটা। নীলুর ভয় ভয় করতে লাগলো যদি হাত থেকে ফেলে ভেঙে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

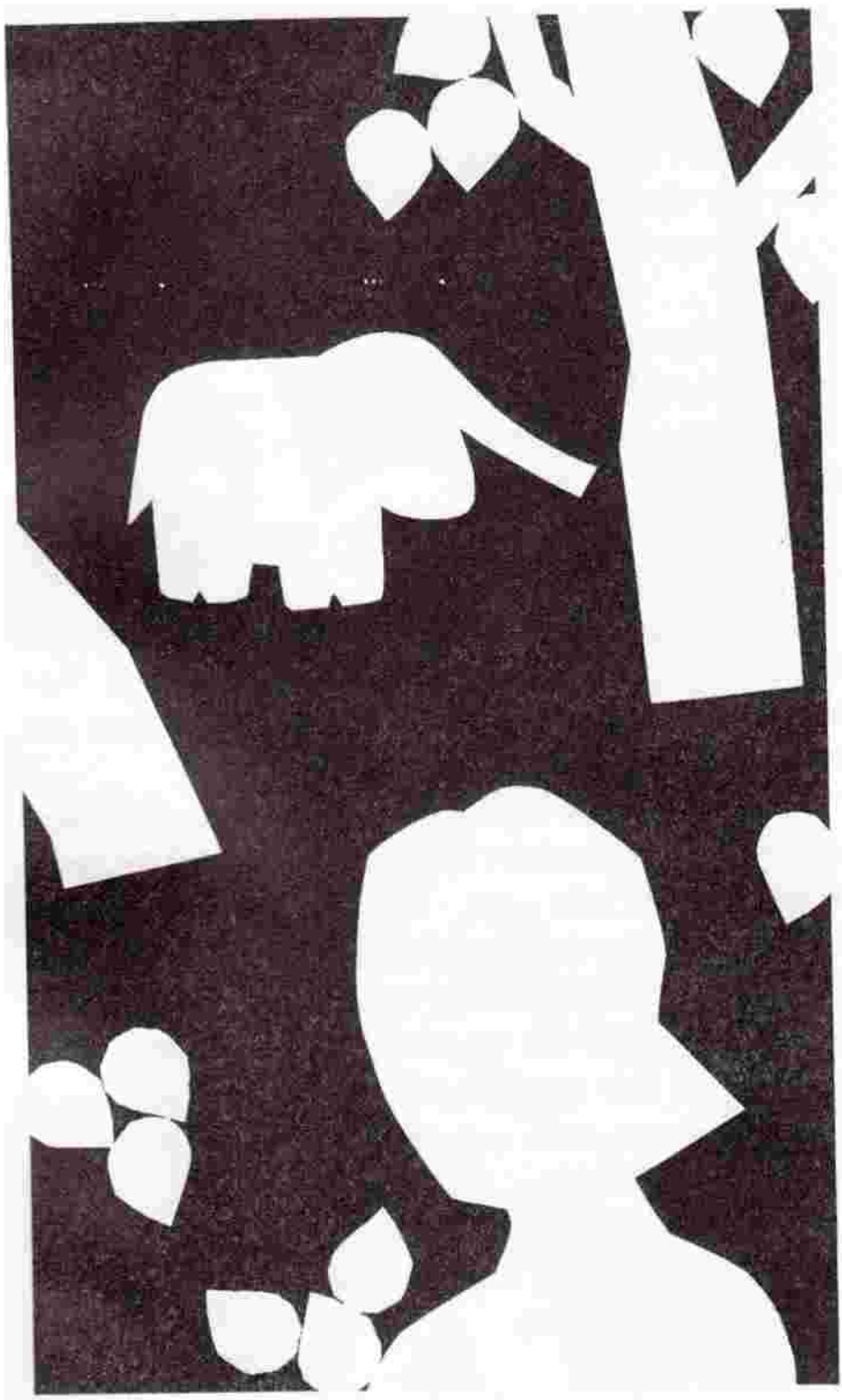

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়! একবার ইচ্ছে হল বলে, এত শক্ত করে ধরে না টিটো। টেবিলের উপর রেখে দেখ। এত শক্ত করে চেপে ধরলে ভেঙে যাবে যে!

কিন্তু নীলু কিছু বললো না।

মেহমানরা অনেকক্ষণ থাকলেন। চা খেলেন, টি.ভি. দেখলেন। আর টিটো সারাক্ষণ হাতি নিয়ে খেলতে লাগলো। যখন তাদের যাবার সময় হলো তখন টিটো গম্ভীর হয়ে বললো, এই হাতিটা আমি নেব।

ধরাস করে উঠলো নীলুর বুক। টিটোর মা বললেন, ছিঃ টিটো, এটাতো নীলুর!

হোক নীলুর আমি নেব। এই বলেই সে আকাশ ফাটিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। কিছুতেই কান্না থামানো যায় না। নীলুর মা বললেন, টিটো হাতিটা নীলুর খুব আদরের। তুমি এই জিরাফটা নাও। দেখ কি চমৎকার লম্বা গলা জিরাফের।

টিটো জিরাফের দিকে ফিরেও তাকাল না। হাতিটাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগলো।

নীলুর মনে হলো তার গলার কাছে শক্ত একটা কি যেন জমাট বেঁধে আছে। সে যেন কেঁদে ফেলবে তক্ষুণি। নীলু দৌড়ে চলে গেল ছাদে। ছাদে একা একা কাঁদতে কাঁদতে বললো, আমি আমার নীল হাতি কিছুতেই দেব না, কিছুতেই দেব না।

অনেক পরে মা এসে নীলুকে ছাদ থেকে নামিয়ে নিয়ে গেলেন। শান্ত স্বরে বললেন, এত সামান্য জিনিস নিয়ে এত কাঁদতে আছে নীলু ছিঃ! খেলনা কি কোন বড় জিনিস নাকি?

নীলু বললো, টিটো কি আমার হাতি নিয়ে গেছে?

নীলুর মা চুপ করে রইলেন। নীলু বসবার ঘরে এসে দেখে শো-কেসে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে নীল হাতি শুঁড় দোলাতো সেখানে কিছু নেই।

নীলু বললো, টিটো আমার হাতি নিয়ে গেছে মা?

নীলুর মা বললেন, তোমার মামাকে চিঠি লিখবো, দেখবে এরচে' অনেক সুন্দর আরেকটা হাতি পাঠাবে।

নীলু কথা বললো না।

রাতের বেলা অল্প চারটা ভাত মুখে দিয়েই উঠে পড়লো নীলু। বাবা বললেন, ভাত খেলে না যে মা?

ক্ষিদে নেই বাবা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিনেমা দেখবে মা? চলো একটা সিনেমা দেখে আসি।

না।

গল্পের বই কিনবে? চলো বই কিনে দেই।

চাই না গল্পের বই।

লাল জুতো কিনতে চেয়েছিলে, চলো কিনে দেব।

আমার কিচ্ছু চাই না বাবা। নীলু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

সেই রাতে খুব জ্যোৎস্না হয়েছে। ছোট চাচা ছাদে মাদুর পেতে শুয়েছেন। নীলুও তার ছোট্ট বালিশ এনে শুয়েছে তার চাচার পাশে। চাচা নীলুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, হাতিটার জন্যে তোমার খুব খারাপ লাগছে মা?

হ্যাঁ।

আমারো লাগছে। টিটোর শখ মিটে গেলে আমরা ঐ হাতি নিয়ে আসবো, কেমন?

নীলু চুপ করে রইলো।

ছোট চাচা বললেন, গল্প শুনবে মা?

বলো।

কিসের গল্প শুনবে?

নীলু মৃদু স্বরে বললো, হাতির গল্প।

ছোট চাচা বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে গল্প শুরু করলেন।

আমাদের গ্রামের বাড়ি হিরণপুরে রহিম শেখ নামে একজন খুব ধনী লোক ছিলেন। তাঁর একটি মাদি হাতি ছিল।

সত্যিকারের হাতি চাচা?

হ্যাঁ মা। প্রকাণ্ড হাতি। রহিম শেখ খুব ভালবাসতো হাতিটাকে। ঠিক তোমার মতো ভালবাসতো।

সেই হাতিটার গায়ের রঙ কি নীল?

'না মা মেটে রঙের হাতি ছিল সেটি। তারপর একদিন হঠাৎ করে হাতিটা পালিয়ে গেল গারো পাহাড়ে। চার বছর আর কোনো খবর পাওয়া গেলো না। রহিম শেখ কত জায়গায় যে খোঁজ করলো! কোন খবর নেই। হাতির শোকে অস্থির হয়ে গিয়েছিলো সে। রাতে ঘুমুতো না। শুধু বলতো, 'আমার হাতি যদি রাতে ফিরে আসে?'

তারপর এক রাতে খুব ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলো। বাতাসের গর্জনে কান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাতা দায়। এমন সময় রহিম শেখ শুনলো, কে যেন তার ঘরের দরজা ঠেলছে। রহিম শেখ চেঁচিয়ে বললো, 'কে?' ওমনি ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে হাতি ডেকে উঠলো। রহিম শেখ হতভম্ব হয়ে দেখলো, চার বছর পর হাতি ফিরে এসেছে। তার সঙ্গে ছোট্ট একটা বাচ্চা। আশেপাশের গ্রামের কত লোক যে সেই হাতি দেখতে আসলো।

তুমি গিয়েছিলে।

হ্যাঁ মা গিয়েছিলাম। হাতির বাচ্চাটা ভীষণ দুষ্ট ছিল। পুকুরে নেমে খুব ঝাঁপাঝাঁপি করতো। দরজা খোলা পেলেই মানুষের ঘরে ঢুকে চাল-ডাল ফেলে একাকার করতো। কিন্তু কেউ কিছু বলতো না। সবাই তার নাম দিয়েছিল 'পাগলা মিয়া।'

গল্প শুনে নীলুর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। সে ফিস ফিস করে বললো, সত্যিকার হাতি হলে আমারটাও ফিরে আসতো, তাই না, চাচা?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই আসতো। অনেক রাত হয়েছে ঘুমতে যাও মা।

নীলুর কিন্তু ঘুম আসলো না। বাইরে জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটেছে। বাগানে হাসনাহেনার গাছ থেকে ভেসে আসছে ফুলের গন্ধ। নীলুর মন কেমন করতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে অনেক রাত হলো। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে গেলে সারা বাড়ি নিশ্চুপ হয়ে গেল। নীলু কিন্তু জেগেই রইলো। তারপর সেই আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটলো। নীলু শুনতে পেল নিচের বাগানে টুনটুন ঝুনঝুন শব্দ হচ্ছে। রহিম শেখের হাতির মতো তার হাতিটাও ফিরে এসেছে নাকি? হাতির গলার ঘণ্টার শব্দ বলেই তো মনে হয়! জানালা দিয়ে কিছু দেখা যায় না। নীলু কি তার মাকে ডেকে তুলবে? কিন্তু মা যদি রাগ করেন? নীলু হয়তো ভুল শুনছে কানে। হয়তো এটা ঘণ্টার শব্দ নয়। ভুল হবার কথাও তো নয়। চারদিক চুপচাপ এর মধ্যে পরিষ্কার শুনা যাচ্ছে টুন টুন ঝুন ঝুন শব্দ।

নীলু পা টিপেটিপে নিচে নেমে এলো। দরজার উপরের ছিটকিনি লাগানো। সে চেয়ার এনে তার উপর দাঁড়িয়ে খুলে ফেললো দরজা। তার ভয় করছিল। তবু সে নেমে গেলো বাগানে। আর নেমেই হতভম্ব হয়ে দেখলো তার নীল হাতি শুঁড় দুলিয়ে টুনটুন করে ঘণ্টা বাজিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। হাতিটি নীলুকে দেখেই পরিষ্কার মানুষের মতো গলায় বলে উঠলো, 'আমি এসেছি নীলু।'

অনেকক্ষণ নীলুর মুখে কোন কথা ফুটলো না। হাতি বললো, আরো আগেই আসতাম। পথ-ঘাট চিনি না তাই দেরি হলো। তুমি খুশি হয়েছো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো বন্ধু! নীলু গাঢ় স্বরে বললো, হ্যাঁ।

আমিও খুশি হয়েছি। টিটো যখন আমাকে নিয়ে যাচ্ছিলো তখন আমি কেঁদেছি।

নীলু হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে চুমু খেল তার বন্ধুকে। আনন্দে হাতি টুন টুন ঝুন ঝুন করে অনবরত তার ঘণ্টা বাজাতে লাগলো। নীলু গলা ফাটিয়ে ডাকলো, মা আমার নীল হাতি এসেছে।

দুপুর রাতে জেগে উঠলো বাড়ির লোকজন। বাবা বললেন, মনে হয় হাতিটা ঐ ছেলেটির হাত থেকে বাগানে পড়ে গিয়েছিলো। মা বললেন, আচ্ছা সাহস তো মেয়ের। এত রাতে একা বাগানে এসেছে।

নীলু মার কোলে মুখ গুঁজে বললো, মা আমার হাতি একা একা টিটোদের বাসা থেকে হেঁটে চলে এসেছে। আমাকে সে নিজে বলেছে।

বাসার সবাই হেসে উঠলো। বাবা বললেন, ছিঃ মা, আবার মিথ্যে কথা বলছো?

কিন্তু বাবা তো জানেন না নীলু একটুও মিথ্যে বলেনি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি মামদো ভূতের গল্প

আজ নীলুর জন্মদিন।

জন্মদিনে খুব লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাকতে হয়। তাই নীলু সারাদিন খুব লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাকলো। ছোটকাকু তাকে রাগাবার জন্যে কতবার বললেন :

নীলু বড় বোকা

খায় শুধু পোকা

তবু নীলু একটু রাগ করলো না। শুধু হাসলো। বাবা যখন বললেন নীলু মা টেবিল থেকে আমার চশমটা এনে দাওতো। নীলু দৌড় চশমা এনে দিল। হাত থেকে ফেলে দিল না। কুলপি মালাইওয়ালা বাড়ির সামনের রাস্তা থেকে হেঁকে ডাকলো চাই কুলপি মালাই। কিন্তু নীলু অন্যদিনের মতো বললো না, বাবা আমি কুলপি মালাই খাবো। জন্মদিনে নিজ থেকে কিছু চাইতে নেইতো তাই।

কিন্তু সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ সবকিছু অন্যরকম হয়ে গেল। তখন নীলুর অংক স্যার এসেছেন। নীলু বই খাতা নিয়ে বসেছে মাত্র। পড়া শুরু হয়নি। নীলুর ছোটকাকু এসে বললেন, আজ তোমার পড়তে হবে না নীলু।

কেন কাকু?

তোমার মার খুব অসুখ। তুমি দোতলায় যাও।

নীলু দোতলায় উঠে দেখে চারদিক কেমন চুপচাপ। কালো ব্যাগ হাতে একজন ডাক্তার বসে আছেন বারান্দায়। নীলুর বাবা গম্ভীর হয়ে শুধু সিগারেট খাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর মস্তগাড়ি করে একজন বুড়ো ডাক্তার আসলেন। খুব রাগী চেহারা তাঁর। এইসব দেখে নীলুর ভীষণ কান্না পেয়ে গেল। সে এখন বড় হয়েছে। বড় মেয়েদের কাঁদতে নেই, তবু সে কেঁদে ফেললো। বাবা বললেন, নীলু নিচে যাওতো মা। কাঁদছো কেন বোকা মেয়ে? কিন্তু নীলুর এত খারাপ লাগছে যে না কেঁদে কি করবে? আজ ভোর বেলায়ও সে দেখেছে মার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু হয় নি। তাকে হাসতে হাসতে বলেছেন, জন্মদিনে এবার নীলুর কোন উপহার কেনা হয়নি। কি মজা। কিন্তু নীলু জানে মা মিথ্যে মিথ্যি বলছেন। সে দেখেছে বাবা সোনালি কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট এনে শেলফের উপর রেখেছেন। লাল ফিতে দিয়ে প্যাকেটটা বাঁধা। নীলু ছুঁয়ে দেখতে গেছে। বাবা চেঁচিয়ে বলেছেন এখন নয়, এখন নয়। রাত্রি বেলা দেখবে। এর মধ্যে কি আছে বাবা? বলবেন না কার জন্যে এনেছেন আমার জন্যে?

তাও বলবো না।

এই বলেই বাবা হাসতে শুরু করেছেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মাও। নীলু বুঝতে পেরেছে এখানেই লুকানো তার জন্মদিনের উপহার। মা যদি ভালো থাকতেন তাহলে এতক্ষণে কি মজাটাই না হতো। ছাদে চেয়ার পেতে সবাই গোল হয়ে বসতো। সবাই মিলে চা খেতো, নীলু এমনিতে চা খায় না। কিন্তু জন্মদিন এলে মা তাকেও চা দিতেন। তারপর মা একটি গান করতেন। (মা যা সুন্দর গান করেন)! নীলু একটা ছড়া বলতো। সবশেষে বাবা বলতেন, আমাদের আদরের মা মৌটুসকী মা টুনটুনী মার জন্মদিনে এই উপহার। বলে চুমু খেতেন নীলুর কপালে। আর নীলু হয়তো তখন আনন্দে কেঁদেই ফেলতো। সোনালি কাগজে মোড়া প্যাকেটটি খুলতো ধীরে ধীরে। সেই প্যাকেটে দেখতো ভারি চমৎকার কোনো জিনিস।

কিন্তু মার হঠাৎ এমন অসুখ করলো। নীলুর কিছু ভালো লাগছে না। ছোটকাকু বললেন, এসো তো আমরা ছাদে বসে গল্প করি।

উঁহু।

লাল কমল নীল কমলের গল্প শুনবে না?

উঁহু।

নীলু ফ্রকের হাতায় চোখ মুছতে লাগলো।

একটু পরে আসলেন বড় ফুফু। নীলু যে একা একা দাঁড়িয়ে কাঁদছে তা দেখেও দেখলেন না। তরতর করে উঠে গেলেন দোতালায়। তখনি নীলু শুনলো তার মা কাঁদছেন। খুব কাঁদছেন। মাকে এর আগে নীলু কখনও কাঁদতে শোনেনি। একবার মার হাত কেটে গেল বটিতে–কি রক্ত! কিন্তু মা একটুও কাঁদেননি। নীলুকে বলেছেন,

আমার হাত কেটেছে তুমি কেন কাঁদছো? বোকা মেয়ে।

আজ হঠাৎ করে তার কান্না শুনে ভীষণ ভয় করতে লাগলো তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটকাকু বারান্দার ইজি চেয়ারে বসে ছিলেন, নীলু তার কাছে যেতেই নীলুকে তিনি কোলে তুলে নিলেন। নীলু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো,

মার কি হয়েছে ছোটকাকু?

কিচ্ছু হয়নি।

তবে মা কাঁদছে কেন?

অসুখ করেছে। সেরে যাবে।

অসুখ করলে সবাই কাঁদে তাই না?

হ্যাঁ।

আবার অসুখ সেরেও যায়।

যায় না?

যায়।

কাজেই অসুখ করলে মন খারাপ করতে নেই বুঝলে খুকী?

হুঁ।

নীলুর কান্না থেমে গেল ছোটকাকুর কথা শুনে। কিন্তু ঠিক তক্ষুণি পোঁ পোঁ শব্দ করতে করতে হাসপাতালের গাড়ি এসে পড়লো। নীলু অবাক হয়ে দেখলো হাসপাতালের লোকেরা ধরাধরি করে তার মাকে নিয়ে তুলছে সেই গাড়িটিতে। ছোটকাকু শক্ত করে নীলুর হাত ধরে রেখেছেন। নইলে সে চলে যেত মার কাছে।

বাবাও যাচ্ছেন সেই গাড়িতে। যাবার আগে নীলুর মাথায় হাত রেখে বললেন, কাঁদে না লক্ষ্মী মা, ছোটকাকুর সঙ্গে থাক। আমি হাসপাতালে যাচ্ছি। নীলু বললো,

মার কি হয়েছে?

কিচ্ছু হয়নি।

মাকে গাড়িতে তুলে লোকগুলো দরজা বন্ধ করে দিল। পোঁ পোঁ শব্দ করতে লাগলো গাড়ি। বাবা উঠলেন ফুফুর সাদা গাড়িটায় গাড়ি যখন চলতে শুরু করেছে তখন জানালা দিয়ে মুখ বের করে তিনি নীলুকে ডাকলেন।

নীলু, ওমা নীলু।

কি বাবা?

আমার বইয়ের শেলফে তোমার জন্মদিনের উপহার।

নীলুর ইচ্ছা হল চেঁচিয়ে বলে চাই না উপহার। আমার কিছু লাগবে না। কিছু বলার আগেই ছোটকাকু নীলুকে কোলে করে নিয়ে আসলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোতালায়। তাকে সোফায় বসিয়ে নিয়ে আনলেন সোনালি রঙের প্যাকেটটি।

দেখি লক্ষ্মী মেয়ে, প্যাকেটটা খোল দেখি।

না।

আহা খোল নীলু, দেখি কি আছে।

নীলুর একটুও ভালো লাগছিল না। তবু সে খুলে ফেললো। আর অবাক হয়ে দেখলো চমৎকার এতটি পুতুল। ছোটকাকু চেঁচিয়ে উঠলেন, কি সুন্দর! কি সুন্দর!

ধবধবে সাদা মোমের মত গা। লাল টুকটুকে ঠোঁট, কোঁকড়ানো ঘন কালো চুল। আর কি সুন্দর তার চোখ। নীল রঙের একটি ফ্রক তার ঘায়ে কি চমৎকার মানিয়েছে। নীলুর এত ভালো লাগলো পুতুলটা। ছোটকাকু বললেন,

কি নাম রাখবে পুতুলের?

নাম রাখতে হবে একথা নীলুর মনেই ছিল না। তাইতো কি নাম রাখা যায়?

তুমি একটা নাম বল কাকু।

এ্যানি রাখবে নাকি? মেম পুতুলের তো কাজেই বিলিতি নাম।

এটা মেম পুতুল কাকু?

হুঁ। দেখেছ না নীল চোখ। মেমদের চোখ থাকে নীল।

আরে তাইতো এতক্ষণ লক্ষই করেনি নীলু। পুতুলটির চোখ দুটি ঘন নীল। সেই চোখে পুতুলটি আবার মিট মিট করে চায়।

ছোটকাকু আমি এর নাম রাখবো সোনামনি।

এ্যা ছিঃ সোনামনি তো বাজে নাম। তারচে বরং সুস্মিতা রাখা যায়।

উঁহু সোনামনি রাখবো।

আচ্ছা বেশ বেশ। সোনামনিও মন্দ নয়।

নীলু সাবধানে সেনামনিকে বসালো টেবিলে। কি সুন্দর! কি সুন্দর! শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়।

রাতেরবেলা খেতে বসলো তারা তিনজন। নিলু ছোটকাকু আর সোনামনি। সোনামনি তো খাবে না শুধু শুধু বসেছে। ছোটকাকু খেতে খেতে মজার মজার গল্প করতে লাগলেন। বেকুব বামুনের গল্প শুনে নীলু হেসে বাঁচে না। ছোটকাকু যা হাসাতে পারেন। এক সময় নীলু বললো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার একটা ভূতের গল্প বল।

না ভূতের গল্প শুনে তুমি ভয়ে কেঁদে ফেলবে।

ইস আমি বুঝি ছোট মেয়ে? বল কাকু।

মামদো ভূতের গল্প বলবো নাকি তবে?

মামদো ভূত কি মানুষ খায় কাকু?

খায়না আবার। সুবিধামত পেলেই কোঁৎ করে গিলে ফেলে।

ধরাস করে উঠলো নীলুর বুকটা। ছোটকাকু বললেন,

তবে যে বলেছিলে ভয় পাবে না। এখন দেখি নীল হয়ে গেছ ভয়ে। কী সাহসী মেয়ে আমাদের নীলু!

একটুও ভয় পাইনি আমি। সত্যি বলছি।

নীলুর অবশ্য খুব ভয় লাগছিল। তবু সে এমন ভান করলো যেন একটুও ভয় পায়নি।

ছোটকাকু দেখবে আমি একা একা বারান্দায় যাবো।

ছোটকাকু কিছু বলার আগেই ঝন ঝন করে টেলিফোন বেজে উঠলো। হাসপাতাল থেকে টেলিফোন করেছে। ছোটকাকু নীলুকে কিছুই বললেন না। তবু নীলু বুঝলো মায়ের অসুখ খুব বেড়েছে। সে ভয়ে ভয়ে বললো,

গল্পটা বলবে না কাকু?

কোন গল্প?

ঐ যে মামদো ভূতের গল্প।

ছোটকাকু হাত নেড়ে বললেন,

আরে পাগলী ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি? সব বাজে কথা।

বাজে কথা?

হ্যাঁ খুব বাজে কথা। ভূত প্রেত বলে কিছু নেই। সব মানুষের বানানো গল্প।

তুমি ভূত ভয় কর না কাকু?

আরে দুর। ভূত থাকলে তো ভয় করবো।

এই বলেই ছোটকাকু আবার গম্ভীর হয়ে পড়লেন।

নীলুকে সবাই বলে ছোট মেয়ে, ছোট মেয়ে। কিন্তু সে সব বুঝতে পারে। ছোট কাকুর হঠাৎ গম্ভীর হওয়া দেখেই সে বুঝতে পারছে মায়ের খুব বেশি অসুখ। নীলুর খুব খারাপ লাগতে লাগলো। এত খারাপ যে চোখে পানি এসে গেল। ছোটকাকু অবিশ্যি দেখতে পেলেন না কারণ তার কাছে আবার টেলিফোন এসেছে। নীলু শুনতে পেল ছোটকাকু বললেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ।

এতো দারুণ ভয়ের ব্যাপার।

হ্যাঁ নীলু ভাত খেয়েছে।

দিচ্ছি এক্ষুণি ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

আচ্ছা, আচ্ছা।

টেলিফোন নামিয়ে রেখেই ছোটকাকু বললেন,

ঘুমুতে যাও নীলু।

নীলু কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, মার কি হয়েছে কাকু?

কিছু হয়নিরে বেটি।

মা কখন আসবে?

কাল ভোরে এসে যাবে। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়। ঘুম ভাঙতেই দেখবে মা এসে গেছেন।

নীলুর ঘরটি মার ঘরের মধ্যেই। শুধু পার্টিশন দেয়াল দিয়ে আলাদা করা। নীলু এখন বড় হয়েছে, তাই একা শোয়। ভয় একটুও ভয় করে না। তাছাড়া সারারাত মা কতবার এসে খোঁজ নিয়ে যান। নীলুর গায়ের কম্বল টেনে দেন। কপালে চুমু খান। কিন্তু আজ নীলু একা। ছোটকাকু বললেন, ভয় লাগবে নাতো মা? মাথার কাছের জানালা বন্ধ করে দেব?

দাও।

আমি টেলিফোনের কাছে বসি, কেমন? তোমার মার কোন খবর আসে যদি সেজন্যে। আচ্ছা?

আচ্ছা।

তুমি পুতুল নিয়ে ঘুমুচ্ছ বুঝি নীলু।

হ্যাঁ কাকু।

ভয় পেলে আমাকে ডাকবে। কেমন?

ডাকবো।

ছোটকাকু ঘরের পর্দা ফেলে চলে গেলেন। নীলুর কিন্তু ঘুম আসলো না। সে জেগে জেগে ঘড়ির শব্দ শুনতে লাগলো। টিক টিক টিক টিক। কিছুক্ষণ পর শুনলো ছোটকাকু রেডিও চালু করে কি যেন শুনছেন। বক্তৃতা টক্তৃতা হবে। তারপর আবার রেডিও বন্ধ হয়ে গেল। বারান্দার বাতি জ্বললো একবার। আবার নিভে গেল। রাত বাড়তে লাগলো। নীলুর এক ফোঁটাও ঘুম

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলো না। এক সময় খুব পানির পিপাসা হল তার। বিছানায় উঠে বসে ডাকলো,

ছোটকাকু, ছোটকাকু।

কেউ সাড়া দিল না। ছোটকাকুও বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। নীলুর একটু ভয় ভয় করতে লাগলো। আর ঠিক সেই সময় নীলুর মাথার জানালায় ঠক ঠক করে কে যেন শব্দ করলো। আবার শব্দ হল। সে সঙ্গে কে যেন ডাকলো।

নীলু নীীী লু ~ ~।

নীলুর ভীষণ ভয় লাগলেও সে বললো, কে?

আমি। জানালা খোল।

নীলু দারুণ অবাক হয়ে গেল। জানালার ওপাশে কে থাকবে? সেখানেতো দাঁড়াবার জায়গা নেই। নীলু বললো,

কে আপনি?

আমি ভূত। জানালা খোল মেয়ে।

নীলুর একটু একটু ভয় করছিল। তবু সে জানালাটা খুলে ফেললো, বাইরে ফুটফুটে জোছনা। গাছের পাতা চিকমিক করছে। নীল অবাক হয়ে দেখলো ফুটফুটে জোছনায় লম্বা ধোঁয়াশে কালো কি একটা জিনিস যেন বাতাসে ভাসছে। ওমা ভূতের মতই তো লাগছে। ভূতটি বললো,

তুমি ভয় পাচ্ছ নাকি মা?

নীলু কোনমতে বললো,

না পাচ্ছি না তো।

বেশ বেশ। বড় মানুষরা ভূত দেখলে যা ভয় পায়। এতক্ষণে হয়তো ফিট হয়ে উল্টে পড়তো। তুমি তো বাচ্চা মেয়ে। তাই ভয় পাওনি।

নীলু গম্ভীর হয়ে বললো,

কে বললো আমি বাচ্চা মেয়ে? আমি অনেক বড় হয়েছি।

ভূতটি খলবল করে হেসে উঠলো। হাসি আর থামতেই চায় না। এক সময় হাসি থামিয়ে বললো,

অনেক বড় হয়েছ তুমি, হাঃ হাঃ।

নীলু বললো,

ভেতরে আস তুমি। বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

নীলুর এই কথায় ভূতটি রেগে গিয়ে বললো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি করে বলছ কেন আমাকে? বড়দের আপনি করে বলতে হয় না?

নীলু লজ্জা পেয়ে বললো,

ভেতরে আসুন আপনি।

ভূতটি সুঁট করে ঢুকে পড়লো ঘরে। ওমা কি লম্বা। আর কি মিশমিশে কালো রং। এত বড় বড় চোখ। দাঁত বের করে খুব খানিকক্ষণ হেসে সে বললো,

আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছ না তো মা?

নীলুর তখন একটুও ভয় লাগছে না। ভূতটি অবশ্যি দেখতে খুব বাজে। গল্পের বইয়ে যে সব ভূত প্রেতের ছবি থাকে তার চেয়েও বাজে। তবু ভূতটি এমন আদর করে কথা বলতে লাগলো যে নীলুর ভয়ের বদলে খুব মজা লাগলো। নীলু বললো,

আমি ভয় পাইনি। সত্যি বলছি একটুও না। আপনি ওই চেয়ারটায় বসুন।

ভূতটা আরাম করে পা ছড়িয়ে বসে পড়লো চেয়ারে। পকেট থেকে কলাপাতার রুমাল বের করে ঘাড় মুছতে মুছতে বললো, খুব পরিশ্রম হয়েছে। বাতাসের উপর দাঁড়িয়েছিলাম কিনা তাই তোমার ঘরে কোন ফ্যান নেই মা? যা গরম!

জ্বি না আমার ঘরে নেই। মার ঘরে আছে।

ভূতটি রুমাল দুলিয়ে হাওয়া খেতে লাগলো। একটু ঠাণ্ডা হয়ে বললো,

তোমার কাছে একটা জরুরি কাজে এসেছি গো মেয়ে।

কি কাজ?

আর বলো না মা। আমার একটি বাচ্চা মেয়ে আছে ঠিক তোমার বয়সী। কিন্তু তোমার মত লক্ষ্মী মেয়ে নয় সে। ভীষণ দুষ্ট। দুদিন ধরে সে শুধু কান্নাকাটি করছে। খাওয়া দাওয়া বন্ধ।

নীলু অবাক হয়ে বললো,

ওমা! কি জন্যে?

সে চায় মানুষের মেয়ের সাথে ভাব করতে। এমন কথা শুনেছ কখনো? মেয়েটার মাথাই খারাপ হয়ে গেছে বোধ হয়।

ভূতটি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়তে লাগলো। নীলু বললো,

আহা! তাকে নিয়ে আসলেন না কেন? আমার সঙ্গে ভাব করতে পারতো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূতটি বিরক্ত হয়ে বললো,

এনেছি তাকে। তার আবার ভীষণ লজ্জা। ভেতরে আসবে না।

কোথায় আছে সে?

জানালার ওপাশে বাতাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সেই কখন থেকে।

ভূতটা গলা উঁচিয়ে ডাকলো,

হইয়ু হ-ই-য়ু।

জানালার ওপাশ থেকে কে একজন চিকন সুরে বললো,

কি বাবা?

ভেতরে আয় মা।

না আমার লজ্জা লাগছে।

নীলু বললো,

লজ্জা কি এসো। আমার সাথে ভাব করবে।

জানালার ওপাশ থেকে ভূতের মেয়ে বললো

তুমি এসে নিয়ে যাও।

নীলু জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে ছোট ভূতের মেয়েটি একা একা বাতাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তার এমন লজ্জা যে নীলুকে দেখেই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললো। নীলু হাত ধরে তাকে ভেতরে নিয়ে এসে মিষ্টি করে বললো,

তোমার নাম কি ভাই ভূতের মেয়ে?

হইয়ু আমার নাম। তোমার নাম নীলু তাই না?

উঁহু আমার নাম নীলাঞ্জনা। বাবা আদর করে ডাকেন নীলু।

হইয়ুর বাবা বললেন,

কি পাগলী ভাব হলো নীলুর সঙ্গে?

হ্যাঁ।

মানুষের মেয়েকে কেমন লাগলোরে বেটি?

খুব ভালো। বাবা একটা কথা শোন।

বল

নীলুকে আমাদের বাসায় নিয়ে চল বাবা।

বলিস কি? কি আজগুবি কথাবার্তা।

না বাবা নিয়ে চল। আমাদের সঙ্গে তেঁতুল গাছে থাকবে।

কি রকম পাগলের মত কথা বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইয়ু ফিচ ফিক করে কাঁদতে শুরু করলো। হইয়ুর বাবা রেগে গিয়ে বললো,

আরে পাগলী মেয়ে মানুষের মেয়ে বুঝি আমাদের মত তেঁতুল গাছে থাকতে পারে? বৃষ্টি হলেই তো ভিজে সর্দি লেগে নিউমোনিয়া হয়ে যাবে।

হোক নিউমোনিয়া, ওকে নিতে হবে।

হইয়ুর কাঁদা আরো বেড়ে গেল। নীলু খুব মিষ্টি করে বললো,

আমি চলে গেলে আমার মা যে কাঁদবে ভাই।

এই কথায় মনে হল হইয়ুর মন ভিজেছে। সে পিট পিট করে তাকালো নীলুর দিকে। হইয়ুর বাবা বললেন,

আহলাদি করিস না হইয়ু। নীলুর সঙ্গে খেলা কর।

নীলু বললো,

কি খেলবে ভাই ভূতের মেয়ে? পুতুল খেলবে?

নীলু তার জন্মদিনের পুতুল বের করে আনলো। হইয়ুকে বললো,

এর নাম সোনামনি, তুমি সোনামনিকে কোলে নিবে হইয়ু?

হইয়ু হাত বাড়িয়ে পুতুল নিল। হইয়ু নিজে কখনো এত সুন্দর পুতুল দেখেনি। সে হা করে পুতুলের দিকে তাকিয়ে রইল। হইয়ুর বাবাও মাথা নেড়ে বার বার বললেন,

বড় সুন্দর! বড় সুন্দর! দেখিস হইয়ু ভাঙবি না আবার।

এই কথায় হইয়ু জিভ বের করে তার বাবাকে ভেংচি কাটলো। হইয়ুর বাবা বললেন,

দেখলে নীলু কেমন বেয়াদব হয়েছে? এই হইয়ু থাপ্পর খাবি পাজি মেয়ে।

হইয়ু তার বাবার দিকে ফিরেও তাকাল না। পুতুল নিয়ে তার কি আনন্দ! অন্যদিকে মন দেয়ার ফুরসত নেই। হইয়ুর বাবা বললেন,

নীলু মা, তোমরা গল্পগুজব কর। আম পাশের ঘরে একটু বসি। দারুণ ঘুম পাচ্ছে।

নীলু চমকে উঠে বললো, ওমা ওই ঘরে ছোটকাকু বসে আছে যে। আপনাকে দেখে ছোটকাকু ভয় পাবে।

ভয় পাবে নাকি?

নীলু মাথা নেড়ে বললো,

হুঁ পাবে। ছোটকাকু অবশ্য বলে ভূত টূত কিছু নেই। সব মানুষের বানানো। তবু আমি জানি আপনাকে দেখে সে ভয় পাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূত এই কথা শুনে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে রইল।

শেষে বললো,

তোমার ছোটকাকু ভূত বিশ্বাস করে না?

জ্বি না।

একটুও না?

উঁহু।

আচ্ছা দেখাচ্ছি মজা।

নীলু ভয়ে পেয়ে বললো,

না না ছোটকাকু খুব ভালো। সত্যি বলছি।

ভূতটা হাসিমুখে বললো,

বেশি ভয় দেখাবে না নীলু। অল্প, খুব অল্প। দেখবে কেমন মজা হয়।

নীলু কি আর করে। খানিকক্ষণ ভেবেটেবে রাজি হয়ে গেল। ভূতটা হইয়ুকে বললো,

হইয়ু মা নীলুর খাটের নিচে বসে থাক। নীলুর কাকা যদি ভয় পেয়ে এ ঘরে আসেন তবে তোমকে দেখে আরো ভয় পাবেন।

এই বলে ভূত পর্দা সরিয়ে চলে গেল পাশের ঘরে। আর হইয়ু বললো,

নীলু তোমার পুতুলটা নিয়ে যাই সঙ্গে?

আচ্ছা যাও।

নীলুর কথা শেষ হবার আগেই ওঘর থেকে একটা চেয়ার উল্টে পড়ার শব্দ হল। তারপর শোনা গেল ছোটকাকু চেঁচিয়ে বললেন,

এটা কি! আরে এটা কি?

ধড়মড় করে শব্দ হল একটা। আর ছোটকাকু হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এলেন নীলুর ঘরে। চেঁচিয়ে ডাকলেন,

নীলু ও নীলু।

কি হয়েছে কাকা?

না কিছু না। কিছু না।

ছোটকাকু রুমাল দিয়ে ঘন ঘন ঘাড় মুছতে লাগলেন। তারপর পানির জগটা দিয়ে ঢক ঢক করে এক জগ পানি খেয়ে ফেললেন। নীলু খুব কষ্টে হাসি চেপে রেখে বললো,

ভয় পেয়েছ কাকু?

ছোটকাকু থতমত খেয়ে বললেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয়? হ্যাঁ তা... ... .। না না ভয় পাবো কেন?

নীলু খিল খিল করে হেসে ফেললো। ছোটকাকু গম্ভীর হয়ে বললো,

হাসছো কেন নীলু?

নীলু হাসি থামিয়ে বললো,

কাকা তুমি কখনো ভূত দেখেছ?

কাকা দারুণ চামকে বললেন,

ভূতের কথা এখন থাক নীলু।

এই বলেই তিনি ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললেন। আর তখনই টেলিফোন বেজে উঠলো। কাকা বললেন,

হাসপাতাল থেকে টেলিফোন এসেছেরে নীলু। আমি যাই।

নীলু শুনলো কাকা বলছেন,

হ্যালো কি বললেন? অবস্থা ভালো না? তারপর? ও আচ্ছা। এ গ্রুপের রক্ত পাচ্ছে না? হ্যালো হ্যালো!

এতক্ষণ নীলুর মার কথা মনেই পড়েনি। এখন মনে পড়ে গেল। আর এমন কান্না পেল তার। হইয়ুর বাবা ঘরে ঢুকে দেখে নীলু বালিশে মুখ গুঁজে খুব কাঁদছে। হইয়ুর বাবা খুব নরম সুরে জিজ্ঞেস করলো,

কি হয়েছে মা?

নীলু কথা বললো না আরো বেশি কাঁদতে লাগলো।

কি হয়েছে লক্ষ্মী মা? হইয়ু তোমাকে খামচি দিয়েছে?

নীলু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো,

না না।

পেট ব্যথা করছে?

উঁহু।

তবে কি হয়েছে মা? বলো লক্ষ্মী মা।

নীলু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো,

মার কাছে যেতে ইচ্ছা করছে।

কোথায় তোমার মা?

হাসপাতালে।

নীলু তার মার অসুখের কথা বললো। ভূতটি নীলুর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বার বার বলতে লাগলো,

আহা! বড় মুশকিল তো। কি করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে রুমাল দিয়ে নীলুর চোখ মুছিয়ে দিল।

ব্যাপার দেখে হইয়ু খুব ভয় পেয়ে গেল। সে আর খাটের নিচ থেকে বেরুলই না। একবার মাথা বের করে নীলুকে কাঁদতে দেখে সুরুৎ করে মাথা নামিয়ে ফেললো নিচে। পুতুল নিয়ে খেলতে লাগলো আপনে মনে।

হইয়ুর বাবা কিছুতেই নীলুর কান্না থামাতে না পেরে বললো,

এক কাজ করা যাক, আমি দেখে আসি তোমার মাকে। কেমন?

আপনাকে দেখে যদি মা ভয় পায়?

ভয় পাবে না। আমি বাতাস হয়ে থাকবো কিনা। দেখতে পাবে না আমাকে। বলতে বলতেই সে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। নীলু চোখ মুছে ধরা গলায় বললো,

হইয়ু আমার একা একা একটুও ভালো লাগছে না। তুমি আস।

হইয়ু হামাগুড়ি দিয়ে খাটের নিচ থেকে বেরুল। বীর বাহাদুর হয়ে দেখে তার সুন্দর পুতুলটা হইয়ুর হাতে। কিন্তু পুতুলটার মাথা নেই। শুধু শরীর আছে। নীলু ভীষণ অবাক হয়ে বললো,

হইয়ু ভাই, আমার পুতুলের মাথাটা কোথায়?

হইয়ু কোন কথা বলে না। এদিক ওদিক চায়। নীলু বললো,

বল হইয়ু। ভেঙে ফেলেছো?

না।

তবে কি হয়েছে?

হইয়ু লজ্জায় মুখ ঢেকে ফেললো। কোনমতে ফিস ফিস করে বললো,

খুব ক্ষিধে পেয়েছিল তাই খেয়ে ফেলেছি। তুমি রাগ করেছ নীলু?

নীলুর অবশ্যি খুব রাগ লাগছিল। কিন্তু হইয়ুর মত ভালো ভূতের মেয়ের উপর কতক্ষণ রাগ থাকে। তার উপর নীলু দেখলো, হইয়ুর চোখ চলছল করছে। তাই বললো,

বেশি রাগ করিনি, একটু করেছি।

ওমা এই কথাতেই হইয়ুর সে কি কান্না! নীলু তার হাত ধরে তাকে এসে বসালো তার পাশে। তারপর বললো,

কি কাণ্ড হইয়ু! বোকা মেয়ের মত কাঁদে।

এই কথাতেই হেসে উঠলো হইয়ু।

খুব ভাব হয়ে গেল তাদের, সেকি হাসাহাসি দুজনের! আর হইয়ুর ডিগবাজি খাওয়ার ঘটনাটা যদি তোমরা দেখতে! নীলুকে খুশি করার জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে বাতাসের মধ্যে হেঁটে বেড়ালো খানিকক্ষণ। তারপর দুজন দুটি কোল বালিশ নিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেললো। কিন্তু নীলুর হল মুশকিল। সে কোল বালিশ দিয়ে হইয়ুকে মারতে যায় আর সে বাতাস হয়ে মিলিয়ে যায়। নীলু রাগ করে বললো,

উঁহু বাতাস হওয়া চলবে না।

নীলু তাকে দেখালো তার ছবির বই। ফুফু তাকে যে রঙ পেন্সিল দিয়েছেন তা দিয়ে সে হইয়ুর চমৎকার এটি ছবি আঁকলো। লাল কমল আর নীল কমলের গল্প বললো। তারপর বললো

ভাব ভাব ভাব
ভাব ভাব ভাব
নীল রঙের সিন্ধু
আমি তুমি বন্ধু

অর্থাৎ দু'জন সারা জীবনের বন্ধু হয়ে গেল।

হইয়ুর বাবা যখন আসলেন তখন দু'জনে হাত ধরাধরি করে বসে আছে। হইয়ুর বাবা খুব খুশি হয়ে বললেন, নীলু আমার লক্ষ্মী মা কোথায়?

এই তো এখানে।

খুব ভালো খবর এনেছি তোমার জন্য। তোমার মা ভালো হয়ে গেছেন। এখন ঘুমুচ্ছেন দেখে এসেছি।

নীলুর মনে হল আনন্দে সে কেঁদে ফেলবে। হইয়ুর বাবা আপন মনে খানিকক্ষণ হেসে বললেন,

তোমার একটা ফুটফুটে ভাই হয়েছে নীলু। সেও শুয়ে আছে তোমার মার পাশে।

নীলুর কি যে ফুর্তি লাগলো। এখন সে একা থাকবে না। এখন তার একটা ভাই হয়েছে। ভাইকে নিয়ে নীলু শুধু খেলবে।

দেখতে দেখতে ভোর হয়ে আসলো। গাছে কাক ডাকতে শুরু করেছে।

হইয়ুর বাবা বললেন,

ও হইয়ু, লক্ষ্মী মনা, ভোর হয়ে আসছে। চল আমরা যাই।

কিন্তু হইয়ু কিছুতেই যাবে না। সে ঘাঁড় বাঁকিয়ে বলতে লাগলো,

আমি যাবো না। আমি মানুষের সঙ্গে থাকবো। আমি নীলুর সঙ্গে থাকবো।

হইয়ুর বাবা দিলেন এক ধমক। হইয়ু কাঁদতে কাঁদতে বললো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেঁতুল গাছে থাকতে আমার একটুও ভালো লাগে না। আমি নীলুর সঙ্গে থাকবো, আমি নীলুর সঙ্গে থাকবো।

কিন্তু সকাল হয়ে আসছে। হইয়ুর বাবাকে চলে যেতেই হবে। তিনি হইয়ুকে কোলে করে নিয়ে গেলেন আর হইয়ুর সে কী হাত পা ছোড়াছড়ি! সে কী কান্না!

আমি নীলুর সঙ্গে থাকবো।

আমি নীলুর সঙ্গে থাকবো।

নীলুর খুব মন খারাপ হয়ে গেল। কান্না পেতে লাগলো।

তারপর কি হয়েছে শোন। নীলুর মা কয়েকদিন পর একটি ছোট মত খোকা কোলে করে বাসায় এসেছেন। মা হাসি মুখে বললেন,

ভাইকে পছন্দ হয়েছে নীলু?

হয়েছে।

বেশ। এবার ছোট ভাইকে দেখাও জন্মদিনের কি উপহার পেয়েছ। যাও নিয়ে এস।

নীলু কি আর করে, নিয়ে এল তার 'মাথা নেই পুতুল'। মা ভাঙা পুতুল দেখে খুব রাগ করলেন। নীলুকে খুব কড়া গলায় বললেন, নতুন পুতুলটির এই অবস্থা? দু'দিনেই ভেঙে ফেলেছ? ছিঃ ছিঃ বল নীলু কি করে ভেঙেছ বল।

নীলু কিছুতেই বলল না। চুপ করে রইল। কারণ সে জানে হইয়ু আর হইয়ুর বাবার কথা বললে মা একটুও বিশ্বাস করবেন না। শুধু বলবেন,

এইটুকু মেয়ে কেমন বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলছে!

বড়রাতো কখনো ছোটদের কোন কথা বিশ্বাস করে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকাশ পরী

নীলুদের বাসায় মাঝে মাঝে একজন হেডমাস্টার সাহেব বেড়াতে আসেন। তিনি নীলুর বাবার বন্ধু আজীজ সাহেব। হেডমাস্টাররা সাধারণত যে রকম হন উনি কিন্তু মোটেই সে রকম নন। খুব হাসি খুশি স্বভাব। আর এমন মজার মজার ধাঁধা জিজ্ঞেস করবেন নীলুকে যে নীলু হেসেই বাঁচে না। একদিন জিজ্ঞেস করলেন,

বল দেখি মা, তিন আর এক যোগ করলে কখন পাঁচ হয়?

নীলু বলতে পারে না। শুধু মাথা চুলকায়। শেষে আজীজ চাচা হেসে বললেন,

যখন অংকে ভুল হয় তখনি তিন আর এক পাঁচ হয়। এই সহজ জিনিসও পারলে না বোকা মেয়ে। ছিঃ ছিঃ।

আরেকদিন বললেন,

বল দেখি মা কে "ফর ফর করে উড়ে
কুট কুট করে কামড়ায়?

নীলু বলতে পারে না। আজীজ চাচা হাঃ হাঃ করে হেসে বলেন,

পিপীলিকা! পিপীলিকা!!

নীলু অবাক হয়ে বলে,

পিঁপড়ার বুঝি পাখা থাকে?

খুব থাকে। পড়নি কবিতায়, "পিপিলিকার পাখা হয় মরিবার তরে।"

তখন তারা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেন?

আজীজ চাচা গম্ভীর হয়ে বলেন,

আগুন তখন তাদের ডেকে বলে, 'আমি কি সুন্দর! আস তোমরা আমার কাছে। ভয় কি ভাই।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজীজ চাচাকে নীলুদের বাসার সবাই খুব ভালবাসেন। সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন নীলুর বাবা। আজীজ সাহেব এসেছেন শুনলেই তিনি চেঁচিয়ে উঠেন, "হেড়ু এসেছে, হেড়ু এসেছে, ও নীলু তোর আজীজ চাচা এসেছে।" বাসায় একটি হুলস্থুল পড়ে যায়। মা একটা কেটলি চাপিয়ে দেন চুলায়। আজীজ চাচার আবার মিনিটে মিনিটে চা চাই কি-না।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আজীজ চাচা পা তুলে আরাম করে বসেন সোফায়। দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে শুরু করেন গল্প। নীলুতো ছোট, কাজেই তাকে ভূতের গল্প শুনতে দেয়া হয় না।

নীলু শুনতে চাইলেই মা বলেন,

উঁহু উঁহু তুমি যাও নীলু। অল্প বয়সে এসব গল্প শুনলে ছেলেমেয়ে ভীতু হয়।

আজীজ চাচা তখন তর্ক করেন,

ভীতু হবে কেন ভাবি? আমি যে ছেলেবেলায় কত ভূতের গল্প শুনেছি আমি কি ভীতু?

মা তবুও রাজি হন না। ঘাড় বাঁকিয়ে বলেন,

না না নীলুর এসব গল্প শুনে কাজ নেই।

নীলুর খুব ইচ্ছে করে ভূতের গল্প শুনতে। কিন্তু ইচ্ছে করলেই কে আর তাকে গল্প শুনতে দেবে? এমন মন খারাপ লাগে তার। একেকবার কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে হয়।

গল্প বলা ছাড়াও আজীজ চাচা মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব জিনিস নিয়ে আসেন। একবার নিয়ে আসলেন হিজিবিজি লেখা কি একটা কাগজ। নীলুর মাকে বললেন,

ভাবি এই তাবিজটি বালিশের নিচে রেখে ঘুমুলে স্বপ্নে দেখবেন আকাশে পূর্ণ চন্দ্র। আর সেই পূর্ণ চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় আকাশ পরীর দল নাচছে আর গান গাইছে।

মা শুনে হেসেই বাঁচেন না। আজীজ চাচা রেগে গিয়ে বললেন,

আপনার বিশ্বাস না হলে আজ মাথার নিচে রেখে ঘুমান। পরীক্ষা হয়ে যাক।

মা আঁৎকে উঠে বললেন,

সর্বনাশ আমি নেই এর মধ্যে।

নীলু তখন থাকতে না পেরে বলল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে দিন চাচা। আমি পরী দেখব।

আজীজ চাচা নীলুকে দিতে যাচ্ছিলেন কাগজটা। কিন্তু মা তার আগেই ছোঁ মেরে কাগজটা নিয়ে ফেলে দিলেন বাইরে। নীলুকে ধমক দিয়ে বললেন,

যা শুনবে তাই করতে চাইবে, কি যে বাজে স্বভাব হয়েছে নীলুর।

আজীজ চাচা আরেকবার নিয়ে আসলেন ছোট্ট একটা ফুলের গাছ। লম্বা লম্বা কালো তার পাতা। বাবাকে বললেন, 'এই নাও সেনচুরিয়ান ফ্লাওয়ারের চারা। একশ বছর পর ফুল ফুটবে। অপূর্ব বেগুনি রঙের ফুল। অদ্ভুত সুন্দর!'

বাবা হাসতে হাসতে বললেন,

তোমার ঐ বেগুনি ফুল দেখবার জন্যে একশ বছর কে বেঁচে থাকবে? উঠোনে দু'দিন ধরে অযত্নে পড়ে রইল সেই ফুলের গাছ। তারপর নীলু সেই গাছটি যত্ন করে লাগালো তার বাগানে। নীলু যদি একশ বছরেরও বেশি দিন বাঁচে তাহলে সে দেখবে বেগুনি ফুল।

এই জন্যই আজীজ চাচাকে এত ভাল লাগে নীলুর। তাছাড়া মাঝে মাঝে তিনি শিকারের গল্পও করেন। সেই সব গল্প নীলুকে শুনতে দেয়া হয়। একটা গল্পের কথা নীলুর খুব মনে পড়ে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে রামু পাহাড়ের কাছে একবার একটা ছাগল চড়ছিল। ছাগলটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। তার পাশেই প্রকাণ্ড একটা গাছ। জায়গাটা জংলা মতন। হঠাৎ দেখা গেল মস্ত একটা সাপ গাছের ডালে লেজ জড়িয়ে দোল খেতে শুরু করেছে। সাপটিকে দেখেই ছাগলটি ছটফট করতে শুরু করল। দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যাবার তার কি চেষ্টা। সাপটি দোল খেতে খেতে একবার ছাগলটির খুব কাছে চলে আসলো। আর ওম্নি ছাগলটি চুপ। সাপ প্রকাণ্ড বড় হা করে তাকিয়ে রইল ছাগলটির দিকে। ছাগলটির নড়বার শক্তি যেন আর নেই। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল হা করা সাপের দিকে।

গল্প শুনে নীলু ভয়ে বাঁচে না। আজীজ চাচা বললেন, সাপ খুব সহজেই হিপ্নটাইজ করতে পারে।

আজীজ চাচার কথা শুনে বাবা বললেন,

যত আজগুবি গল্প তোমার। সাপ আবার হিপ্নটাইজ করবে কি?

আজীজ চাচা খানিকক্ষণ গম্ভীর থেকে বললেন,

এই গল্পে তোমার বিশ্বাস হল না। বেশ আমার নিজের জীবনের গল্প বলি শোন।

কিসের গল্প ভূতের নাকি?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক ভূতের না হলেও ভূতের।

সঙ্গে সঙ্গে মা বললেন,

নীলু মা তোমার এসব গল্প শুনে কাজ নেই। যাও ঘুমুতে যাও।

নীলু মুখ কালো করে বলল,

আমার শুনতে ইচ্ছে করছে মা।

না ভয়ের গল্প ছোটদের শুনতে নেই। তুমি ঘুমুতে যাও।

সেই গল্প শুনতে না পেয়ে নীলুর যে কি মন খারাপ হল বলবার নয়। প্রায় কান্না পেয়ে গেল। সে অবশ্যি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল দরজার পাশে যদি কিছু শোনা যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে মায়ের গলার আওয়াজ ছাড়া কিছু শুনা গেল না। মা বলছেন,

বলেন কি সত্যি নাকি?

ওমা গো!

কি সর্বনাশ! আপনি কি করলেন?

সেদিন থেকে নীলু কতবার যে ভেবেছে সেই আজীজ চাচা বেড়াতে এসেছেন। ঘরে আর কেউ নেই। শুধু সে একা। আর আজীজ চাচা এসেই শুরু করেছেন গল্প। কি দারুণ ভূতের গল্প।

ওমা নীলুর কি ভাগ্য! সত্যি সত্যি একদিন এরকম হল। সেদিন ছিল সোমবার। সন্ধ্যাবেলা নীলুর বাবা আর মা গেলেন বেড়াতে, কোন বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ। ফিরতে তাদের রাত হবে। নীলুর ছোটচাচা মাথা ব্যথার জন্যে শুয়ে আছেন তাঁর নিজের ঘরে। আর কি আশ্চর্য নীলুর স্যারও আসেন নি তাকে পড়াতে। নীলুর কিছু ভাল লাগছিল না। ভেবেই পাচ্ছিল না একা একা কি করে। তখনি আসলেন আজীজ চাচা। দরজার ওপাশ থেকে বললেন,

"হাউ মাউ খাঁউ

নীলুর গন্ধ পাঁউ।"

নীলু আনন্দে লাফিয়ে উঠল। তার সেকি চিৎকার, "আজীজ চাচা এসেছেন, আজীজ চাচা এসেছেন।"

কি-রে নীলু বেটি বাবা-মা কোথায়?

বাবা নেই, মা নেই কেউ নেই। কিন্তু আপনি যেতে পারবেন না।

নীলু ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ফেলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজীজ চাচা হেসে বললেন,

আমাকে বন্দি করে ফেললে যে নীলু মা? এখন বল বন্দির প্রতি কি আদেশ?

নীলু আজীজ চাচার হাত ধরে চেঁচাতে লাগলো,

গল্প বলুন। গল্প।

কিসের গল্প মা?

সব রকম গল্প। ভূতের গল্প, পরীর গল্প, ডাকাতের গল্প, শিকারের গল্প।

কি সর্বনাশ এত গল্প!

নীলু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল,

হ্যাঁ বাবার সঙ্গে যেমন গল্প করেন সেই সব গল্প।

আজীজ চাচা হাসতে লাগলেন। নীলু বলল,

তার আগে আপনার জন্যে চা বানিয়ে আনি,

ওমা! নীলু বেটি আবার চা বানাতে পারে নাকি?

হ্যাঁ খুব পারি।

নীলু দৌড়ে গেল রান্না ঘরে। তার চা অবশ্য বেশি ভাল হল না। দুধ হয়ে গেল খুব বেশি। মিষ্টি হল তার চেয়ে বেশি। তবু আজীজ চাচা চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন,

চমৎকার! এত ভাল চা আমি সারা জীবনেও খাইনি।

এই বলেই তিনি গম্ভীর হয়ে দাড়িতে হাত বুলাতে লাগলেন। নীলু জানে এখন গল্প শুরু হবে। কারণ, আজীজ চাচা গল্প বলার আগে সব সময় গম্ভীর হয়ে দাড়িতে হাত বুলান।

"বাংলাদেশের একজন অতি বড় লেখকের গল্প বলি শোন। তাঁর নাম বিভূতিভূষণ।"

সত্যি গল্প চাচা?

হ্যাঁ মা সত্যি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল খুব ঘুরে বেড়ানোর শখ। একদিন ঘুরতে ঘুরতে হাজির হলেন এক পুরানো রাজবাড়িতে। ভাঙা বাড়ি, দরজা জানালা ভেঙে পড়েছে। জনশূন্য পুরী। বাড়ির সামনের বাগানে আগাছা আর কাঁটা ঝোপের জঙ্গল অবিশ্য বাড়ির ডান পাশের পুকুরটি ভারি সুন্দর। টলটল করছে পানি। শ্বেত পাথরের বাঁধানো ঘাট। সব মিলিয়ে অপূর্ব। তিনি সেই বাঁধানো ঘাটে গিয়ে বসলেন। খুব জ্যোৎস্না হয়েছে– আলো হয়ে গেছে চারদিক। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। ক্রমে ক্রমে রাত বাড়তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগলো। তিনি বসেই রইলেন। এক সময় তাঁর তন্দ্রার মত হল। আর ঠিক তক্ষুণি তাঁর মনে হল কে একটি মেয়ে যেন খিল খিল করে হেসে উঠেছে। তিনি চমকে চেয়ে দেখেন রাজবাড়ির বাগানে যে মার্বেল পাথরের পরী মূর্তিটি আছে সেটি নড়তে শুরু করছে। তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলেন। মূর্তিটি সত্যি সত্যি ডানা ঝাপ্টে খিল খিল করে হেসে উঠল। তিনি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন,

কে কে ওখানে?

ওম্নি ডানা ঝাপ্টানো বন্ধ করে পরীটি আবার মার্বেল পাথরের মূর্তি হয়ে গেল। তাঁর আর একা থাকার সাহস হল না। তিনি চলে আসলেন গ্রামে। গ্রামের লোক সব কিছু শুনে বলল,

এতো আমরা সবাই জানি বাবু। প্রতি পূর্ণিমা রাতে ঐ পরীটি প্রাণ পায়। নাচে গান করে। তার সঙ্গে নাচবার জন্যে আকাশ থেকে নেমে আসে আকাশ পরীরা। আপনি আর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলে ওদের দেখতে পেতেন।

গল্প শেষ করে আজীজ চাচা বললেন,

ভয় লাগছে নীলু?

হ্যাঁ। অল্প অল্প লাগছে।

তবে থাক আজ।

নীলু বলল,

আমার খুব আকাশ পরী দেখতে ইচ্ছে করছে। কি করলে আকাশ পরী দেখা যায় চাচা।

আজীজ চাচা হাসি মুখে বললেন,

খুব সহজ মা। পূর্ণিমা রাতে গলায় একটা ফুলের মালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে হয় চাঁদের দিকে। আর মনে মনে বলতে হয়–

"আকাশ পরী আকাশ পরী
কাঁদছে আমার মন।
এসো তুমি আমার ঘরে
রইল নিমন্ত্রণ।"

শুধু এই? আর কিছু না?

না শুধু এই।

আকাশ পরীরা এসে কি করে চাচা?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুলের বাগানে হাত ধরাধরি করে নাচে। আর গান গায়। সেই গান শুনে বাগানের সব গাছে ফুল ফুটতে থাকে।

নীলু অবাক হয়ে বলল,

চাচা, ওরা যদি আমার বাগানে আসে তাহলে আমার বাগানেও ফুল ফুটবে?

নিশ্চয়ই ফুটবে মা।

আর চাচা, আপনি যে গাছটি দিয়েছেন একশ বছর পর ফুল ফুটে সে গাছেও বেগুনি ফুল ফুটবে?

আজীজ চাচা ইতস্তত করে বললেন,

ফোটাইতো উচিত।

নীলু আনন্দে হাততালি দিয়ে ফেললো।

এরপর থেকে বাড়ির মানুষ অস্থির। নীলু সবাইকে জ্বালিয়ে মারছে, "কবে পূর্ণিমা হবে? কবে পূর্ণিমা হবে? এত দেরি কেন পূর্ণিমার?"

মা রেগে মেগে অস্থির। নীলুকে বললেন,

কি মাথামুণ্ডু বলেছে তোমার আজীজ চাচা, তাই বিশ্বাস করে বসে আছ। পরী আবার আছে নাকি পৃথিবীতে?

বাবারও একই কথা,

ভূত, প্রেত, রাক্ষস, খোক্কোস এইসব মানুষের বানানো জিনিস। বুঝলে নীলু। শুধু বোকারাই এসব বিশ্বাস করে।

নীলু বলল,

আজীজ চাচা কি বোকা?

না সে বোকা নয়, সে একটা পাগল।

নীলু কিন্তু কারো কথাই বিশ্বাস করল না। পূর্ণিমার রাতে সত্যি সত্যি একটি ফুলের মালা গলায় দিয়ে বসল জানালার পাশে। আর আপন মনে বলতে লাগল,

"আকাশ পরী আকাশ পরী
কাঁদছে আমার মন
এসো তুমি আমার ঘরে
রইল নিমন্ত্রণ।"

নীলুর কাণ্ড দেখে বাসার সবার সেকি হাসাহাসি। মা ঠাট্টা করে বললেন,

ডিমের পুডিং আছে ফ্রিজে। পরীরা আসলে খেতে দিস মনে করে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু নীলুর ভাগ্যটাই খারাপ। কিছুক্ষণের মধ্যেই এমন ঘুম পেতে লাগলো তার যে বলার নয়। ঘুম ভাঙলো ভোর বেলায়। রোদের আলোয় চিকমিক করছে চারদিক। এত মন খারাপ হল নীলুর যে বলার নয়। মা এসে বললেন, কি রে নীলু কি কথাবার্তা হল পরীদের সঙ্গে?

নীলু চুপ করে রইল।

নাস্তা খাবার সময় বাবা বললেন,

তারপর নীলু মা, তোমার পরী বন্ধুদের সঙ্গে কি আলাপ করলে তাতো বললে না।

ছোট চাচা বললেন,

সম্ভবত নীলুর সঙ্গে তাদের ঝগড়া হয়েছে। দেখছেন না নীলুর মন ভাল নেই।

সবাই হেসে উঠল হাঃ হাঃ করে। নীলুর কাঁদতে ইচ্ছে হয়েছিল। সে চুপি চুপি চলে আসল তার বাগানে। আর বাগানে পা দিয়েই সে অবাক। কত যে ফুল ফুটেছে বাগানে। তাহলে কি সত্যি আকাশ পরীরা এসেছিল? সে দৌড়ে গেল আজীজ চাচা যে গাছটি দিয়েছিলেন বাগানে। কি কাণ্ড! সেই গাছে বেগুনি আর নীল রঙে মেশানো অদ্ভুত একটি ফুল ফুটে রয়েছে। কি অপূর্ব তার গন্ধ। নীলুর নিমন্ত্রণে তাহলে এসেছিল তার আকাশ পরী বন্ধুরা। আনন্দে নীলুর চোখে জল এসে গেল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরীর মেয়ে মেঘবতী

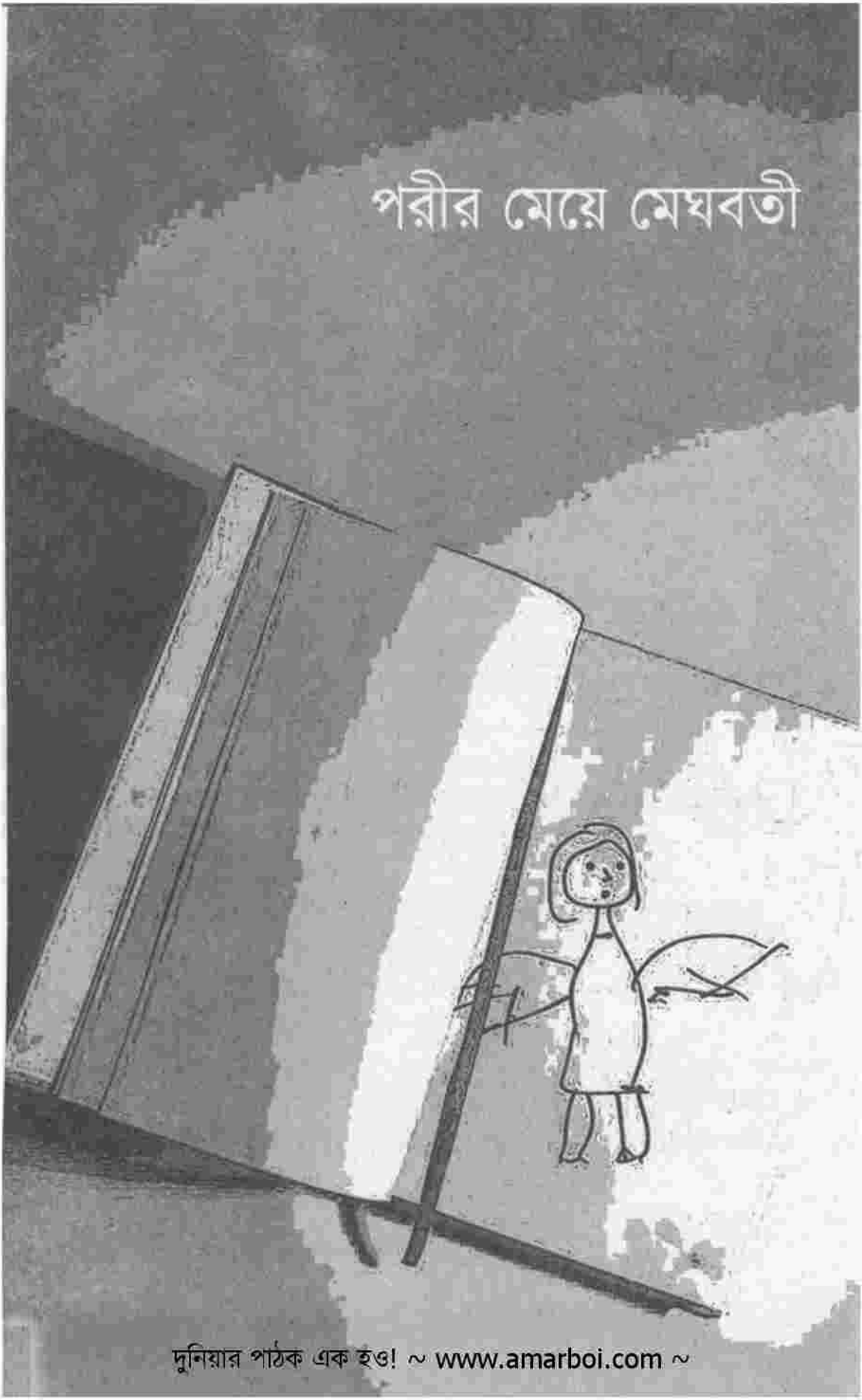

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকের দিনটা অন্যসব দিনের মত না।

আজ খুব আলাদা একটা দিন। কেউ তা বুঝতে পারছে না বলে নাবিলের একটু মন খারাপ লাগছে। আচ্ছা, আজকের দিনটা যে আলাদা তা কেউ বুঝতে পারছে না কেন?

না না আজ তার জন্মদিন না। দু'মাস আগে নাবিলের জন্মদিন হয়ে গেছে। ছ'টা মোমবাতি জ্বালিয়ে সে গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিয়েছে। এক ফুঁতে সব মোমবাতি নেভাতে হবে। সহজ ব্যাপার না। এক ফুঁতে সব বাতি নেভাতে পারলে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার হয়। তখন চোখ বন্ধ করে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। নাবিলের ভাগ্য ভালো, সে এক ফুঁতে সব নেভাতে পেরেছে। এর আগে কখনো পারেনি, এই প্রথম পারল। গতবার সে সব বাতি নিভিয়ে ফেলেছিল। ও আল্লাহ, ফুঁ বন্ধ করতেই ফুট করে একটা বাতি জ্বলে গেল। তার আর কিছু চাওয়া হল না।

এইবার সে পেরেছে। সব বাতি নিভে যাবার পরেও সে অনেকক্ষণ ফুঁ দিয়েছে। যেন গতবারের মত না হয়। সবাই এমন হাততালি দিচ্ছিল যে তার লজ্জাই লাগছিল। মা বললেন, নাবিল ব্যাটা, মেক এ উইশ। মেক এ উইশ মানে হচ্ছে কিছু একটা চাওয়া। সে চোখ বন্ধ করে একটা জিনিস চেয়েছে। জিনিসটা হচ্ছে সে যেন আলাদা একটা ঘর পায়। সেই ঘরে সে একা থাকবে, আর কেউ থাকবে না। ঘরে থাকবে ছোট্ট বিছানা, ওয়াল্ট ডিজনির ছবি, লিটল মারমেইড, লায়ন কিং, মুগলি।

মনে হয় সে সেই ঘরটা পেল।

সকাল থেকেই মা ঘর সাজাচ্ছেন। নাবিল একবার বলেছে, মা তোমার হেল্প লাগবে? হেল্প হল একটা ইংরেজি শব্দ। হেল্পের মানে সাহায্য। নাবিল স্কুলে অনেক ইংরেজি শব্দ শিখেছে। মা বলেছেন, হেল্প লাগবে না ব্যাটা।

মা তাকে সবসময় আদর করে ব্যাটা বলেন। ব্যাটা মানে হচ্ছে লোক।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে ছোট বাচ্চাদের ব্যাটা বললে সেটার অর্থ লোক হয় না। সেটার অর্থ হয় আদরের চাঁদসোনা, লক্ষ্মীসোনা, পুটুস পুটুস।

ঘরটা এত সুন্দর করে সাজানো হল যে নাবিলের প্রায় কান্না পেতে লাগল। সে কেঁদেই ফেলত। কিন্তু ছেলেদের কাঁদতে নেই বলে কাঁদল না। ছোট মেয়েদের কাঁদলে অবশ্যি তেমন দোষ নেই। নাবিলের ছোটবোনের নাম এশা। সে খুব কাঁদে। মা যদি হাসি মুখে নাবিলকে কিছু বললেন তাতেও সে কাঁদবে। ঠোঁট বাঁকিয়ে নাকিসুরে বলবে কেঁন তুমি ভাঁইয়ার দিঁকে তাঁকিয়ে হাঁসলে এ্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ।

বাবা প্রায়ই বলেন, এশা আসলে পেত্নীদের ছানা। তারা ভুল করে আমাদের বাসায় রেখে গেছে। পেত্নীরা নাকে কথা বলে বলেই এশাও রেগে গেলে নাকে কথা বলে। এগুলি অবশ্যি বাবার বানানো কথা। বড়রা খুব বানিয়ে বানিয়ে কথা বলে।

ঘর সাজানো হয়ে যাবার পর নাবিলের মা বললেন, তারপর ব্যাটা একা একা যে ঘুমোবে, ভয় পাবে নাতো?

নাবিল বলল, না।

ভয় পাবার কিছু নেই। আমরাতো পাশের ঘরেই আছি। তোমার দরজা থাকবে খোলা। আমাদের দরজা থাকবে খোলা। ভয় পেলে ডাকবে।

আমি ভয় পাব না মা।

তোমার কি ঘর পছন্দ হয়েছে ব্যাটা?

হ্যাঁ।

বেশি পছন্দ হয়েছে না অল্প পছন্দ হয়েছে?

বেশি পছন্দ হয়েছে মা। এত বেশি পছন্দ হয়েছে যে আমার কেঁদে ফেলতে ইচ্ছা করছে।

মা হেসে ফেললেন, মাকে হাসতে দেখে এশা রেগে গিয়ে বলল, মা, তুঁমি ভাঁইয়ার দিকে তাঁকিয়ে হাঁসবে না। আমাঁর দিঁকে তাঁকিয়ে হাঁস।

মা তখন এশার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

রাতে বাবা তাকে ঘরে শুইয়ে দিতে এলেন। মা এশাকে গল্প করে ঘুম পাড়াচ্ছেনতো তাই তিনি আসতে পারলেন না।

বাবা নাবিলের গলা পর্যন্ত চাদর টেনে দিলেন। কপালে চুমু দিলেন। তারপর চুলে আঙুল দিয়ে বিলি দিতে দিতে বললেন, কী কাণ্ড, আমার ছেলেটা এত বড় হয়ে গেছে। একা একা নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছে। তার কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহস! আমি তো বুড়ো হয়ে যাচ্ছি! কিন্তু কই আমারতো এখনো এত সাহস হয়নি। একা একা আমি ঘুমোতে পারি না। আমার সঙ্গে নাবিলের মাকে ঘুমোতে হয়, এশাকে ঘুমোতে হয়। তারপরও আমার ভয়ে শরীর কাঁপে।

নাবিল মনে মনে হাসল। সে জানে তার বাবার খুবই সাহস। তার বাবা ইচ্ছা করলেই একা ঘুমোতে পারেন। কিন্তু বড়রা ছোটদের সাথে একরম মজা করে মিথ্যা কথা বলে। বড়রা মনে করে ছোটরা কিছু বুঝতে পারছে না। আসলে সবই বুঝতে পারে।

নাবিল বলল, বাবা, একটা গল্প বলতো।

বাবা মুখ শুকনো করে বললেন, কী গল্প?

নাবিল মনে মনে খুব হাসল। গল্প বলার কথা বলতেই বাবার মুখ শুকিয়ে গেছে। কারণ বাবা গল্প বলতে পারেন না। মা সব গল্প জানেন, বাবা কোনো গল্পই জানেন না। একবার সে বাবাকে সিনডারেলার গল্প বলতে বলল। বাবা গল্প শুরু করলেন এক দেশে ছিল এক সিনডারেলা। তার মনে বেজায় দুঃখ। কারণ তার কোনো ছেলেপুলে নেই। মনের দুঃখে তার সোনার অঙ্গ কালি হয়ে গেল।

নাবিল হাসতে হাসতে বাঁচে না। বাবাকে বিপদে ফেলার সবচে সহজ বুদ্ধি হচ্ছে তাঁকে গল্প বলতে বলা। আজ নাবিলের খুব ইচ্ছা করছে বাবাকে বিপদে ফেলতে। সে আবার বলল, বাবা গল্প বল।

বাবা আমতা আমতা করে বললেন, কিসের গল্প রে?

পরীর গল্প।

ও আচ্ছা পরীর গল্প। হুঁ। পরী।

পরীর গল্প জান না বাবা?

জানব না কেন। অবশ্যই জানি। এক দেশে ছিল এক পরী। তারপর কী হল শোন। পরীর মনে বেজায় দুঃখ। কারণ তার কোনো ছেলেপুলে নাই। মনের দুঃখে তার সোনার অঙ্গ কালি হয়ে গেল।

নাবিল বলল, বাবা চুপ করতো। থাক তোমার গল্প বলতে হবে না। তুমি আসলে পরীর কোনো গল্পই জান না। বলতো দেখি পরীরা কী খায়?

কী আবার খাবে। ভাত মাছ ভেজিটেবল খায়। গাজর খায়। গাজরে আছে ভিটামিন এ। চোখের জন্য ভাল। পরীরা বেশি করে গাজর খায় বলে ওদের চোখ খুব ভাল থাকে। তারা আকাশ থেকে দেখতে পায়।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা, তুমি কিছুই জান না। পরীরা ফুলের মধু খায়। আচ্ছা বলতো পরীদের জামা কাপড় কী দিয়ে তৈরি হয়?

'কী দিয়ে আবার, সুতা দিয়ে। ফিফটি পার্সেন্ট কটন আর ফিফটি পার্সেন্ট সিনথেটিক। শুধু সিনথেটিক কাপড় ওরা পরতে পারে না, গা কুটকুট করে।'

'পরীদের ব্যাপারে বাবা তুমি কিছুই জান না। ওদের জামা-কাপড় তৈরি হয় চাঁদের আলোর সুতা দিয়ে।'

'ও আচ্ছা। চাঁদের আলো দিয়ে সুতা হয়। তাইতো জানতাম না।'

'চাঁদের চড়কা-বুড়ি কী করে? সুতা কাটে না?'

'আরে তাইতো, চড়কা-বুড়ির ব্যাপারটাই ভুল মেরে বসে আছি।'

'পরীরা পৃথিবীতে কখন আসে তা কি তুমি জান বাবা?'

'জানি না। কখন আসে?'

'যখন খুব জোছনা হয় তখন আসে। নির্জন পুকুরে ওরা সাঁতার কেটে গোছল করে।'

'পরীর দেশে পুকুর নেই?'

'আছে বোধ হয়। তবু পৃথিবীর পুকুর ওদের বেশি ভাল লাগে।'

'এত কিছু তুমি জানলে কী করে?'

নাবিল জবাব দিল না। মনে মনে হাসল। বড়দের ধারণা শুধু তারাই সবকিছু জানে। কিন্তু ছোটরাও যে অনেক কিছু জানে তা তারা ভুলেই যায়।

জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল, নাবিলের বাবা জানালা বন্ধ করলেন। তারপর নাবিলের মাথার চুল নিয়ে ইলিবিলি খেললেন। এক সময় নাবিল ঘুমিয়ে পড়ল।

তার ঘুম ভাঙল খুটখাট শব্দে। সে চোখ মেলে দেখে–খুবই অবাক কাণ্ড! একটা পরীর মেয়ে তার মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে আছে। নাবিলের সব খেলনা সে জড়ো করেছে। খেলছে আপন মনে। পরীরা সুন্দর হয়, নাবিল জানে। তারপরও এত সুন্দর হয় নাবিলের ধারণা ছিল না। মনে হচ্ছে গা থেকে আলো ঠিকরে বের হচ্ছে। ছোট্ট একটা ডুরে শাড়ি পরে আছে। শাড়িটাও কত সুন্দর! ঝলমল করছে। হবে না, চাঁদের আলোর সুতার তৈরি শাড়ি। আর পরী মেয়ের সোনালি পাখা দুটিও কত সুন্দর! সে আপন মনে গান থামিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাবিল যে বিছানায় উঠে বসেছে সেটা পরী মেয়েটি দেখেছে। কিন্তু সে তার খেলা বন্ধ করছে না।

নাবিল বলল, 'এই পরীর মেয়ে। এই।'

পরীর মেয়ে চোখ তুলে তাকাল। তারপর আবার আগের মতোই খেলতে লাগল। মনে হচ্ছে মুখ টিপে হাসছে।

নাবিল বলল, 'তুমি ঘরে ঢুকেছ কী ভাবে?'

সে হাত উঁচু করে জানালা দেখিয়ে দিল। ওমা, থাই এলুমিনিয়ামের জানালা খোলা। সে তাহলে এই খোলা জানালা দিয়েই ঢুকেছে!

বাবা জানালা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মেয়েটা নিশ্চয়ই টেনেটুনে খুলেছে। মেয়েটাতো দুষ্টু আছে। জানালা খোলা বলেইতো নাবিলের এত শীত লাগছে। ঠাণ্ডা লেগে তার জ্বর না হলেই হয়। ঠাণ্ডা লাগলে নাবিলের আবার টনসিল ফুলে যায়।

নাবিল বলল, 'এই, তুমি যে আমার সব খেলনা ছড়িয়ে একাকার করেছ, মা দেখলে খুব রাগ করবে। ঘর নোংরা হচ্ছে তুমি।'

পরীর মেয়ে মিষ্টি করে বলল, 'যাবার সময় আমি গুছিয়ে রেখে যাব।'

'তোমার নাম কী?'

'মেঘবতী।'

'তুমি কী আমার সঙ্গে খেলবে?'

'না আমি একা একা খেলব।'

নাবিল বিছানা থেকে নেমে এসে মেঘবতীর সামনে বসল। সে কিছু বলল না। আশ্চর্য মেয়েতো! আপন মনে খেলেই যাচ্ছে। নাবিল মুগ্ধ হয়ে দেখছে। এত কাছে থেকে সে পরী দেখবে কোনোদিন ভাবে নি। তার খুব ইচ্ছে করছে পরীর পাখাটা একটু হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে।

'তোমার পাখা একটু হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখব?'

'না।'

মেঘবতীর মুখটা কী সুন্দর! বড় বড় চোখ। চোখের মণিগুলি একটু মনে হয় নীলচে। মেয়েটার থুতনিতে একটা কাটা দাগ।

নাবিল বলল, 'তোমার থুতনিতে কী হয়েছে?'

'কেটে গেছে।'

'কীভাবে কেটেছে?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এক জোছনা-রাতে আমরা রাজবাড়ির পুকুরঘাটে নাচ করছিলাম তখন পা পিছলে পড়ে থুতনি কেটে গেছে।'

'জোছনা-রাতে তোমরা নাচ কর?'

'হুঁ। নাচ করি, গান করি, পানি ছিটা-ছিটি খেলা করি। খুব মজা করি।'

'আমাকে একদিন নিয়ে যাবে?'

'তোমাকে নেব কী করে? তুমি কী উড়তে পার?'

'তুমি কোন ক্লাসে পড়?'

'আমরাতো পড়ি না। আমরা শুধু নাচ করি আর গান করি। আর আকাশে উড়ে বেড়াই।'

'আমি কেজি ওয়ানে পড়ি। বাংলা পড়ি, ইংরেজি পড়ি, অংক করি। এডিশান পারি। তুমি এডিশান পার? এডিশান হল যোগ।'

'না।'

'তুমি ফুলের ইংরেজি কী জান?'

'না।'

'ফুলের ইংরেজি হচ্ছে ফ্লাওয়ার। আকাশের ইংরেজি হচ্ছে স্কাই। বিড়াল হল ক্যাট।'

পরী মেয়েটি নিজের মনে খেলে যাচ্ছে। একেকটা খেলনা হাতে নেয়, কিছুক্ষণ খেলে। সেটা রেখে আরেকটা খেলনা নেয়। নাবিল বলল, 'তুমি কী রোজ রাতে এসে খেলবে? আমার আরো খেলনা আছে।'

'না। আর আসব না।'

'আর আসবে না কেন?'

মেঘবতী জবাব দিল না, খেলেই যেতে লাগল। সে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। শোয়া মাত্রই ঘুম।

তার ঘুম ভাঙল ভোরবেলা। ঘর-ভর্তি আলো। জানালা বন্ধ। প্রতিটি খেলনা আগের জায়গায় আছে। মেঘবতী যাবার আগে সব খেলনা গুছিয়ে রেখে গেছে। ফেলে ছড়িয়ে যায়নি।

নাবিল পরীর মেয়ে মেঘবতীর গল্প সবার আগে বাবার সঙ্গে করল। নাবিলের বাবা খবরের কাগজ পড়ছিলেন। নাবিল বাবার কানে কানে গল্পটা বলল। বাবা বললেন, 'ইশ, তুমি রাতে আমাকে ডাকলে না কেন? আমরা মেয়েটাকে বলে-কয়ে রেখে দিতাম। তারপর বড় হলে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতাম। একটা পরী বৌমার আমার খুব শখ। সে ঘরময় উড়ে বেড়াত।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাবিলের খুব মন খারাপ হল। কারণ বাবা খুব গম্ভীর হয়ে কথা বললেও সে জানে বাবা তার গল্প মোটেই বিশ্বাস করছেন না।

নাবিলের মাও বিশ্বাস করলেন না। তিনি বললেন, 'নাবিল, ব্যাটা তুমি রাতে স্বপ্ন দেখেছ। সেই স্বপ্নটাকেই সত্যি মনে করছ। ভূত, প্রেত, পরী, রাক্ষস, খোক্ষস এইসব পৃথিবীতে হয় না। এইগুলি সব গল্প। তোমার যদি একা ঘরে ঘুমোতে ভয় লাগে আমাদের সঙ্গে ঘুমাও।'

নাবিল বলল, 'না। আমি একাই ঘুমোব।' নাবিলের খুব আশা ছিল পরী মেয়েটিকে সে আবার দেখবে। মেয়েটি নিশ্চয়ই খেলতে আসবে তার ঘরে। নাবিল অনেক বার জানালা খুলে অপেক্ষা করেছে তার জন্যে। রাতে ঘুম ভাঙলেই সে জানালা দিয়ে তাকিয়েছে আকাশের দিকে। যদি সে আসে! কোনদিন সে আসেনি।

তারপর অনেক অনেক দিন কেটে গেল। ছোট্ট নাবিল বড় হয়ে গেল। স্কুল পাস করল। কলেজ পাসল করল। ইউনিভার্সিটি পাস করল। একদিন সে তার বাবার মতো বড় হয়ে গেল। মা বললেন, নাবিলের বিয়ে দিয়ে ঘরে টুকটুকে একটা বৌ নিয়ে এলে কেমন হয়?

ওমা, কী অদ্ভুত কাণ্ড! একদিন তার বিয়েও হয়ে গেল। মজার ঘটনা ঘটল বিয়ের রাতে। নাবিল অবাক হয়ে দেখে তার বৌটা দেখতে অবিকল সেই পরী মেয়েটার মতো। সেই রকম গোল মুখ। হালকা নীলচে চোখ। ঢেউ-খেলানো মাথাভর্তি চুল। থুতনিতে কাটা দাগটা পর্যন্ত আছে।

নাবিল অবাক হয়ে বলল, 'তোমার থুতনিতে এই কাটা-দাগটা কিসের?'

মেয়েটা লজ্জা লজ্জা গলায় বলল, 'ছোটবেলায় পুকুরঘাটে নাচতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে কেটে গিয়েছিল।'

নাবিল ইতস্তত করে বলল, 'আচ্ছা শোন, তোমার ডাক নাম কী মেঘবতী?'

সে হেসে বলল, 'হ্যাঁ। আমার বাবা আমাকে এই নামে ডাকতেন। আমি যখন খুব ছোট তখন বাবা মারা গেলেন। তারপর আর কেউ আমাকে এই নামে ডাকেনি। আজ প্রথম তুমি ডাকলে। আচ্ছা তুমি এই নাম জানলে কী করে?'

নাবিল যে কী করে জানল সেটা আর বলল না। সব কথা বলার দরকারই বা কী? থাকুক কিছু না-বলা কথা।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেরাগের দৈত্য এবং বাবলু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলাউদ্দিনের চেরাগ কী জিনিস সেটাতো তোমরা সবাই জান। কিন্তু তোমরা কি জান ঐ চেরাগটা অনেক দিন থেকে বাবলুদের বাড়ির একতলায় পড়ে ছিল। কেউ জানতোই না যে এটা সেই বিখ্যাত চেরাগ। আর জানবেই বা কি করে বল? ভেঙে-টেঙে জং-টং পড়ে কী অবস্থা।

একদিন কী হল শোন, বাবলু কি মনে করে জানি চেরাগটা হাতে নিয়েছে ওম্নি চেরাগের ভেতর থেকে একটা ছোট্ট তেলাপোকা বের হয়ে এল। বাবলু খুব সাহসী ছেলে হলেও তেলাপোকা খুব পায় পায়। সে ভয় পেয়ে চেরাগটা ছুড়ে ফেলে দিল।

ওম্নি চেরাগের ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হতে লাগল, তারপর সেই ধোঁয়া জমাট বেঁধে একটা দৈত্য হয়ে গেল। প্রকাণ্ড দৈত্য। মাথায় শিং, বড় বড় দাঁত, লাল টকটকে চোখ। বাবলু তেলাপোকা ভয় পেলেও দৈত্য ভয় পায় না। কারণ সে জানে পৃথিবীতে দৈত্য বা ভূত বলে কিছু নেই। এইগুলি সবই গল্প।

দৈত্যটা মাথা নিচু করে বলল, আমি আপনার দাসানুদাস। আপনার কি চাই বলুন। এনে দিচ্ছি।

বাবলু বলল, আপনি কে?

দৈত্য বলল, জনাব আমি আলাদিনের চেরাগের দৈত্য। আপনার দাস।

বাবলু বলল, শুনুন আমি খুব ছোট। আমাকে তুমি করে বলবেন। আরেকটা কথা–আপনি মিথ্যা কথা বলছেন কেন?

দৈত্য অবাক হয়ে বলল, আমি মিথ্যা কথা বলছি?

'হ্যাঁ বলছেন। দৈত্য পৃথিবীতে হয় না। শুধু গল্পের বই-এ হয়।'

'কে বলেছে?'

'আমাদের টিচার বলেছেন।'

'টিচাররা কি সবকিছু জানেন?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অবশ্যই জানেন। এই জন্যেইতো তারা টিচার। তাছাড়া আমার বাবাও বলেছেন।'

'তোমার বাবাও কি টিচার?'

'না আমার বাবা ডাক্তার। ডাক্তাররাও অনেক কিছু জানেন।'

দৈত্য বলল, এই দেখ আমার বড় বড় দাঁত। এই দেখ শিং। তারপরেও বলছ আমি দৈত্য না?

'না। আপনি মুখোশ পরেছেন। দৈত্যের মুখোশ দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। আমার একটা স্পাইডার ম্যানের মুখোশ আছে। গুলশান থেকে আমার ছোটখালা কিনে দিয়েছেন।'

'স্পাইডার ম্যান কে?'

'স্পাইডার ম্যানের খুব শক্তি। সে এক বিল্ডিং থেকে আরেক বিল্ডিং-এ লাফ দিয়ে যেতে পারে।'

'সেতো আমিও পারি। আমি আকাশে উড়তে পারি।'

'উফ আপনি কিছুই জানেন না। আকাশে উড়তে পারে শুধু সুপারম্যান। আপনিতো আর সুপারম্যান না।'

দৈত্য অবাক হয়ে বলল, তা হলে আমি কে?

আপনি কে সেটা আমি কী করে জানব! সেটাতো আপনারই জানার কথা। আপনার বাসা কোথায়?

'বাসা কোথায় তাও জানি না। আমি থাকি চেরাগের ভেতর। ঐ যে চেরাগটা।'

'এতটুকু একটা চেরাগের ভেতর থাকবেন কি করে? কেন শুধু শুধু মিথ্যা কথা বলছেন। জানেন মিথ্যা কথা বললে পাপ হয়। আপনার অনেক পাপ হয়েছে।'

'তোমার নাম কি?'

'আমার নাম বাবলু। আমি ক্লাস টু-তে পড়ি। আজ স্কুল খোলা কিন্তু আমি স্কুলে যাই নি। বলুনতো কেন?'

'বলতে পারছি না কেন যাও নি?'

'আমার হাম হয়েছে। হামতো ছোঁয়াচে রোগ এই জন্যে স্কুলে যাই নি। আপনি আমার কাছে আসবেন না। কাছে এলে আপনারও হাম হবে।'

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৈত্য ঘাবড়ে গেল। পরিশ্রম করলে গায়ে ঘাম হয় সে জানে। কিন্তু হাম হবার কথা সে এই প্রথম শুনছে। দৈত্য মাথা চুলকে বলল, হামটা কি?

'হাম কি তাও জানেন না?'

'না।'

'আপনিতো খুবই বোকা।'

দৈত্য হতভম্ব হয়ে গেল। জীবনে এই প্রথম কেউ তাকে বোকা বলছে। তাও বাচ্চা একটা ছেলে। তবে ছেলেটা খুব সুন্দর। কী সুন্দর করে কথা বলছে। দৈত্য দেখে মোটেও ভয় পাচ্ছে না। আলাদিনের মত সাহসী ছেলেও তাকে প্রথম দেখে ভয়ে অস্থির হয়ে গিয়েছিল।

'শোন খোকা ঝটপট বল তোমার কি চাই। এক্ষুণি এনে দিচ্ছি। আমি কিন্তু আসলেই আলাদিনের চেরাগের দৈত্য।'

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'কিছু একটা চাও এনে দিচ্ছি তখন বিশ্বাস হবে।'

'বাবলু অনেক ভেবে-টেবে বলল, 'একটা আইকা গাম এনে দিতে পারেন?'

'আইকা গাম? আইকা গাম কি?'

'ঐ যে কাগজ জোড়া দেয়। আমি কাগজ জোড়া দিয়ে খেলনা বাড়ি বানাচ্ছিতো আমার আইকা গাম লাগবে।'

'আইকা গাম আমি পাব কোথায়? এ নাম এই প্রথম শুনলাম। বরং অন্য কিছু এনে দি।'

'অন্য কিছু মানে কি?'

'এই ধর কোন দেশের রূপবতী রাজকন্যা বা ইয়ে কী যেন বলে, এক ঘড়া সোনার মোহর।'

'আচ্ছা শুনুন একটা হিম্যান এনে দিন।'

'হিম্যান? হিম্যানটা কি?'

'হিম্যান কি তাও জানেন না?'

'না।'

'জি আই জো চেনেন?'

'না।'

'টিভি দেখেন না?'

'টিভি আবার কি?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কাচের একটা পর্দা যেখানে ছবি দেখা যায়।'

'ও আচ্ছা যাদুর আয়না। যাদুর আয়না চাও, এনে দেব? আনা অবশ্যি কষ্টকর। শুধু ডাইনীদের সঙ্গে থাকে। তোমার যখন এত শখ এনে দিচ্ছি।'

'আমার কোন শখ নেই। আমাদের টিভি আছে। আঠারো ইঞ্চি রঙিন।'

'তোমাদের যাদুর আয়না আছে? এতো অসম্ভব ব্যাপার, কি বল তুমি।'

'আসুন আপনাকে দেখাচ্ছি।'

বাবলু দৈত্যকে তার ঘরে নিয়ে গেল। তার বাবা মা দুজনই অফিসে। কাজেই বাবলুর কোন সমস্যা হল না। বাবা-মা বাসায় থাকলে নানান প্রশ্ন করতেন। এ কে? দৈত্য সেজেছে কেন? বাসায় ঢুকল কী করে? দরজা কে খুলে দিয়েছে?

দৈত্য টিভি দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। এ কী কাণ্ড। সত্যি যাদুর আয়নার মতইতো মনে হচ্ছে। ছবি আসছে যাচ্ছে।

বাবলু বলল, আমার কাছে ওয়াল্ট ডিজনীর আলাদিন আছে। দেখবেন?

'দেখি।'

বাবলু ভিসিআর ছেড়ে দিল। দৈত্য হতভম্ব হয়ে আলাদিন দেখল। তার নিজেরই গল্প। রাজকন্যা জেসমীন এবং আলাদিনের কাহিনী। নিজের চোখে দেখা ঘটনা আবার দেখতে পাচ্ছে! কী আশ্চর্য!

বাবলু বলল, লিটল মারমেইড দেখবেন?

দৈত্য ক্লান্ত গলায় বলল, না। আর কিছু দেখব না। শুধু আমাকে বল আমাদের মাথার উপর যে বনবন করে একটা জিনিস ঘুরছে এটা কী?

'এটা হল ফ্যান। বাতাস আসছে।'

'ঘুরছে কীভাবে, ম্যাজিকে?'

'না ইলেকট্রিসিটিতে।'

'সেটা আবার কী?'

'যে ইলেকট্রিসিটিতে বাতি জ্বলে সেই ইলেকট্রিসিটি। দাঁড়ান আপনাকে দেখাচ্ছি।'

বাবলু সুইচ টিপে বাতি জ্বালাল। দৈত্যের মুখ হা হয়ে গেল। কী অদ্ভুত ব্যাপার। আপনা আপনি বাতি জ্বলে গেল। এই ম্যাজিক তারা কোথায় শিখল?

'আচ্ছা খোকা শোন তোমাদের কি ম্যাজিক কার্পেটও আছে? যার উপর বসে বাতাসে ভেসে যাওয়া যায়?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ম্যাজিক কার্পেট নেই তবে এরোপ্লেন আছে।'

'এরোপ্লেন?'

'হ্যাঁ এরোপ্লেন। আর আছে রকেট। রকেটে করে চাঁদে যাওয়া যায়।'

'চাঁদে যাওয়া যায়! চাঁদে কেউ গিয়েছে?'

'হ্যাঁ। প্রথম যে মানুষ চাঁদে নেমেছিলেন তার নাম নেইল আর্মস্ট্রং।'

'খোকা শোন, আমার মাথা এখন ঘুরছে। কেমন কেমন জানি লাগছে। আমি এখন চেরাগের ভেতর শুয়ে থাকব। রেস্ট নেব। আমাকে যদি তোমার দরকার হয় চেরাগে ঘষা দিও, চলে আসব। তবে আমার ধারণা তোমরা এখন অনেক ম্যাজিক জান। এখন আর আমাকে তোমাদের দরকার নেই।'

'আপনি কি সত্যই আলাদিনের চেরাগের দৈত্য?

'হ্যাঁ।'

বাবলু হাত বাড়িয়ে বলল, নাইস টু মিট ইউ স্যার।

দৈত্য অবাক হয়ে বলল, এর মানে কি?

'এর মানে হচ্ছে আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব ভাল লাগল। আপনি চলে যেতে চাচ্ছেন চলে যান। মা'র চলে আসার সময় হয়ে গেছে। আপনাকে দেখে রাগ করতে পারেন।'

'তা হলে বরং চলেই যাই। সত্যি কথা বলতে কী বাবলু, আমার আসলে একটু ভয় ভয়ই লাগছে। তোমরা আমার চেয়ে অনেক বেশি ম্যাজিক জান। আমার ইচ্ছা করছে তোমাদের কাছ থেকে কিছু ম্যাজিক শিখতে। চাঁদে কখনো যাইনি। আমার খুব শখ একবার চাঁদে যাওয়া। মানুষ কি সত্যি চাঁদে গেছে?'

বাবলু জবাব দেবার আগেই দরজার কলিং বেল বেজে উঠল। ভয় পেয়ে দৈত্য নিমিষের মধ্যে চেরাগে ঢুকে গেল।

এখনো সে চেরাগেই আছে। বাবলুদের ঝিকাতলার বাড়িতেই আছে। বাবলুদের স্কুল যেদিন বন্ধ থাকে এবং যেদিন বাসায় বাবা-মা কেউ থাকেন না সেদিন বাবলু দৈত্যকে চেরাগ থেকে বের করে আনে। দৈত্য বাবলুর কাছে অংক, ইংরেজি, ভূগোল এই সব শেখে। দৈত্য বুঝে গেছে নতুন দিনের ম্যাজিকের এগুলিই হচ্ছে মন্ত্র।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~